বাসুকী-বুসগাঁথা।

৺মহেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

এল, এম, প্রেস হইতে
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত,
২৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২০ বঙ্গাব্দ। (মদিয়া)

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

বাচস্পতি-কুলগাঁথা।

প্রকাশকের নিবেদন।

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে বন্ধুবর বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথবসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আমার নিকট আমাদের বংশেতিহাস চাহিয়াছিলেন, আমি আমাদের এই প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ জন্য রায়েরকাঠি নিবাসী জ্ঞাতি ৺নরনারায়ণ রায় চৌধুরী (ছোটরাজা) মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে তিনি একখানি প্রাচীন গ্রন্থসহ তৎপুত্র প্রণীত একখানি বংশেতিহাস পাঠাইয়া দেন এবং কিছুদিন পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বংশেতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয়ের উৎসাহপূর্ণ বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি নানাস্থানে এ বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হই। বিষ্ণুপুর নিবাসী ভট্টদিগের মুখে এ বংশের কীর্ত্তি গাঁথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন ৺মহেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত একখানি কুলগ্রন্থে আপনাদের বংশ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পরে ৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ঐ প্রাচীন পুঁথিখানি প্রকাশার্থ—১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে আশ্বিন হস্তগত করিয়াছি। এই পুঁথিখানি কাঠের মলাটের ভিতর জীর্ণ গোড়কাঠিয়া কাগজে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত। "নেত্রপক্ষ জলনিধি শশি শক পৌষে" অর্থাৎ ১৭২৩ শকের পৌষ মাসে গ্রন্থখানি সমাপ্ত হইয়াছে। ১২০৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে লিখিত। ১১২ বৎসরের পূর্ব্বে এই পুঁথির রচনা আরম্ভ হয়। ইহার

সহিত শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব রচিত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের অনেক স্থলে ঐক্য দেখা যায়। কুলাচার্য্যদিগের দু'এক খানি কুলগ্রন্থের সহিতও অনেক স্থলে ইহার সামঞ্জস্য আছে। বঙ্গেতিহাসেরও ধারাবাহিক সুবাদারগণের সহিত এ পুঁথিতে উল্লিখিত নবাবগণের ঐক্য দেখা যায়। পুঁথি লিখিত, সুজাবাদ, ইন্দ্রপাশা, রূপসিয়া ও চিরলিয়া খাসবাড়ী প্রভৃতিস্থলে এখনও দুর্গের চিহ্ন পাওয়া যায়। খাসবাড়ী দুর্গের পরিখা এখন "গড়ের খাল" নামে অভিহিত। বেভারিজ সাহেব লিখিত "The Idol was set up by Rudra Narayan Ray in 1050 B. S." এই পুঁথিতে "বাণ ঋতুবান শশি শকের বৈশাখে। প্রতিষ্ঠা করিল রুদ্রনারান তাঁহাকে॥" ১৫৬৫ শকে রুদ্রনারায়ণ কালী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬৫ শকে ১০৫০ বঙ্গাব্দই হয়। এই পুঁথি খানির যে সকল স্থান কীট-দষ্ট, সে সকল স্থানে মুদ্রিত পুস্তকে * ও + এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে এবং পুঁথি লিখিত বর্ণ-বিন্যাস, ভাসা ও শব্দ অবিকল প্রকাশিত করা হইয়াছে। ৺পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম বিরচিত "বঙ্গারাজবংশম্" নামক সংস্কৃত খানির সহিতও ইহার বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। বাগের হাটের সুযোগ্য সব্ ডেপুটী সুকবি শ্রীযুক্ত শৈলেশ নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এই পুঁথিখানি প্রায় ছয়মাস কাল আপনার নিকট রাখিয়া যথাসম্ভব তথ্যানুসন্ধানের পর আমাকে মুদ্রণ জন্য অনুরোধ করেন ও গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ইহা হইতে আবশ্যকীয় নোট গ্রহণ করিয়া আমাকে এই পুঁথি প্রত্যর্পণ করেন এবং মুদ্রণের পর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষার্থ পরামর্শ দান করেন। খড়রিয়া পরগণার জমিদার সুপ্রসিদ্ধ হাটখোলার দত্তবংশোদ্ভূত সাহিত্যসেবী সুলেখক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ও

এই পুঁথিখানি দেখিয়া আমাকে প্রকাশার্থ অনুরোধ করেন এবং বলেন যে এইরূপ বঙ্গের প্রাচীন বংশ সমূহের বংশধরগণ স্ব স্ব বংশের কুলজী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে ভবিষ্যতে বাঙ্গলার একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইবে।

৺মহেশচন্দ্রের পৌত্র ৺কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় একজন সুকবি ছিলেন। পিতামহের পদ অনুসরণ করিয়া এ বংশ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও পুস্তকের শেষাংশে মুদ্রিত হইল। আমাদের বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণ এবং সংশ্রবীয় মহাত্মাগণ ইহা পাঠে তৃপ্ত হইলে শ্রম সার্থকজ্ঞানে কৃতার্থম্মন্য হইব। নিবেদন ইতি—১৩২০ সাল ১লা আশ্বিন।

মঘিয়া— খুলনা।	নিবেদক শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী।



ওঁ নমগণেশায়ঃ।

অথ গ্রন্থারম্ভ।

জগতের আদি ব্রহ্মা অনাদি কারণ।
জানি ধর্ম্ম করিলেন তপ আরম্ভন ॥
যজ্ঞ করিবারে যম সময় না পায়।
কাতর হইয়া ধর্ম্ম ব্রহ্মারে জানায় ॥
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা হরিশ অন্তরে।
নিজ কায়া হৈতে চিত্রগুপ্তে সৃষ্টি করে ॥
নবঘন শ্যামরূপ চতুর্ভুজ ধীর।
লেখনি লইয়া হাতে হইল বাহির ॥
জোড় হাতে আজ্ঞা যাচে ব্রহ্মার সদন।
দিল আজ্ঞা চতুর্ম্মুখ হরষিত মন ॥
জীব ভাগ্য কর্ম্মফল করহ লিখন।
ধর্ম্মরাজ সভামধ্যে করহ গমন ॥
পূর্ব্ব সৃষ্টি চারিবর্ণ আমার যেমন।
বৈশ্য শূদ্র ক্ষেত্রি আর শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ ॥
এ চারি বর্ণের ন্যায় তোমারে গণিবে।
ক্ষেত্রিয়ের অধিকার তুমিই পাইবে ॥
ক্ষেত্রিয়ের অধিকার দিলাম তোমারে।
কায়স্থ বলিয়া তুমি ঘুষিবে সংসারে ॥
চিত্রগুপ্ত অংশে জন্ম হইল গৌড়ের।
তার অংশে জন্ম হয় ধর্ম্মজ্ঞ নৃপের ॥

তাহার পঞ্চম পুত্র কুমার পৌলব।
নৈমিশে বাসুকির ঠাঞি করে বিদ্যাপাঠ ॥
বাসুকি ঋষির শিষ্য পৌলব হইল।
তেঁই সে বাসুকি গোত্র পৌলব পাইল ॥
পৌলবের বংশে জন্ম লৈল বিশ্বনাথ।
সেনাপতি কর্ম্মে তিনি ছিল বড় খ্যাত ॥
কান্যকুব্জ রাজার হইল সেনাপতি।
বিশ্বনাথ বহুযুদ্ধে লভিল সুখ্যাতি ॥
তাহে তিনি হইলেন বিশ্বনাথ সেন।
তার অংশে মহিপতি সেন জন্মিলেন ॥
সেই বংশে রমানাথ উদ্ভব হইল।
কনোজ হইতে তিনি গোড়ে আইল ॥
রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খল দেখি সংঘটন।
কান্যকুব্জে রাজা লোক পাঠায় তখন ॥
মহারাজ আদিশূর গৌড়ের রাজন।
ছয়জন কায়স্থ করিল আনয়ন ॥
রাজ্য হেতু রাজা কার্য্যদক্ষ লোক আনে।
রাজার আদরে আইসে কায়স্থ ছজনে ॥
রমানাথ সেন আর দাস সদাশিব।
হরিশ্চন্দ্র সিংহ আইসে শ্রীবসন্তদেব ॥
চন্দ্র পালিত আইসে শ্রীঅনন্ত কর।
ছয়জনে আইলেন রাজার গোচর ॥
তুষ্ট হৈয়া আদিশূর নৃপতি গৌড়ের।
সভামধ্যে বহুমান করে তাহাদের ॥

শেষে যজ্ঞ আরম্ভয় গৌড়ের রাজন।
পাচঘর বেদবিদ্ আনিল ব্রাহ্মণ ॥
তাহাদের সাথে আইসে কায়স্থ পঞ্চজন।
সবে মিলি সভামধ্যে করিল গমন ॥
শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ ভট্ট নারায়ণ।
ছান্দর শ্রীদক্ষ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ॥
মকরন্দ ঘোষ আর গুহ দশরথ।
মিত্র কালিদাস শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত॥ *
দাশরথি বসু কায়স্থ পঞ্চজন।
সবারে সম্মান করে গৌড়ের রাজন ॥
পাচঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ একাদশ।
রাজার পূজায় বড় হইল সন্তোষ ॥
বহুতর অর্থ রাজা দিল সবাকারে।
একৈক নিষ্কর গ্রাম দিল গঙ্গাতীরে ॥
ইহাদিকে আদিশূর গৌড়ে স্থায়ী করে।
ধনরত্ন বাসগ্রাম পাইয়া নাহি ফেরে ॥
ফিরিয়া কনোজে আর কেহ নাহি গেল।
রমানাথ সেন সেই দ্বিগঙ্গা রহিল ॥
ভাগিরথী নদী তীরে দীর্ঘগঙ্গা গ্রাম।
সর্ব্বস্থানে দ্বিগঙ্গা বলিয়া ঘুসে নাম ॥
সুন্দর সে গ্রাম খানি কি শোভা তাহাতে।
সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে ॥
পুরন্দর তুল্য পুত্র লভে রমানাথ।
থুইলা পুরন্দর নাম সবার সাক্ষাত ॥

রমানাথ স্বর্গে যান পুরন্দরে রাখি।
পিতৃশোকে পুরন্দরের ঝরে সদা আখি॥
কতদিনে পুরন্দরের হইল তনয়।
মাধব বলিয়া নাম রাখিলেন তায়॥
* * ন্দর বৃদ্ধকালে ত্যজিলেন দেহ।
মাধবে প্রবোধ দিতে নাহি ছিল কেহ॥
মাধবের বহু সুত হয় তার পর।
জ্যেষ্ঠ রামনা * * * হৈল * * ধর॥
কার্য্যদক্ষ বিচক্ষণ জানিয়া তাহায়।
মহারাজ বিজয়সেন রাখিল সভায়॥
গৌড়রাজ বিজয়ের মন্ত্রি হৈয়া তিনি।
বহুমান বহু বিত্ত লৈলেন কিনি॥
রামনারায়ণের মন্ত্রণার বলে।
গৌড়রাজ বিজয়ের রাজকার্য্য চলে॥
তুষ্ট হৈয়া গৌড়রাজ করিল প্রসাদ।
রামনারায়ণ বড় হইল আহ্লাদ॥
নিষ্করে এগার গ্রাম রাজার যৌতুক।
পাইয়া রামনারায়ণ পরম কৌতুক॥
রামনারায়ণের হৈল চারিটী নন্দন।
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দিবাকর যেন বিকর্ত্তন॥
সূর্য্য সম তেজবন্ত প্রথম কুমার।
তেঁই নাম দিবাকর রাখিল তাহার॥
দ্বিতীয় কুমার নাম থুইল প্রভাকর।
বারাণসী তৃতীয় চতুর্থ মনোহর॥

গৌড়রাজ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রামনারায়ণ।
প্রাচীন বয়সে করে তীর্থ পর্য্যটন॥
বারাণসী ক্ষেত্রে শেষে ত্যজিয়া পরাণ।
রুদ্রলোকে চলি গেল হৈয়া মূর্ত্তিমান॥
জ্যেষ্ঠ দিবাকর সুত হৈল শ্রীভাস্কর।
দিবাকরের অকালে হইল লোকান্তর॥
তস্য সুত শ্রীভাস্কর বিষয়ে নিপুণ।
কহনে না যায় তার ছিল যতগুণ॥
এ সময় মহারাজ বল্লাল আজ্ঞায়।
ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মেল বদ্ধ হয়॥
উত্তররাঢ় দেশবাসী হইল উত্তর রাঢ়ী।
দক্ষিণরাঢ় দেশবাসী হৈল দক্ষিণরাঢ়ী॥
বঙ্গজ হইল যত বঙ্গবাসী বৃন্দ।
বরেন্দ্র নিবাসী যত হইল বারেন্দ্র॥
সেনবংশ দক্ষিণরাঢ়ী হইল তাহায়।
এইরূপ হইলেক বল্লাল আজ্ঞায়॥
ভাস্করের হৈল পুত্র শ্রীমান শ্রীমান।
সপ্তম পর্য্যায়ে সেনবংশ স্থান পান॥
শ্রীমানের তিনপুত্র হইলেন ক্রমে।
মালাধর কির্ত্তিমান চূড়ামণি নামে॥
অষ্টম পর্য্যায় মালাধরের হইল তনয়।
নবম পর্য্যায় হরিহর নাম তার হয়॥
মালাধর সেন বড় বিবেকী আছিল।
গৃহ ছাড়ি বারাণসী তীর্থে প্রাণ দিল॥

হরিহর গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় দড় ছিল।
গান বাদ্যে গৌড়দেশে বড় খ্যাতি নিল॥
শ্রীরাম গোপাল সেন তাহার তনয়।
তারে বিত্ত দিয়া তীর্থে গেল মহাশয়॥
তীর্থভ্রমি তনুত্যাগ করে হরিহর।
স্বর্গে গেল পাড়ি দিয়া এ ভব সাগর॥
দশম পর্জায় রামগোপাল বাখান।
বেবসা বাণিজ্যে তিনি বহুধন পান॥
রামগোপালের এক হইল তনয়।
শিবদাস নাম তার দৈত্যারি আখ্যায়॥
এগার পর্জায় শিবদাস সেন হৈল।
সেনবংশে শিবদাস অদ্ভুত কর্ম্ম কৈল॥
ভোজপুরি দস্যুদের বিষম উৎপাতে।
গৌড়রাজ্যে কোনজন ছিলনা সুখেতে॥
* হা বলবান সেই শিবদাস সেন।
দস্যু দলপতি যুদ্ধে বাঁধিয়া আনেন॥
গৌড়রাজ তুষ্ট হয়ে করে আশীর্ব্বাদ।
শিবদাস মমে মনে হইল আহ্লাদ॥
নিষ্কর গ্রাম আর একখানি অসি।
দৈত্যারি আখ্যা রাজা দিল ভালবাসি॥
তদবধি শিবদাস দৈত্যারি নামেতে।
সমস্ত গৌড়েতে খ্যাত হইল ক্রমেতে॥
দৈত্যারির হৈল শেষে উভয় তনয়।
যজ্ঞেশ্বর হেরম্ব বলিয়া সবে কয়॥

দ্বাদশ পর্য্যায় স্থান পাইল যজ্ঞেশ্বর।
বড়ই বিনয়ী তিনি বিবেকী অন্তর॥
গৃহত্যেজি যুবকালে সন্ন্যাসী হইয়া।
কাশীবাসী যজ্ঞেশ্বর হইলেন যাইয়া॥
তবে কতদিন পরে গুরুর আজ্ঞায়।
সংসারে প্রবেশ তিনি করিলেন তায়॥
তাহার হইল সুত শিবশঙ্কর সেন।
ত্রয়োদশ পর্য্যায়েতে তিনি স্থান নেন॥
গৃহ ত্যাগ করি যান জনক তাহার।
সেই শোকে শিবশঙ্কর হইল কাতর॥
তবে কতদিন পরে শিবশঙ্কর সেন।
বংশরক্ষা হেতু তিনি বিবাহ করেন॥
ঘোষবংশের প্রকৃত মুখ্য কুলরাজ।
শূলপাণি ঘোষ তদা বিখ্যাত সমাজ॥
শিবশঙ্কর তস্য সুতা করে পরিণয়।
মৌলিক প্রধান তারে পুরন্দর কয়॥
বসুবংশে পুরন্দর খাঁ খেতাবধারী।
কুলীন মৌলিকগনের কুলজি বিচারি॥
কুলের নিয়ম শেষে লিপি বদ্ধ করি।
গৌড় কায়স্থ মধ্যে রাখে নাম ভারি॥
শিবশঙ্কর সুত হয় রত্নেশ্বর নাম।
চতুর্দ্দশ পর্য্যায় বিখ্যাত গুণধাম॥
মিত্র বংশে পরাশর সুমুখ্য কুলীন।
তাহার দুহিতা ছিল সুশ্রী সর্ব্বাঙ্গীন॥

রত্নেশ্বর সে কন্যারে করিলেক বিভা।
মনে মনে সুখী লভি নারী মনোলোভা॥
তাহার হইল তিন পুত্র গুণধাম।
কিঙ্কর বনমালি গোপালচন্দ্র নাম॥
পঞ্চদশ পর্জায়ে কিঙ্করের খ্যাতি।
কিঙ্করের কীর্ত্তি যত ঘুষে দিনরাতি॥
ভাগিরথী তীরে ঠিক স্বর্গের সমান।
বাস হেতু বাছনি করিল একস্থান॥
তেজিয়ান বুদ্ধিমান সে কিঙ্কর সেন।
সেনাপতি পদ তারে হোসেনকুলি দেন॥
নবাব হোসেন কুলি করিতে সম্মান।
চতুর্দ্দশ পরগণা গছানিতে পান॥
কাশেমপুর শিবপুর তপে রুদ্রপুর।
বনগ্রাম মধুদিয়া সুলতান পুর॥
সোঙ্কারকুল আবহুল্লা ইব্রাহিম পুর।
রাজোর সিলেমাবাদ নাছিরপুর॥
হাবেলী চিরলিয়া চৌদ্দ পরগণা।
গছানিতে পাইয়া তার ঘুচিল ভাবনা॥
পরে কিঙ্কর বানাইল নিজপুরী খান।
দৃঢ় করি এক গড় করিল নির্ম্মাণ॥
চন্দন নগর কাছে কেল্লা বানাইল।
পাঠানের সনে বহু যুদ্ধ করেছিল॥
কিঙ্করের গড় বলি সেই কেল্লা খ্যাত।
কিঙ্কর সেনের গড় জগৎ বিখ্যাত॥

সমরে কিঙ্কর সেন অত্যন্ত প্রখর।
ধনঞ্জয় তুল্য বীর ধরণী ভিতর॥
মোঙ্গল সাহায্য হেতু ঘোর যুদ্ধ করি।
তাড়ায় পাঠন উড়িষ্যার বরাবরি॥
কিঙ্কর দুষ্কর অতি সমর ভিতরে।
মোঙ্গল পাতসা পক্ষে নানা যুদ্ধ করে॥
একাব্বর পাতশাহ তাহে তুষ্ট হৈয়ে।
স্নেহ করি কিঙ্করে খেতাব দিল ভুঁয়ে॥
দিল্লীর পাতশাহের অসীম দয়ায়।
বাঙ্গলায় বার জন ভূঁয়ে খেতাব পায়॥
বার ভুঁয়ে গছানিতে গৌড়রাজ্য লয়।
সুবাদার তাহাদের করে করাদায়॥
বারজন মধ্যে কিঙ্কর হইল প্রধান।
ভুঁয়ে কিঙ্করের দাপে গৌড় কম্পমান॥
কোন ভুঁয়ে নাহি ছিল কিঙ্কর সমান।
ভূয়ে কিঙ্কর বলি তার নামের বাখান॥
মুখ্যকুলীন নরহরি ঘোষের দুহিতা।
ভৈরবী নামেতে হৈল কিঙ্কর বনিতা॥
ফরাসী ও পারস্য ভাষায় কিঙ্কর।
অত্যন্ত পণ্ডিত ছিল বুদ্ধিতে প্রখর॥
সদাশয় সদালাপি সে কিঙ্কর সেনে।
সর্ব্বদা ভূষিত ছিল বিনয়াদি গুণে॥
তেজে বলে গুণে জ্ঞানে নাহিক সোসর।
আছিল কিঙ্কর দ্বিজ কুলীন কিঙ্কর॥

আঠার পর্য্যায় যত কুলীন আছিল।
কুলাচার্য্যগণ সহ কিঙ্কর ডাকিল॥
কিঙ্করের আবাহনে সকলে আইল।
বহুব্যয়ে কিঙ্কর একজাই করিল॥
ক্রিয়া ধরি কুলীনের করিল সম্মান।
প্রথমে প্রকৃতরাজ পাইলেন মান॥
দ্বিতীয়ে সহজমুখ্য তৃতীয়ে কোমল।
চতুর্থ কনিষ্ঠ পাঁচে ছভায়া হইল॥
মধ্যাংশ হইল ষষ্ঠে তেওজ সপ্তমেতে।
কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পো হৈল অষ্টমেতে॥
ছভায়ার দ্বিতীয় পো নবমেতে নিল।
মধ্যাংশের দ্বিতীয় পো দশমে হইল॥
তেওজোর দোজো পো একাদশে নিল
ক্রিয়া ধরি এরূপে কুলীনে মান দিল॥
ক্রিয়া ধরি এইরূপে যত কুলীনের।
মান দান করেন কিঙ্কর তাহাদের॥
কুলীন ও কুলাচার্য্য করি অঙ্গীকার।
কিঙ্করেরে গোষ্টিপতি করিল স্বীকার॥
কুলাচার্য্য কুলীনেরা করি অঙ্গীকার।
তুষ্ট হৈয়া দিল মাল্য চন্দন অধিকার॥
কুলীনেরা ফের অঙ্গীকার করি কয়।
কিঙ্করের বংশের দুহিতা তনয়॥
নিজালয়ে বসি তারা বিবাহ করিবে।
উপযুক্ত পণ লৈয়া পুত্র কন্যা দিবে॥

বিবাহের হেতু যত কিঙ্কর সন্তান।
অদ্যাপি কুলীন গৃহে নাহি তারা যান॥
কুলাচার্য্য কুলীনেরা দিল এই মান।
কিঙ্কর সেনের বংশে এ সম্মান পান॥
কুলাচার্য্যগণ পণ গণ ঠিক করি।
কুলীনের মান সেনবংশে দিল ধরি॥
কুলাচার্য্য কুলীনেরা দুইবর দিল।
দুই অধিকার সেন বংশেতে পাইল॥
কিঙ্করের বংশ হয় মৌলিক প্রধান।
পুরুষানুক্রমে দুই অধিকার পান॥
কুলাচার্য্য কুলীনেরা দুইবর দিয়া।
চলি গেল সবে মর্য্যাদার ভাগ নিয়া॥
বৃদ্ধকালে কিঙ্কর একজাই করিয়া।
মৌলিকের মান রাখে কুলীন পূজিয়া॥
অষ্টগুণ কিঙ্করেতে ছিল বিদ্যমান।
তাহা দেখি কুলীনগণ বাড়াইল মান॥
কিঙ্করের পুত্র হয় মদনমোহন।
সিদ্ধ মৌলিকের কন্যা করিল গ্রহণ॥
রামচন্দ্র সিংহ কন্যা রাধিকা নামেতে।
বধু হৈল কিঙ্করের মেলকাটি তাতে॥
বহু অর্থ ব্যয় আর বিবাদ এ বিয়ে।
সিংহসুতা আনে কিঙ্কর অনেক লড়িয়ে॥
একজাই মেলকাটি প্রকৃত স্পর্শন।
আদ্যরস দান আর বিনয় বচন॥

নবকুলে সদা বৃত্তি কুলীন পোষণ।
সেনবংশে অষ্টগুণ হইল ভূষণ॥
মদনমোহনে রাজ্য করি সমর্পণ।
করিল কিঙ্কর সেন তীর্থ পর্য্যটন॥
অবশেষে হরিদ্বারে করিয়া গমন।
তপস্যা করিয়া দেহ করিল পতন॥
শতাধিক বিংশবর্ষে ত্যেজিয়া শরীর।
স্বর্গে চলি যান যেন দ্বিতীয় মিহির॥
ষোড়ষ পর্য্যায় হয় মদন মোহন।
পারস্য ভাষায় বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন॥
ভূঁয়ে কিঙ্করের ভূমি শাসে বাহুবলে।
প্রতাপ আদিত্য কাড়ি লইলেক বলে॥
প্রতাপ আদিত্য যশোরের মহারাজা।
বলে মহাবল তেজে হয় মহাতেজা॥
চিরলিয়া ছাড়া তের পরগণা নৈল।
বনগ্রাম পরগণা লক্ষণ ঘোষে দিল॥
লক্ষণ ভাগিনা তার আদরের ছিল।
বলে নৈয়া বনগ্রাম ভাগিনারে দিল॥
হাবেলী পরগণা দিল ভগ্নি ভবানীকে।
পতিসহ খুড়াত বোন রহিলেক সুখে॥
পরমানন্দরায় পাইয়া হাবেলী পরগণা।
খুড়ভুত ভগিনীপতি আহ্লাদে আটখানা॥
চিরাস্থির না হইল প্রতাপের কাজ।
মান ভাঙ্গে আসি মানসিংহ মহারাজ॥

সমরে হারিল রাজা মানসিংহ হাতে।
পিঞ্জরে প্রতাপে লৈল দিল্লী দরবারেতে॥
পাতশাহে দিল ভেট মানসিংহ রায়।
তৈলে ভাজি প্রতাপেরে লইল তথায়॥
রাধিকার মৃত্যু হইলে মদন মোহন।
কৃপারাম মিত্র কন্যা করিল গ্রহণ॥
মুখ্য কুলীন কৃপারাম বড় কৃপাবান।
তাহার তনয়া গর্ভে জন্মিল সন্তান॥
শ্রীমান সন্তান সেই হৈল যেই কালে।
শ্রীনাথ বলিযা তারে ডাকিল সকলে॥
সুভাদার আলাদিন ইস্‌লাম খান।
মদন মোহন সেন তার কাছে যান॥
মদনের আলাপেতে তুষ্ট যবনরাজ।
নবাব সরকারে দিল পেসকারি কাজ॥
কার্য্য কর্ম্মে তুষ্ট করি সুভাদার মন।
কতদিনে দেশে আইসে মদন মোহন॥
সিদ্ধ মৌলিক হরিহর সিংহের দুহিতা।
শ্রীনাথে দিলেন বিয়া হৈয়া হরশিতা॥
মেলকাটী করি বংশের বাড়াইল মান।
কায়স্থ সমাজে তিনি বড় খ্যাতি পান॥
দৈবে বঙ্গে আইসে জাহাঙ্গীরের আত্মজ।
পাতশাহ সুত সাজিহান যুবরাজ॥
পারস্য ভাষায় বিজ্ঞ মদন মোহন।
লৈয়া ভেট যুবরাজে দিল দরশন॥

পাতসাহ সুত সাজিহান বাঙ্গলায়।
শ্রীনাথ বর্ণিল গুণ পারস্য ভাষায়॥
পারস্যে পণ্ডিত বড় শ্রীনাথ আছিল।
সাজিহান তুষ্ট হৈয়া সুখ্যাতি করিল॥
মদন মোহন কাজ করিল এস্তেফা।
পুত্র শ্রীনাথের জন্য যাচিলেন তাহা॥
বৃদ্ধ বলি কার্য্য ছাড়ি মদন মোহন।
পুত্রে এক কর্ম্ম দিতে সাজিহানে কন॥
শ্রীনাথের বিদ্যাবুদ্ধি শুনি তার মুখে।
নবাবের অধীনে নিযুক্ত করে সুখে॥
সাজিহান শ্রীনাথ সনে ছবিথারে দিল।
পূর্ব্ববঙ্গের করাদায় করিতে কহিল॥
রাজ্যধন শ্রীনাথেরে করি সমর্পণ।
তীর্থভ্রমি স্বর্গে গেল মদন মোহন॥
সপ্তদশ পর্য্যায় শ্রীনাথ সেন।
নবাব সরকারে কত সুখ্যাতি নেন॥
বুদ্ধির কৌশলে কিনি নবাবের মন।
বড়ই হৈলেন তিনি বিশ্বাস ভাজন॥
এদেশে শ্রীনাথ সেন আসিবার কালে।
দক্ষিণ চক্র ঠাকুর পাইল স্বপ্ন ফলে॥
স্বপ্নাদেশে বিষথালি নদীতে যাইয়া।
তুষ্ট হৈল দক্ষিণ চক্র ঠাকুর পাইয়া॥
মৃন্ময় দুর্গ এক করিয়া নির্ম্মাণ।
লুতফাবাদে ঠাকুরেরে করিল স্থাপন॥

শূন্য বেদ বাণ চন্দ্র শক পরিমাণ।
দোল যাত্রা ফাল্গুণে পূর্ণিমা তিথি পান॥
সেই দিনে শ্রীনাথ করি উৎসব আরম্ভন।
দক্ষিণ চক্র ঠাকুরেরে করিল স্থাপন॥
ছয় শত বিঘা জমি দেবোত্তর দিয়া।
সেবাইত সোমদ্দারে রাখিলেন নিয়া॥
শ্রীনাথের উন্নতি হয় বাড়িলেক মান।
রায় রাইয়া খেতাব অচিরাৎ পান॥
ঋতু বেদ বাণ শশধর গণি শকে।
রায় রাইয়া খেতাব লইলেন সুখে॥
সুভাদার সাজিহান আজ্ঞায় শ্রীনাথ।
বহু সৈন্য লইলেন করি নিজ সাত॥
মগের দৌরাত্ম নষ্ট করিবার জন্য।
দুই দুর্গ বানাইয়া রাখে সব সৈন্য॥
সে স্থানের নাম শেষে হয় সুজাবাদ।
মগের দৌরাত্ম নাশি শ্রীনাথ আহ্লাদ॥
ফৌজদার ছবিখান আছিল সঙ্গেতে।
রণজয় করি ফিরে উভয়ে রঙ্গেতে॥
তুষ্ট হৈয়া পুরস্কার যাচে সুভাদার।
শ্রীনাথ বলে জাহাপনা সৌভাগ্য আমার॥
সেলিমাবাদের যত নাওয়ারা মহল।
পাট্টাই সোনন্দ দান করুন কেবল॥
বাঙ্গলা শাসন কর্ত্তা তবে সাজিহান।
স্বীকার করেন তাহা করিতে প্রদান॥

শ্রীনাথের পুত্র সেই শ্রীরামের নামে।
পাট্টা লিখি পাঠাইল শীঘ্র দিল্লী ধামে ॥
পাতসাহ জাহাঙ্গীর মঞ্জুর করিল।
বতসরান্তে পাট্টা শ্রীনাথের হাতে আইল ॥
নেত্র বেদ শূন্য শশধর হিজরিতে।
রায় খেতাব সহ পাট্টা আইলেক হাতে ॥
রায় রাইয়া শ্রীনাথ দিল কন্যা সর্ব্বানীকে।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব জনার্দ্দন বসুকে ॥
তেওজ পার্ব্বতীঘোষের দুহিতায় আনি।
শ্রীরাম রায়ের বিয়ে দিলেন আপনি ॥
প*   দে*   ত্যাগ করি স্বর্গে চলি যান।
পুত্র শ্রীরামেরে দিয়া রাজ্যধন মান ॥
সহমরণেতে প*   করিল গমন।
* * যে নাথের চিতা করি আরোহন ॥
পঞ্চবাণ বাণ শশি শকের মাঘেতে।
উভয়ে বিমানে * * চলিল স্বর্গেতে ॥
অষ্টাদশ পর্য্যায় শ্রীরাম রায়।
বঙ্গদেশে যাহার সুখ্যাতি সবে গায় ॥
কিশোরে শ্রীরাম খেলি সঙ্গীগণ সহ।
লইতেন দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম প্রত্যহ ॥
প্রান্তরের পার্শ্বদেশে বটবৃক্ষ ছিল।
খেলিয়া শ্রীরাম তথা নিদ্রা গিয়াছিল ॥
সঙ্গীসহ ঘুমাইল বট বৃক্ষ তলা।
শ্রীরাম ললাট দেশে রৌদ্র পড়েছিলা ॥

দেখি এক কৃষ্ণ সর্প ফনা ধরি শিরে।
ছায়া করি রাখে তার ললাট উপরে ॥
না গর্জ্জিল না দংশিল শিয়রে থাকিয়া।
শ্রীরামের শিরে রাখে ফনা * * রিয়া ॥
জাগিলেক সঙ্গীগণ বিস্মিত দেখিয়া।
ভয়েতে সকল সঙ্গী * * পলাইয়া।
শ্রীরামের বাড়ী গিয়া সংবাদ করিল।
বহুতর লোক তথা ছুটিয়া আইল ॥
সর্পভয়ে কোলাহল হইল তথায়।
সেই শব্দ * রামেরে তখন জাগায় ॥
শ্রীরাম উঠিবামাত্র ফনা গুটাইয়া।
বটবৃক্ষ * * * * * * সে চলিয়া ॥
তালুকের পাট্টাপান শ্রীরাম সে দিন।
বৎসরেক পরে * * হইলেন লীন ॥
পাট্টা পাইয়া এই দেশে আইল শ্রীরাম।
সুতালড়ি কাছারিতে * রিল + শ্রম ॥
লুতকাবাদে বাসাবাটী করিল নির্ম্মাণ।
ষড়বিধ জাতিরে দিল করি বাস * *
সুন্দ * * * * হইল শ্রীরাম কৃপায়।
অযোধ্যা সমান শোভা হইল তথায় ॥
সরযু সমান ন * নগরের ধারে।
নানা জাতি বৃক্ষলতা শোভে দুই পারে ॥
জঙ্গল আ * * * * বসায় নগর।
দিবা রাত্রি যাতায়াত করে বহু নর ॥

সেই খানে বাসাবাড়ী করিয়া নির্ম্মাণ।
কাসেম যুবৈনীর কাছে শ্রীরাম রায় যান ॥
সলিমাবাদ সোন্দারকুল রুদ্রপুর রাজ্যের।
গছানি লইতে চান চারি পরগণার ॥
জমির আবাদ কর প্রজার পত্তন।
শ্রীরাম স্বীকার করে নবাব সদন ॥
পুনর্ব্বার গছানিতে লইল শ্রীরাম।
নবাবে প্রচুর ভেট দিল গুণধাম ॥
পিতামহ হাত ছাড়া যেই বিত্ত হয়।
কতেক উদ্ধারি তার আনন্দ হৃদয় ॥
গছানি লইয়া রায় বাসাবাটী আসি।
বসতির জন্য স্থান ভাবে দিবা নিশি ॥
নিজের তালুক মধ্যে বসতির তরে।
পূবে কালি গঙ্গা ময়া নদী যে উত্তরে ॥
পশ্চিম দিগেতে নদী নামে বলেশ্বর।
দক্ষিণ সীমায় তার নদ দামোদর ॥
এস্থান আবাদ করি বানাইল ধাম।
রায়ের কাটা বলি রায়েরকাটি হইল নাম ॥
প্রজা বাস কৈল তথা রায়ের প্রসাদে।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শ্রীরাম আবাদে ॥
পরে গছানির * * চারি পরগণা।
আবাদ করিয়া শীঘ্র করিল ঘোষণা ॥
প্রথম আবাদ স্থান মূল গ্রাম নামে।
রাখিলেন পুলকিত হইয়া শ্রীরামে ॥

কাসেম যুবনী শেষে চর্চ্চিয়া দেখিল।
জমির আবাদ আর প্রজা বসিল॥
আবাদ বসতি দেখি কাসেম যুবনী।
মনে মনে মহাখুসী হইল অমনি॥
দিল্লির পাতশাহ সাজিহান কাছে।
শ্রীরামের জন্য তিনি জমিদারী যাচে॥
তুষ্ট হৈয়া পাতসাহ মঞ্জুর করিল।
দশ পরগণার জমিদারী পাট্টা দিল॥
সিলেমাবাদ সোষ্কারকুল রাজ্যের রুদ্রপুর।
বনগ্রাম নাছিরপুর এব্রাহিম পুর॥
কাসেমপুর শিবপুর সুলতানপুর এই।
দশ পরগণার পাট্টা করিলেক সই॥
সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ধুরিন খেতাব আসিল।
শ্রীরামের মন হর্ষে উল্লসিত হৈল॥
গ্রহবেদ শূন্য শশি হিজরি বৈশাখে।
শ্রীরাম লইল পাট্টা অত্যন্ত পুলকে॥
শ্রীরামের পুত্র হৈল রুদ্রনারায়ণ।
রুদ্রতেজে তেজিয়ান শঙ্কর সমান॥
শ্রীরামের প্রিয়বড় হইল নন্দন।
তাহার বিবাহে পুনঃ মেলকাটী স্থাপন॥
দাতিয়ার জমিদার মিত্র পরশুরাম।
তার কন্যা তিলোত্তমা রূপে অনুপাম॥
পুত্র রুদ্রনারানেরে করি বহু স্নেহ।
তিলোত্তমা কন্যা আনি দিলেন বিবাহ॥

এ কন্যা আনিতে বহু হইল সংগ্রাম।
কন্যা হেতু বহু ব্যয় করেন শ্রীরাম॥
শ্রীরামের কন্যা সেই মনোরমা নামে।
নারায়ণ মিত্র পুত্রে সম্প্রদান ক্রমে॥
মুখ্য কুলীন নারায়ণ কায়স্থ সমাজে।
তার পুত্র রূপবান সমাজের মাঝে॥
পুত্র কন্যা বিয়া দিয়া শ্রীরাম রায়।
দেহ ত্যাগ করি শেষে স্বর্গে চলি যায়॥
সহমরণেতে যান শ্রীরাম বনিতা।
হারাইল রুদ্র এক কালে পিতা মাতা॥
বেদ ঋতু বাণ শশি শকের ভাদ্রেতে।
পিতা মাতা দুইজন চলিল স্বর্গেতে॥
উনবিংশ পর্য্যায়ে রুদ্র নারায়ণ।
অল্প বয়সেতে নিজ জনকে হারান॥
বালক হৈলেও খুব বিষয়ে নিপুণ।
পিতা হৈতে কোন কার্য্যে নাহি হয় উন॥
স্বপ্নে কালী দেখা দেন রুদ্র নারানেরে।
মূলগার খালে আছি পাষাণ আকারে॥
রাত্রি প্রভাতের কালে তথায় যাইবি।
সেই খালে এক খণ্ড প্রস্তর পাইবি॥
আমার আজ্ঞায় এক ভাস্কর আসিবে।
তাহা দিয়া কালীমূর্ত্তি শীঘ্র গড়াইবে॥
মূর্ত্তি গড়াইয়া তুই করিস্ স্থাপন।
মঙ্গল হইবে তোর আমার বচন॥

অনাহুত ভাবে এক ভাস্কর আসিল।
তারে দিয়া রুদ্র রায় মূর্ত্তি গড়াইল॥
অপূর্ব্ব সে কালী মূর্ত্তি বানায় পাথরে।
জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ আনে তার পরে॥
ত্রিগঙ্গা হইতে আইসে কুল পুরোহিত।
স্বপ্নাদেশে রূপরাম আইল ত্বরিত॥
রূপরাম চক্রবর্ত্তী কুশাঙ্গুলি গাঞি।
সেনকুল পুরোহিত ঘুষে সব ঠাঞি॥
গণাইয়া কুণ্ডচক্র করিল প্রস্তুত।
অপূর্ব্ব করিল বেদী অতি মজবুত॥
পঞ্চ নর মুণ্ডে সেই পঞ্চ মুণ্ডী বেদী।
আর দুই শিব গড়ে সে পাথর ছেদি॥
শিবলিঙ্গদ্বয় সাথে সে বেদীর পরে।
স্থাপন করিল আদ্যাশক্তি ভক্তি ভরে॥
বান ঋতু বাণ শশি শকের বৈশাখে।
প্রতিষ্ঠা করিল রুদ্র নারান তাহাকে।॥
অমাবস্যা তিথি আর প্রতিকুজ বারে।
ছাগ বলি বিধান করিল চির তরে॥
ছয়শ বিঘা জমি দিল দেবোত্তর দান।
রূপরাম দুইশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর পান॥
রায়ের কাটির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সদন।
রূপরাম করিলেন তপ আরম্ভন॥
কিছুদিন পরে রূপরাম সিদ্ধ হৈল।
সিদ্ধেশ্বরী বলি তেঁই দেবীর নাম থুইল॥

বর্গী ও মগের দল বঙ্গ ছাইল।
ভয়ে সকলের আহার নিদ্রা গেল ॥
সেই সব দস্যুদের দেখি অত্যাচার।
রুদ্ররায় সুভাদারে দেন সমাচার ॥
ভ্রাতৃ বিরোধে সুজা ছিল রাজমহলে।
সেই খানে রুদ্রনারাণের দূত চলে ॥
রুদ্রের লিখন পাইয়া সুলতান সুজা।
অত্যাচারে বাঁচাইতে বাঙ্গলার প্রজা ॥
পাঠাইল ফৌজদার মনাইম খান।
সসৈন্যে ফৌজদার আইসে রুদ্ররায় স্থান ॥
চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি আর রুদ্ররায়।
বহু সৈন্য লৈয়া ফৌজদার সাথে যায় ॥
সুজাবাদ গড়ে সবে উতরিল গিয়া।
দারুণ করিল রণ বর্গীরা আসিয়া ॥
রুদ্ররায় গড় করি রূপসিয়া গ্রামে।
বর্গীগণ সহ বীর লাগিল সংগ্রামে ॥
রুদ্ররায় রুদ্ররূপী সংহার কারণ।
বর্গী দস্যুগণ সহ করে বহু রণ ॥
গড়ে থাকি মনাইম বিস্ময় শুনিয়া।
রুদ্ররায় বর্গীদলে দিল খেদাইয়া ॥
মহাবীর রুদ্ররায় বিপুল বিক্রমে।
বর্গীদলে বঙ্গ হৈতে তাড়াইল ক্রমে ॥
কিন্তু মগ সৈন্য যত ক্ষেপিয়া উঠিল।
একেবারে চারিদলে বিভাগ হইল ॥

সুজাবাদ গড়ে পড়ে শেষ যামিনীতে।
মনাইম নাহি পারে সৈন্য রাখিতে॥
বন্দীকরি মনাইমে লইল তাহারা।
ফৌজদার সৈন্য বহু গেল তাতে মারা॥
তবে রুদ্র নারায়ণ বিপুল বিক্রমে।
সত্বর বানায় কেল্লা ইন্দ্রপাসা গ্রামে॥
চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি প্রেম নারায়ণ।
রুদ্ররায় সহ আসি মিলিল তখন॥
উভয়ের সৈন্যগণ অনেক লড়িয়া।
বঙ্গ হৈতে মগদল দিল তাড়াইয়া॥
গুপ্তভাবে একদল বাদাবনে গেল।
চন্দ্রদ্বীপ সৈন্য বহু সন্ধান করিল॥
তল্লাস করিয়া বহু না পাই উদ্দেশ।
সুজাবাদ গড়ে তারা ফিরে যায় শেষ॥
তিন দল মগ যদি রণে ভঙ্গ দিল।
একদল বাদাবনে গড়কাটি রৈল॥
রুদ্রনারায়ণ বহু করিয়া সন্ধান।
সৈন্য সহ বাদায় প্রবেশে বলবান॥
সারিতে না পারিলেক মগ দস্যুগণ।
পশুধ্বনি করি সবে করে আক্রমণ॥
দুই দলে হানা হানি হৈল মারা মারি।
রুদ্ররায় তীরন্দাজ দস্যুপতি মারি॥
আর সব মগ সৈন্য আটক করিল।
খাল কাটি রাত্রে তারা পলাইয়া গেল॥

পরগণা নাছির পুরে সেই বাদাবন।
রাত্র মধ্যে মগে খাল করিল খনন॥
সেই খাল দিয়া মগ গেল পলাইয়া।
সে জন্য খালের নাম হৈল মগ্‌গিয়া॥
খালের দুধারে যত আবাদ হইল।
মগিয়া বলিয়া গ্রাম ঘোষণা হইল॥
সেই হৈতে সে স্থানেতে প্রজা বাশ কৈল।
রুদ্ররায় পরাক্রমে মগ পলাইল॥
রুদ্ররায় পরাক্রমে তুষ্টু যবন রাজা।
পাতসাই খেতাব দিল রুদ্রে মহাতেজা॥
নবাব সায়েস্তাখান অতি সদাশয়।
রুদ্র নারানেরে তার স্নেহ অতিশয়॥
রুদ্রনারায়ণ রায় হইলেন রাজা।
পাত সাই খেলোয়াত পাইয়া তুষ্টু মহাতেজা॥
ঋতু বসু বান শশি শকের মাঘেতে।
খেতাব খেলোয়াত রাজা পাইলেন হাতে॥
রাজা প্রেম নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ পতি।
আর রাজা রুদ্র নারায়ণ মহামতি॥
উভয় নৃপতি বড় দুর্জ্জন সাসয়।
মোগল রাজার কাছে বড় মান পায়॥
রাজা খেতাব পাইয়া তবে রুদ্র নারায়ণ।
প্রেমরায় সহ প্রীতে করিল ভোজন॥
যে স্থানেতে এক নিশি যাপে দুই শূর।
সে স্থানের নাম পরে হয় রাজাপুর॥

রাজা রুদ্ররায় নিজ রাজধানী বেড়ি
নানাজাতি প্রজা বসাইল তাড়াতাড়ি ॥
রাজা খেতাব পাইয়া রায় মান নাহি করে।
সকলে সমান রায় দেখিত অন্তরে ॥
বড়ই দয়াল রাজা রুদ্র নারায়ণ।
কাতরে করিতে দান নাহিক এমন ॥
শুন সবে মন দিয়া তার গুণগ্রাম।
বঙ্গজ কুলীন বসু গোপালকৃষ্ণ নাম ॥
মিরবর খেতাব যে তাহার আছিল।
বাকলায় বঙ্গজগণ অপমান কৈল ॥
নিজের সমাজে বসু পাইয়া অপমান।
রাজা রুদ্ররায় কাছে আশ্রয় চান ॥
বড় দয়াশীল রাজা রুদ্রনারায়ণ।
নিস্কর বসত বাড়ী দিল ততক্ষণ ॥
লুৎকাবাদে দিয়া বাড়ী গ্রাম চারি খানি।
তালুকদারি পাট্টাতারে দিলেন অমনি ॥
প্রথম আবাদকারী শ্রীমন্ত অনন্ত।
বাইসাড়ীতে বাড়ী দিয়া করিলেন শান্ত ॥
রাজা রুদ্রনারানের চারিটী নন্দন।
গন্ধর্ব্ব কন্দর্প নরেন্দ্র নরোত্তম ॥
বিমলা সুরমা সুশীলা তিন জন।
রাজ কন্যা হইলেন অতি শুদ্ধ মন ॥
শ্রীচৈতন্য দেবের সন্নাস মন্ত্র দাতা।
কেশবভারতী ছিল ঠিক যেন ধাতা ॥

সাগরদাড়ী বাসী বটে শ্রোত্রীয় প্রধান।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞি হন॥
সে কেশব ভারতীর সন্তান সুন্দর।
সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরস্বতী বর॥
সে মহাত্মার কাছে রাজা রুদ্রনারায়ণ।
ভক্তি ভরে ইষ্টমন্ত্র করেন গ্রহণ॥
মুখ্য কুলীন শ্রীমুখ বসুর দুহিতা।
জ্যেষ্ঠ পুত্র নরোত্তমের হইল বনিতা॥
শ্রীবল্লভ বসু হয় তেওজ কুলীন।
তার কন্যা আনিয়া নরেন্দ্রে বিভা দেন॥
তৃতীয় কন্দর্প বিভা হৈল অনুক্রমে।
সিদ্ধ মৌলিক দেব রামনারায়ণ নামে॥
তাহার তনয়া ভার্য্যা কন্দর্পের হৈল।
দেব বংশের কন্যা আনি মেলকাটি কৈল॥
এই বিবাহেতে বহু বিবাদ হইল।
বিবাদ করিয়া আনি পুত্রে বিভা দিল॥
চতুর্থ গন্ধর্ব্ব বিভা হৈল তার পর।
বংশজ প্রধান হয় বেলফুলিয়া ঘর॥
জমিদার রায় সে পরশুরাম নাম।
বংশজের শ্রেষ্ঠ হয় সেই গুণ ধাম॥
তাহার তনয়া আনি দিল গন্ধর্ব্বেরে।
রাজা রুদ্ররায় কন্যা বিভা দিল পরে॥
মুখ্য কুলীন রাঘবেন্দ্র বসুর তনয়।
তিনকড়ির সাতে সুশীলার বিয়ে হয়॥

সকল মুখ্য শ্রীবল্লভ বসুর নন্দন।
নন্দ কিশোরেরে কন্যা করে সমর্পণ॥
দ্বিতীয় বিমলা যদি হইলেক পায়।
জীবন ঘোষ সাতে বিয়ে দিল সুরমায়॥
মুখ্য কুলীন মধুসুদন ঘোষের তনয়।
জীবন কৃষ্ণ ঘোষ সেই রূপবান হয়॥
এসব বিবাহ দিয়া রাজা রুদ্ররায়।
জ্যেষ্ঠ পুত্র নরোত্তমে রাজ্য ভার দেয়॥
রাণী সহ রাজা চলে তীর্থ ভ্রমনেতে।
পথিমধ্যে রাজা যায় সুভারাজধানিতে॥
বর্দ্ধমানে সুভাদারে করিয়া সাক্ষাৎ।
মুল্যবান ভেট দিয়া করে প্রণিপাত॥
তুষ্ট করি রাজা আজিমউস্যানের মন।
সৈদপুর চিরলার রাজস্ব কমান॥
পরে কাশীবাসী হইলেন রাজা রাণী।
দান ধর্ম্ম করি রাজা ত্যজিল পরানি॥
সহ মরণেতে রাণি করিল গমন।
জ্বলিয়া উঠিল চিতা করিল দাহন॥
শূন্য পক্ষ ঋতু শশি শকের ফাল্গুণে।
স্বর্গেতে চলিয়া যান চড়িয়া বিমানে॥
সম্বাদ পাইয়া তবে চারিটী নন্দন।
দান সাগর শ্রাদ্ধ তবে কৈল আয়োজন॥
বিড়াল দিয়ার ডিংসাই তুলসীরাম।
অগ্রদান লইয়া পতিত গুণধাম॥

সে কারণে ভৈরবপাশায় নিস্কর।
বশতি ভবন পান ব্রাহ্মণ কুমার ॥
সেই কার্য্যে চারি ভাই আর দিল দান।
ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল সবে ধন রত্ন পান ॥
বন্দকুটি গাঞি ব্রাহ্মণ কাশীরাম।
বন্দোপাধ্যায় উপাধি বিক্রমপুর ধাম ॥
তার বিয়ে দিয়ে চারি জনে পাইল প্রীতি।
শ্রাদ্ধে দান করিলেন সে নব দম্পতি ॥
হাতি ঘোড়া নৌকা গাভি বৃষ করে দান।
চারি ভাই দান সাগর করে সমাধান ॥
বিংশ পর্য্যায় নরোত্তম রায়েরকাটী রৈল।
মনান্তরে ভাইগণ ঠাঞি ঠাঞি গেল ॥
দ্বিতীয় নরেন্দ্র চলি গেল বনগ্রাম।
তৃতীয় কন্দর্প গেল চিংড়াখালি ধাম ॥
চতুর্থ গন্ধর্ব্ব আইলেন চিরলায়।
যাহার গম্ভীর মূর্ত্তি বর্ণন না যায় ॥
গন্ধর্ব্ব আকৃতি তিনি অতি রূপবান।
ভূতলে অতুল যার রূপের বাখান ॥
চিরলিয়া আসি তিনি করেন বসতি।
নানা জাতি প্রজাবৈসে তাহার সংহতি ॥
বয়স হইল বেশী পুত্র না জন্মিল।
গন্ধর্ব্ব নারাণ মহা দুঃখেতে রহিল ॥
সিদ্ধ পুরুষ রূপ চক্রবর্ত্তীর সন্তান।
মহা ঘোর তান্ত্রিক শঙ্কর সমান ॥

রত্নেশ্বর নাম তার দেবের আকার।
সদাশুদ্ধচারী ধীর পবিত্র অন্তর॥
তার উপদেশে রায় শাস্ত্র অনুসারে।
পুত্রেষ্টি নামেতে যজ্ঞ আরম্ভন করে॥
নানা দেশ হৈতে আইসে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
যথা যোগ্য মান দান করিল রাজন॥
পরে লক্ষ হোম যজ্ঞ গন্ধর্ব্ব করিল।
যাহার যজ্ঞের যশে বাঙ্গলা ছাইল॥
বহু অর্থ ব্যয় যজ্ঞে করিলেন রায়।
আশীর্ব্বাদ করি সব ব্রাহ্মণেরা যায়॥
কতদিনে গর্ভবতী গন্ধর্ব্ব মহিষী।
বাহিরে গম্ভীর রায় মনে মনে খুসী॥
পরে রাণী পুত্র এক করিল প্রসব।
তনয় দেখিয়া রায় করেন উতসব॥
চিরলিয়া ঘরে ঘরে আনন্দের ধ্বনি।
গীত বাদ্য ধূমধামে কম্পিত মেদিনী॥
সুন্দর কুমার হৈল যেন পূর্ণচন্দ্র।
নাম রাখিলেন রায় তার রাজচন্দ্র॥
কিছু দিন পরে রায়ের হইল দুহিতা।
জয়ন্তী রাখিল নাম তুষ্ট মাতা পিতা॥
বসুবংশে জন্ম খেতাব মীরবর।
শ্রীঅনন্ত নাম তার করিলেন বর॥
নিস্কর বশতি বাড়ী গোটাপাড়ায় দিয়া।
তার সাথে জয়ন্তী কন্যার দিল বিয়া॥

অনন্ত বস্ত্র মীরবরেরে যৌতুক ।
দান করে সুখে রায় একটা তালুক ।।
কিশোর বয়সে রাজচন্দ্র গুণবান ।
সান্নিপাত জ্বরে বড় হইল অজ্ঞান ।।
বহু বৈদ্য দেখাইল গন্ধর্ব্বনারাণ ।
রাখিতে না পারে কেহ কুমারের প্রাণ ।।
রাজা রাণী দুইজনে আকুল কান্দিয়া ।
রহিল উভয়ে বুকে বসন বান্ধিয়া ।।
মহাশ্বাসে মাথা তবে নড়ে কুমারের ।
চক্ষে জল ঝরে যত রাজবৈদ্যদের ।।
ধরাধরি করি সবে করিল বাহির ।
পুরবাসীগণসবে শোকেতে অস্থির ।।
চতুর্দ্দিকে উঠে ঘন ক্রন্দনের রোল ।
পুরীমধ্যে হইল বিষম গণ্ডগোল ।।
হেনকালে শুন এক আশ্চর্য্য কথন ।
দৈবে এক যোগী আসি উপস্থিত হন ।।
গৌরবর্ণ মূর্ত্তি তার শিরে জটা ভার ।
মহা তেজোময় কান্তি দেব অবতার ।।
প্রসন্ন বদন তার ললাট উজ্জল ।
পুষ্ট কলেবর চক্ষু দুটী ঢল ঢল ।।
রাণীর দাসীর এক ছিল রথখোলা ।
ফুল তুলিবারে দাসী যায় ভোর বেলা ।।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেখে রথের উপর ।
চমকি তাহারে দাসী সুধায় বিস্তর ।।

নিরুত্তরে দাসীসনে সন্ন্যাসী চলিল।
দাসী ভাবে একি পাপ পাছু না ছাড়িল ॥
কুমার শিয়রে আসি দাঁড়ায় ত্বরিত।
সন্ন্যাসীকে দেখি সবে হয় চমকিত ॥
রাজচন্দ্র বলি যোগী গম্ভীরে ডাকিল।
কুমার তখন কিন্তু নয়ন মেলিল ॥
আয় বলি মহাযোগী যেমন ফিরিল।
কুমার সন্ন্যাসী পাছে উঠিয়া চলিল ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে অবাক্ হইল।
রাজারাণী দুইজনে পশ্চাতে ছুটিল ॥
বহুতর লোক ছুটে আশ্চর্য্য দেখিয়া।
তৃতীয় প্রহর চলে বনমধ্য দিয়া ॥
এক স্থানে মহাযোগী কুমারে রহায়।
পাণি আন বলি রাজা রাণী দোহে কয় ॥
রাজা রাণী দুইজনে নামি নদী চরে।
বসনে করিয়া বারি আনে ভক্তি ভরে ॥
সেইজলে রাজচন্দ্রে স্নান করাইয়া।
কুমারের কর্ণে মূল মন্ত্র গেল দিয়া ॥
মন্ত্র দিয়া যোগীবর বলেন কুমারে।
আসিও হেথায় ফিরে পঞ্চম বৎসরে ॥
মহাষ্টমী দিনে একা এখানে আসিবে।
সেই দিনে আবার আমার দেখা পাবে ॥
এতবলি সে সন্ন্যাসী হৈল অন্তর্ধান।
পুত্র কোলে করিরায় বড় শান্তি পান ॥

বহুলোক সমাগমে তথা হৈল হাট।
তদবধি সে স্থানের নাম পানিঘাট ॥
পুত্র লৈয়া রাজারাণী ভবনে আসিল।
আনন্দ উৎসবে দিন যাপিতে লাগিল ॥
গন্ধর্ব্ব নারাণ রায় বড় পুণ্যবান।
ধার্ম্মিক না ছিল কেহ তাহার সমান ॥
নানাবিধ জাতি বাস করিত রাজ্যেতে।
মুসলমান প্রজা কত আছিল তাহাতে ॥
গোহত্যা করিতে তারা নারিত কখন।
গন্ধর্ব রায়ের ছিল এমনই শাসন ॥
আলকার বসু বংশের এক কন্যা আনি।
রাজচন্দ্রের বিবাহ দিলেন গুণমণি ॥
রত্নেশ্বর বসুর সে তনয়া সুন্দরি।
ভবানি তাহার নাম রূপে যেন গোরী ॥
তাহারে আনিয়া রায় পুত্রে বিভা দেন।
গোটা পাড়ায় রত্নেশ্বরে বসতি দিলেন ॥
নিষ্কর বসতি বাড়ী পাইয়া রত্নেশ্বর।
গোটা পাড়ায় পুত্র এক রাখে অতঃপর ॥
কতদিনে প্রাণত্যাগ করিলেন রায়।
মহিষী রাজার সহ সহমৃতা হয় ॥
ললাটে সিন্দুর মাখি হাসিভরা মুখে।
স্বামীসহ চিতায় উঠিল মহা সুখে ॥
ভস্মরাশি উভয়ের শরীর হইল।
মূর্ত্তিমান হয়ে দোঁহে স্বর্গে চলি গেল ॥

গ্রহবাণ ঋতু শশধর শক পৌষে।
রাজারাণী স্বর্গে যান অত্যন্ত হরষে॥

অথ রাজচন্দ্র আখ্যান।

একবিংশ পর্য্যায় শ্রীরাজচন্দ্র রায়।
যাহার গুণের কথা বর্ণন না যায়॥
কিশোর বয়স যবে নব্য কলেবর।
ভুবন মোহন রূপ তনু মনোহর॥
জনক জননী শোকে মলিন হইল।
ধৈর্য্য ধরি রাজচন্দ্র রাজ্যে মন দিল॥
গুরু উপদেশে রায় মহাষ্টমী পাইয়া।
পাণিঘাটে সেই স্থানে উতরিল যাইয়া॥
বট বৃক্ষ মূলে রায় একাকী বসিয়া।
গুরুপদ চিন্তা করে সাহস করিয়া॥
এমন সময় গুরু গভীর নিশিতে।
রাজচন্দ্র কাছে আইলেন আচম্বিতে॥
তরুণ বয়েস রায়ের অসীম সাহস।
তবু তার হৃদয় করিল ধস্ ধস্॥
ভূমিষ্ট হইয়া রায় প্রণাম করিল।
শিরে পদ দিয়া গুরু আশীর্ব্বাদ কৈল॥
দ্বাদশ গোপাল বাসুদেব শ্যামরায়।
কালাচাঁদ ঠাকুর গুরু রাজচন্দ্রে দেয়॥
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ে করিল প্রদান।
সে সব বিগ্রহ গুলি প্রস্তর নির্ম্মাণ॥

সুন্দর গড়ন সবার অতি রূপবান।
ভূতলে অতুল সবার সৌন্দর্য্য বাখান॥
পরে গুরুদেব ধীরে রাজচন্দ্রে কহে।
ইহাদের সেবাইত শান্তি সুখে রহে॥
তুমি ইহাদের সেবা যত্নেতে করিও।
কুল পুরোহিত দিয়া নিত্য পূজা দিও॥
পরে গুরু অন্য এক মূর্ত্তি দিল ফিরি।
বাহির করিল মূর্ত্তি জটাজাল চিরি॥
অষ্টাদশ ভূজা আদ্যাশক্তির প্রতিমা।
তাহার রূপের কথা দিতে নারি সীমা॥
অদ্বিতীয়া মহাবিদ্যা অপূর্ব্ব আকার।
সুন্দর সে শক্তি মূর্ত্তি ভুবনের সার॥
প্রিয় শিষ্য রাজচন্দ্রে কহে যোগীবরে।
এই মহাদেবী মূর্ত্তি দিলাম তোমারে॥
মৃত্তিকার কালী মূর্ত্তি গড়িয়া সত্বর।
স্থাপন করিও পঞ্চ মুণ্ডী বেদীপর॥
তাহার উপরে এই বিদ্যারে রাখিও।
ভক্তিভরে নিত্য সেবা অবশ্য করিও॥
সে ব্রহ্মাণ্ড গিরিগুরু অনেক কহিয়া।
পরিচয় দিয়া গেল বিদায় হইয়া॥
হরিদ্বারে যাবে বলি কহিল রায়েরে।
এই দেব দেবীগণে পূজ ভক্তি ভরে॥
পর্ব্বতে উঠিব আমি তপস্যার তরে।
আর না আসিব পুন এই ধরা পরে॥

দুঃখে রায় মূর্ত্তি লৈয়া পুরীতে আইল।
কুল পুরোহিত বিদ্যাবাগীশে ডাকিল॥
রামকান্ত নাম তার শঙ্কর সমান।
মহাজ্ঞানী যোগী সিদ্ধ পুরুষ সন্তান॥
তার জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম নাম।
উভয়ে আসিলে রায় করিল প্রণাম॥
ব্রহ্মাণ্ড গিরির দান দেখাইল রায়।
স্থাপনের প্রকরণ উভয়ে সুধায়॥
বিচার করিয়া দোহে কহিল রায়েরে।
পানিঘাটে বটমূলে স্থাপহ মায়েরে॥
এসব বিগ্রহ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া।
পুরীমধ্যে রক্ষাকর মন্দির গড়িয়া॥
তবে রায় ডাকাইয়া বহু শিল্পীগণ।
অল্প সময়েতে করে মন্দির গঠন॥
কালাচাঁদ বাসুদেব আর শ্যাম রায়।
লক্ষ্মীনারায়ণে স্থাপে করি বহু ব্যয়॥
এদের সেবার জন্য দেবোত্তর দিল।
সেবাইত পুরোহিত নিযুক্ত করিল॥
মৃত্তিকার কালী গড়ে ভাস্কর দিয়া।
তার পর কুম্ভচক্র প্রস্তুত করিয়া॥
পঞ্চনর মুণ্ডে করে পঞ্চমুণ্ডীবেদী।
স্থাপন করিল কালী পাণি ঘাটে যদি॥
তদুপরি অষ্টাদশ ভুজায়ে বসায়।
বহুব্যয়ে রাজচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করয়॥

প্রতিষ্ঠা করিয়া এক মন্দির করিল।
সেবাহেতু দুশ বিঘা দেবোত্তর দিল ॥
বরাভয় প্রদায়িনী মহাবিদ্যা দ্বয়।
কৃপা করি রাজচন্দ্রে পাণি ঘাটে রয় ॥
বড়ই প্রত্যক্ষ মাতা সতত জাগ্রত।
মানসিক মতে ফল পায় লোক যত ॥
পরে রায় বানাইল এক বনবাড়ী।
ক্রোশ এক দূর হয় পুরীখানি ছাড়ি ॥
নানাবিধ তরুলতা শোভে সেই স্থান।
অপরূপ সেই স্থান করিল নির্ম্মাণ ॥
ফল ফুলে সে বাগান শোভে অনুক্ষণ।
রম্যস্থান হৈল যেন নন্দন কানন ॥
বৃক্ষডালে তালে তালে ডাকে পাখীগুলি।
রাজা রাজচন্দ্র যশ গায় প্রাণ খুলি ॥
ময়ূরপঙ্খী নৌকা রায়ের আছিল সুন্দর।
বত্রিশ দাড়েতে তরি চলিত সত্বর ॥
সে নৌকা চড়িতে ভাল বাসিত রাজন।
অষ্ট চাকা তার নীচে করায় নির্ম্মাণ ॥
জলে কুলে সমান চলিত সেই তরি।
রাজা রাজচন্দ্র যশ গায় দেশ ভরি ॥
মল্লগণ মধ্যে ছিল ভাই সাত জন।
রাজার সহিত সদা করিত ভ্রমণ ॥
সাত জনে বহুৎ নিষ্কর জমি দিল।
সাতভাই রাজা পাছ তিল না ছাড়িল ॥

চিরলিয়া বাসী সবে দেখিতে পাইত।
বৈকালে ময়ূরপঙ্খী বনবাড়ী যাইত॥
তবে রাজ চন্দ্র রায় বহু ভেট লৈয়া।
মুরসিদাবাদে ময়ূরপঙ্খী লাগায় গিয়া॥
দামামার ধ্বনি শুনি সুভা জিজ্ঞাসিল।
কিস্‌কা কিশ্‌তি আইল বলি দেখিতে কহিল॥
চিরলিয়া রাজা রাজচন্দ্র যে আইল।
নগর কোতোয়াল আসি নবাবে কহিল॥
অনুমতি দিল সুভা আসিতে দরবারে
সাক্ষাৎ করিল রাজা রাজ বেবহারে॥
সুবাদার আলিবর্দ্দি মহা বিচক্ষণ।
রাজচন্দ্রের সদালাপে তুষ্ট তার মন॥
তুষ্ট হৈয়া নবাব কহে সুখ্যাতি বাৎ।
রাখে মান রাজার দিয়া অসি খেলোয়াৎ॥
রাজা রাজচন্দ্র দাপে জল দস্যুগণ।
মারি * * বঙ্গে করে শান্তি সংস্থাপন॥
শুনিয়া নবাব অতি সন্তুষ্ট হইল।
অসি খেলোয়াৎ দিয়া রায়ে তুষ্ট কৈল॥
বেদ জলনিধি ঋতু শশধর শকে।
রাজা রাজচন্দ্র অসি লইল পুলকে॥
আর একদিন রাজা সাক্ষাৎ করিল।
নবাব হাতির দাতের পাখা রায়ে দিল॥
সুন্দর সে পাখা খানি নানা ছবি আঁকা।
মুক্তার ঝালরে সেই হাতপাখা ঢাকা॥

বহু মূল্যবান মুক্তা দোলে ঝালরেতে।
কি সুন্দর কারুকার্য্য বিখ্যাত ভারতে॥
সুভাদার বড় ভাল বাসিত রাজায়।
ঘন ঘন রাজা শেষে দেখা দিতে যায়॥
বিদায় হইয়া রাজা স্বদেশে ফিরিল।
পুরীখানি সুন্দর করিয়া বানাইল॥
রংমহল ঘোড়াশালা নহবত তুলে।
অতিথখানা বানাইল বটবৃক্ষ মূলে॥
গারদ দালান দেয় মাটীর নীচেতে।
অপরাধী দোষী থাকে তাহার মধ্যেতে॥
বিজয় সাহার পুত্র দত্তপাড়ার ধাম।
কর হেতু ধরিয়া আনিল গুণধাম॥
বড়ই দুর্জ্জন সাহা কাহারও না মানে।
দস্যুবৃত্তি করি সদা ফিরে জলযানে॥
হুকুম করিল তারে গারদে রাখিতে।
হইল দুর্গতি তার খাজনা বাকীতে॥
রাজ্যের সহিত রাজার বাণিজ্য আছিল।
অল্পকালে বহু অর্থ উপার্জ্জন কৈল॥
ইন্দ্রপুরী সমপুরী করিল নির্ম্মাণ।
চিরলিয়া হৈল ঠিক স্বর্গের সমান॥
বনবাড়ী নন্দন কৈলাস পাণিঘাট।
শ্রীক্ষেত্র অতিথখানা অন্ন জল হাট॥
নরক গারদে পচে চোর দস্যুগণ।
গদাধর বিচার করেন অনুক্ষণ॥

গদাধর চক্রবর্ত্তী নায়েব দেওয়ান।
বিচারে সরস অতি ধর্ম্মমূর্ত্তিমান॥
গদাধরে রাজা দেয় বহু ব্রহ্মোত্তর।
রাজা রাজচন্দ্র দান অনেক নিষ্কর॥
রাজা রাজচন্দ্র দান জগৎ বিখ্যাত।
ত্রিশ হাজার বিঘা জমি দান এই মত॥
নিষ্করে এতেক জমি আর কেহ বঙ্গে।
অদ্যাবধি দান নাহি করিয়াছে রঙ্গে॥
দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর মহাত্রাণ আদি।
চাকরাণ চেরাকি বিত্তি জায়গীর প্রভৃতি॥
ঈষৎ সম্পর্কাধীন যেই জন ছিল।
তাহারে নিষ্কর জমি রাজা দান দিল॥
চিরলিয়া মধুদিয়ায় পঞ্চমাংশ স্থান।
রাজা রাজচন্দ্র রায়ের নিষ্কর দান॥
শতাধিক কর্ম্মচারি রাজার আছিল।
প্রত্যেকে নিষ্কর বাড়ী রাজা দিয়াছিল॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ধোপা ভুঞমালি।
ইহারা রাজ্যেতে বৈসে নিষ্করে সকলি॥
পণ্ডিত বিদ্বান গুণী যে আসিত কাছে।
উপযুক্ত বিদায় পাইত সেই পাছে॥
বহুতর বেবসায়ী বার্ষিক পাইত।
রিক্ত হস্তে প্রার্থিত না ফিরিয়া যাইত॥
কর্ণতুল্য দাতা রাজা ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির।
প্রতিজ্ঞায় ভীম ধনঞ্জয় তুল্য বীর॥

নকুল সদৃশ রাজা অতি রূপবান।
মন্ত্রণায় জানে সহদেবের সমান॥
বাণ জলনিধি ঋতু শশধর শকে।
জাঙ্গির নগরে নবাব নাজিম থাকে॥
তাহার শ্যালক দুষ্ট সে আগাবখর।
রাজস্ব উপরে কর ধরে আবুত্তর॥
সিলেমাবাদের কর বাকী পড়ে তাহে।
তার পরামর্শে নবাব খাস করি লহে॥
পরে দুষ্ট পাট্টালর সাদকের নামে।
রায়ের কাঠি রাজা জয় যায় ঢাকাধামে॥
রাজা রাজচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র তিনি।
বয়সেতে বড় আর হন মহাজ্ঞানী॥
ছয়মাস থাকি তথা দরবার করিল।
দুষ্টের চক্রেতে নবাব সাক্ষাৎ না দিল॥
এদিকে সে আগাবখর লৈয়া সৈন্যগণ।
কংশরাম চক্রবর্ত্তী সেনাপতি হন॥
জীবন সিংহ আসে আরও সৈন্য লৈয়া।
উমেদপুর কাছারিতে হানা দিল গিয়া॥
এ খবর জয়নারায়ন শুনিয়া তখন।
ঢাকা হইতে বাড়ী শীঘ্র করে আগমন॥
রাজচন্দ্র জয়চন্দ্র কালাচাঁদ আসি।
জয়নারায়ন সনে করে পরামর্শ বসি॥
বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেক সবে।
সেনাপতি করিলেন সবেদাকে তবে॥

সাতুড়িয়া বাড়ী হয় সবেদি মিঞার।
রাজাদের আছিল প্রধান তালুকদার॥
সাহসে সবেদী যায় মরিব বলিয়া।
আগাবথরের সৈন্ত সহ যুঝে গিয়া॥
জবর দখল করি পঞ্চাশ মৌজা লয়।
জবরআমলা সেই চাকলার নাম হয়॥
পঞ্চাশ মৌজা দখল করি রাজসৈন্যগণ।
দিনমান করে সবে মহাঘোর রণ॥
যুদ্ধে হারি আগাবথরের সৈন্যগণ।
সুজাবাদ গড়ে সবে করে পলায়ন॥
রাজসৈন্তগণ সব রায়পুরগড়ে।
ফিরে যায় কোলাহলে বহু আড়ম্বরে॥
সুচতুর সেনাপতি সে সেথ সবেদী।
নিশাযোগে ছদ্মবেশে যায় গড় ভেদী॥
সুজাবাদ গড়ে যত বারুদ আছিল।
গোপনে সবেদী তথা লোক জুটাইল॥
বারুদের গোলা অগ্নি দিয়া পোড়াইতে।
ফিকির করিল দোঁহে সাবধান চিতে॥
ব্যবস্থা করিয়া দোহে হইল বাহির।
রায়পুর গড়ে আসি মিলিলেক বীর॥
চন্দ্রদ্বীপ অধিপতি জয়নারায়ণ।
সাহায্য করেন আসি সখ্যের কারণ॥
বহুছিপ নৌকায় ফিরি লাঠিয়ালগণ।
আগার সৈন্যের খাদ্য লুটিল তখন॥

অনাহারে থাকিতে না পারি অনায়াসে ।
সুজাবাদ গড় হৈতে বাহিরিল শেষে ॥
নিকটের গ্রামগুলি লুটিতে লাগিল ।
তাহা দেখি রাজসৈন্য আক্রমণ কৈল ॥
রাজসৈন্যগণ তথা যুঝে ঘোরতর ।
তিনশত লোক পাঠায় শমনের ঘর ॥
আর সাত শত লোক জখম করিল ।
ভয়ে কংশরাম শেষে শরণ লইল ॥
মরিল জীবন সিংহ সে ঘোর সমরে ।
রাজ সৈন্যগণ সবে জয়ধ্বনি করে ॥
রাজাপক্ষের সৈন্যগণ অনেক লড়িয়া ।
পঞ্চাশ কামান লয় বলেতে কাড়িয়া ॥
পিত্তল নির্ম্মিত হয় সে কামানগুলি ।
রায়ের কাঠির ঘরে ঘরে রাখে শেষে তুলি ॥
অদ্যাপি সে কামানগুলি আছে ঘরে ঘরে ।
রায়ের কাঠি রাজবংশ জয় সবে করে ॥
সেনাপতি কংশরামে পথ খরচা দিয়া ।
রাজারা ছাড়িয়া দিল ঢাকায় পাঠাইয়া ॥
নবাব নাজিম রুষে আগার বচনে ।
ধরিতে হুকুম দিল এই রাজগণে ॥
আগা বলে নবাবেরে করিয়া মিনতি ।
দুষ্ট রাজগণ লক্ষ সৈন্যের সংহতি ॥
পাচ হাজার সেনা মোর নাশিল সমরে ।
কার সাধ্য অল্প সৈন্যে তাহাদিগে ধরে ॥

বড়ই দুর্জ্জয় সেই কাফের বেটারা।
তাহাদের সমরেতে আটিবে কাহারা॥
শুনিয়া নবাব রোষে জ্বলিলেক অতি।
আজ্ঞা দিল পাঠাও প্রধান সেনাপতি॥
জয়নারায়ণ সাথে সবেদীকে লয়ে।
জাঙ্গীর নগরে শুনি উতরিল গিয়ে॥
সবেদীর শিক্ষাগুরু মীরকাশেম নাম।
নবাবেরও গুরু সে মৌলবী গুণধাম॥
সবেদী বহুৎ সাধি মীরকাশেমেরে।
স্বীকার করায় নবাবেরে বলিবারে॥
মীর কাসেমের কথা নবাব শুনিল।
তবে রাজগণে ক্রোধ উপশম হইল॥
পরে দেখা করে রায় কাসেমের বোলে।
সন্ধি কর আগা সনে নবাব রায়ে বলে॥
আগা শেষে ছাড়ে পরগণা চারি আনা।
তাহাতে স্বীকার রায় কিছুতে করেনা॥
এ হেন সময় রায় সংবাদ পাইল।
রাজা জয়নারায়ণের তনয় হইল॥
নবকুমারেরে তবে দেখিতে রাজন।
হইল অত্যন্ত ব্যগ্র উচাটন মন॥
নবাবেরে কাকুতি করিয়ে কহে রায়।
আমাকে পরগণা ছাড়ি দিবেনা আগায়॥
জ্ঞাতিগণ × খাইবে আমি কি খাইব।
কি লইয়া কোন মুখে ফিরে দেশে যাব॥

নবাব হুকুম করে সে আগাবথরে।
আর দশ গণ্ডা দেও ইহার কুমারে॥
নবাবের আজ্ঞা আগা না করে হেলন।
আর × × গণ্ডা লিখি দিলেক তখন॥
সাড়ে চারি আনা অংশ পরগণার লৈয়া।
× × × নে রায়ের কাঠি আসিল ফিরিয়া॥
জয়চন্দ্র আদি বন গ্রাম জ্ঞাতিগণে।
সাড়ে সতর গণ্ডা দিলেন তখনে॥
চিরলিয়া বাসী রাজা রাজচন্দ্র রায়ে।
সাড়ে সতর গণ্ডা অংশ দিল রাজা জয়ে॥
কা × × দ আদি চিংড়াখালি জ্ঞাতিগণে।
সাড়ে সতর গণ্ডা অংশ দিল সযতনে॥
কাফরকাঠি বাসী সেই চৌধুরীগণে।
চারি গণ্ডা অংশ দিল শ্রীজয়নারানে॥
আগাবখরের যুদ্ধে তাহারা তখনে।
সাহায্য করিয়াছিল এই রাজগণে॥
সেই উপকার স্মরি ধর্ম্মিষ্ঠ রাজন।
× হা দিগে ষোল কড়া করে সমর্পণ॥
রায়েরকাঠি জ্ঞাতি রাজাশূর নারায়ণে।
সোয়া তের গণ্ডা অংশ দিল সে যতনে॥
এক আনা এক কড়া নিজে রাখিলেন।
এইরূপ অংশ করি আপনি দিলেন॥
রাজা রাজচন্দ্রের রহি × × তায়।
চিরলিয়া মধুদিয়া পরগণা হয়॥

বিজয়পুর গোবিন্দপুর পরগণা দুই ।
সাড়ে সতর গণ্ডা সিলেমাবাদ এই ॥
একদিন শুন সবে আশ্চর্য্য কথন ।
গোহত্যা রাজার রাজ্যে হইল ঘটন ॥
× × গন্ধর্ব্বের ছিল কঠিন শাসন ।
তার আ × লে গোহত্যা না হৈত কদাচন ॥
রাজকর্ম্মচারিগণ তল্লাস করিয়া ।
আনিল ফকির বেশী যবনে ধরিয়া ॥
সে দুষ্ট ফকির বেটার বকাউল্লা নাম ।
তার ই × ছিল মনে দিবে ম্যাজমান ॥
বরকন্দাজে যখন ধরিল তারে গিয়া ।
× থনি তাহার প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া ॥
অতি ভয়ে সে পাষণ্ড রাজবাড়ী যায় ।
বার দিয়া বসিয়াছে রাজচন্দ্ররায় ॥
দক্ষিণ দেওয়ানে রাজা বার দিয়া আছে ।
দুষ্ট ফকিরেরে রাজা লইলেক কাছে ॥
বিচার করিয়া রাজা হুকুম করিল ।
শ্মশ্রু কেশ মুড়াইয়া তাড়াইতে কৈল ॥
মাথা মুড়াইয়া তার ঘোল ঢালি শিরে ।
চূণ কালি মুখে দিয়া দিল দূর করে ॥
যেখানে গরুরে দুষ্ট করিল জবাই ।
শাস্ত্র অনুসারে খাদ করিল সে ঠাঞি ॥
গোময় পুরিয়া খাদ প্রায়শ্চিত্ত করে ।
একশত গাভী দান করে ব্রাহ্মণেরে ॥

ব্রা × × ভোজন আর করে বহু দান।
রাজ্যে গোহত্যার করে এরূপ বিধান॥
প্রহারে জর্জ্জর হৈয়া দুরন্ত যবন।
মুরসিদাবাদে শীঘ্র করিল গমন॥
অপমানে ফকিরের ক্রোধিত অন্তর।
কহ বিনাইয়া কান্দে নবাব গোচর॥
নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত রুষিল।
রাজচন্দ্রে ধরিবারে হুকুম করিল॥
রাজচন্দ্র কর্ম্মচারি আছিল তথায়।
সত্বর রাজার কাছে সম্বাদ পাঠায়॥
ভয়েতে রাজার প্রাণ উঠিল কাঁপিয়া।
মন্ত্রণা করিল কর্ম্মচারিগণ নিয়া॥
কেহ বলে নবাবের হাতে রক্ষা নাই।
দুরন্ত নবাব এই খ্যাত সব ঠাঞি॥
কেহ বলে মহারাজ পলায়ন করি।
ধন প্রাণ মান রাখ ছদ্মবেশ ধরি॥
গভীর নিশিতে রাজা একাকী জাইয়া।
হত্যাদিল পাশিঘাটে নিরুপায় হৈয়া॥
রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখে রায়।
ইষ্টদেবী কহিতেছে মধুর ভাষায়॥
ভয় নাই বাছা তোর সাহস করিয়া।
নবাবের লোকজন দিস খেদাইয়া॥
বিরাট পুরুষ ওই ধবল আকার।
ওর হাতে রাজা হারাইবে সুভাদার॥

সবার হইতে তোর নাহি কোন ভয়।
যবন হইতে তোরে দিলাম অভয়॥
নিদ্রাভাঙ্গি চমকিয়া উঠিলেন রায়।
অভয়া আশ্বাস বাণী তথনও শুনায়॥
মা × পদে তবে রায় প্রণাম করিয়া।
কর্ম্মচারিগণে এ বৃত্তান্ত কহে গিয়া॥
তথনই যুদ্ধের রাজা করে আয়োজন।
ডাকাইয়া আনাইল বহু শিল্পীগণ॥
তিন শত ষষ্ঠি বিঘা চারিদিক সমান।
চিহ্নিত করিয়া কোট করিল নির্ম্মাণ॥
বড় বড় গড় খাই করিল খনন।
ত্রিশ হাত দক্ষিণ গড়ের পরিমাণ॥
ইষ্টক প্রাচীর দেয় দক্ষিণ দিক ঘেরি।
বার হাত উচ্চ করি অতি তাড়াতাড়ি॥
দক্ষিণের গড় খাই খনন সময়।
লোহার মন্দির এক মাটির নীচে পায়॥
ভয়ে সে মন্দির রাজা ফিরিয়ে পোতায়।
রক্ত চন্দনের বৃক্ষ রোপিল তথায়॥
চব্বিশ হাতে আড়ে কৈল পূর্ব্ব গড় খাই।
বার হাত উচ্চ প্রাচীর দিল সেই ঠাঞি॥
এই গড় খাই যবে করেন খনন।
সে সময় নিষ্ঠাবান একটী ব্রাহ্মণ॥
রাজা রাজচন্দ্রে শাপ দিল ক্রোধ করি।
হইবে ব্রাহ্মণসাৎ তোর জমিদারি॥

তাহার কারণ কহি শুন মন দিয়া।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি বাস করে চিরদিয়া॥
রাজা সেই ব্রাহ্মণেরে করিত সম্মান।
দ্বিতীয় গড়েতে পড়ে তার বাস স্থান॥
রাজা তবে গড় খাই কাটার সময়।
অন্য স্থানে ব্রাহ্মণেরে বাড়ী দিতে চায়॥
সম্মত না হয় সেই দ্বিজবর × হে।
তবে রাজা কাশীবাস ব্যয় দিতে চাহে॥
বাসস্থান মূল্য দশগুণ দিতে চায়।
স্থান ত্যাগে সে ব্রাহ্মণ অসম্মত হয়॥
জন্মভূমি কাশী হৈতে শ্রেষ্ঠ মনে গণি।
কাশী যাইতে ব্রাহ্মণের না চাহে পরাণি॥
তবু রাজা কত সাধে দ্বিজেরে তখন।
গর্জিয়া তথাপি শাপ দিল সে ব্রাহ্মণ॥
শাপ দিয়া ভার্য্যাসহ দ্বিজক্রোধে চলে।
উভয়ে তেজিল প্রাণ ভৈরবের জলে॥
সেই শোকে বড় দুঃখ করিল রাজন।
দান প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণি শোকে রাজা মৌনে রহে
ওদিকে নবাব রোষে সদা অঙ্গ দহে॥
পরেতে উত্তর গড় করিল নির্ম্মাণ।
প্রাচীর উচ্চ যার হাত পরিমাণ॥
আড়ে হইল গড় খাই বিশ হাত মাপে।
বিষণ্ণ অন্তর রাজা ব্রাহ্মণের শাপে॥

চব্বিশ হাত আড়ে কৈল পশ্চিম গড়খাই।
বার হাত উচ্চ দিল প্রাচীর তথাই॥
ভিতরেতে গড় খাই চারিদিক কাটি।
তুলিল প্রাচীর করি অতি পরিপাটী॥
চতুর্থ বৃহন্দে পুরী গড়ের ভিতর।
বাছা বাছা তীরন্দাজ লাঠিয়াল লস্কর॥
আনিয়া রাখিল রাজা বহুব্যয় করি।
ফরাসি গোলন্দাজ শুবা ডিউসারি॥
প্রথম বৃহন্দে রাখে গোলন্দাজ দল।
দ্বিতীয় বৃহন্দে থাকে তীরন্দাজ সকল॥
তৃতীয় বৃহন্দে সব লাঠিয়াল রাখে।
চতুর্থ বৃহন্দে তেলেঙ্গা লস্কর থাকে॥
পরে রংমহলেতে থাকে মল্লগণ।
অন্তঃপুরে থাকে রায় বিষাদিত মন॥
নবাব হুকুমে পরে আইসে মন্সবদার।
ধরিবারে রাজচন্দ্রে হয় আগুসার॥
দামামা বাজায় আসি কেরামত খান।
পাচ হাজারি মন্সবদার হৈল আগুয়ান॥
বাধিল তুমুল রণ উভয় দলেতে।
উভয় পক্ষের গোলা উড়ে শূন্যপথে॥
তীরন্দাজ দলের ছুটিল যত তীর।
বিষে জর্জ্জরিত কৈল বিপক্ষ শরীর॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল এইমতে।
মন্সবদার না পারিল রাজচন্দ্র সাতে॥

দেবী দেব ছিল রাজচন্দ্র সেনাপতি ।
ঘোড়া ছুটাইয়া সেই ধায় দ্রুতগতি ॥
বহুতর লাঠিয়াল সঙ্গে গেল তার ।
ব্যুহমাঝে চক্রাকারে ভ্রমে অনিবার ॥
দারুণ আঘাত মারি লাঠির তখন ।
পটাপট বিপক্ষের ফেলে প্রহরণ ॥
কাড়িয়া লইল বলে কামান সকল ।
কেরামত সৈন্যগণ হইল বিকল ॥
দেবীর বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির ।
কেরামতের ঘোড়ারে মারিল যোড়া তীর ॥
সেনাপতি দেবী তীরে ঘোড়া ভূপে * * ।
* * দেবী মারে তীর কেরামতের ঘাড়ে ॥
বিষমাখা তীর খাইয়া দুর্ব্বল হইল ।
লাফাইয়া দেবী দেব তাহারে ধরিল ॥
তলোয়ারের চোট মারে দেবীর উপর ।
ঢালে কোপ উড়াইল দেবী বীরবর ॥
বল করি কাড়ি লৈল সেই তলোয়ারে ।
অদ্যাপি সে তলোয়ার রহিয়াছে ঘরে ॥
মনসবদার কে * * * * * * আনিল ।
নবাবের বাকী সৈন্য পলাইয়া গেল ॥
রণজয়ী হৈয়া দেবী সেরোপা চাহিল ।
নিষ্কর বাগাত বাড়ী রাজা তারে দিল ॥
নিষ্করে চাকরাণ জমি করি দিল স্থির ।
দেওয়ান খেতাব পরে হইল দেবীর ॥

সে যুদ্ধেতে যদিও রাজার হয় জয়।
তথাপি চিন্তিত রাজা কি হয় কি হয়॥
কেরামত্ত দেহত্যাগ করিল সন্ধ্যায়।
বিষমাখা দেবীদেবের তীরের জ্বালায়॥
পরে রাজা শুনে সেই নবাব দুরন্ত।
সেই দিনে কোম্পানি হাতে হইয়াছে অস্ত॥
সিরাজদ্দৌলার সেই সুভাদারি পদ।
রত্ন সিংহাসন আর নবাবি মসনদ॥
মীরজাফরকে কোম্পানিতে করিয়াছে দান।
সিরাজের রোষ হৈতে রাজা ত্রাণ পান॥
স্বপ্ন সিদ্ধি দেখি রায় মহাখুসী হৈয়া।
পাণিঘাটে দিলা পূজা বহু ব্যয় করিয়া॥
বিংশতি মহিষ ছাগ দুই শত দিয়া।
তান্ত্রিকী প্রথায় বলি দিলেন পুজিয়া॥
দায়িক হইলা রাজা যুদ্ধের কারণে।
রায়েরকাঠি বাসি রাজা জয়নারায়ণে॥
সিলেমাবাদের নিজ অংশ হৈতে রায়।
সাড়ে বার গণ্ডা অংশ বেচিয়া ফেলায়॥
শ্যামপ্রিয়া রামপ্রিয়া দুহিতা জন্মিল।
প্রেম নারায়ণ নামে তনয় হইল॥
* * * * দুই কন্যা একটী তনয়।
রাখি রাণি দেহ ত্যজি স্বর্গে চলি যায়॥
সেই শোকে রাজা বড় হইল কাতর।
রাজকার্য্য হইতে সদা থাকিত অন্তর॥

অন্তঃপুরে থাকে রায় পুত্রকন্যা লৈয়া ।
সতত কাটান কাল কান্দিয়া * ন্দিয়া ॥
জাঙ্গীর নগরে পরে পর ও * * পাইয়া ।
পুত্র সহ রাজা শীঘ্র উত্তরিল আইয়া ॥
কোম্পানির দেওয়ান সে * কুল ঘোষাল ।
বহু মান্য করে রাজার * * * ছাওয়াল ॥
রাজপুত্র প্রেমনারানেরে স্নেহ করি ।
আকুল গোকুল হয় তার দুঃখ হেরি ॥
নবাব নাজিমের দেওয়ান দীপচন্দ্র নাগ ।
আ * প করিল রাজচন্দ্র মহাভাগ ॥
তারাগণিয়ায় বাড়ী সে নাগ চৌধুরী ।
দেওয়ান গিরি করে আর আছে জমিদারী ॥
রাজচন্দ্রের সদালাপে সন্তুষ্ট হইয়া ।
বলে রাজা কন্যা মোর কর তুমি বিয়া ॥
জয়নারান জয়চন্দ্র আদি জ্ঞাতিগণ ।
জাঙ্গীর নগরে সবার হইল মিলন ॥
দেওয়ানের যত্নে রাজা স্বীকার করিল ।
বিশেষ যে জ্ঞাতিগণ বহুত সাধিল ॥
নবাব দরবা* সারি দেশেতে আসিয়া ।
আড়ম্বর করি সবে ফিরে দিল বিয়া ॥
পাটরাণী নামে কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরি ।
পূর্ব্বপত্নী শোক রাজা ভুলে তারে হেরি ॥
নয়নের আড় নাহি করে * * নারী ।
তারে লৈয়া পুরে থাকে দিবা বিভাবরী ॥

পাটরাণী গর্ভে জন্মে উভয় তনয়া।
তাহাদের নাম কৃষ্ণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া॥
প্রেমনারানের হাতে রাজ্য ভার দিয়া।
সুখে রাজা কালকাটান পাটরাণি নিয়া॥
বিমাতার পরে দেখি রাজার যতন।
প্রেম নারায়ণ মনে অসন্তোষ হন॥
মুখোপাধ্যায় আখ্যা তার গোবরডাঙ্গায় ধাম।
প্রেমরায় সখা সেই নামে খেলারাম॥
তার কাছে প্রেমনারান নিত্য করে খেদ।
পিতা সদা রক্ষা করে বিমাতার জেদ॥
মথুরা হইতে এক দৈবজ্ঞ আসিল।
রাজা রাজচন্দ্র সনে সাক্ষাৎ করিল॥
বলিল রাজার হবে আর এক নন্দন।
যারে গর্ভে ধরি রাণি গর্ভবতী হন॥
সে পুত্রের যশগুণে বাঙ্গলা ছাইবে।
সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে তাহারে গণিবে॥
বিমাতার হবে সুত শুনি প্রেমরায়।
দিবা নিশি পুড়ে মরে দারুণ হিংসায়॥
সাধ ভক্ষণের দিন দুধে বিষ দিয়া।
দাসী হাতে সেই দুধ দিল পাঠাইয়া॥
দুগ্ধ পান করি রাণি বলে প্রাণ যায়।
কে আছে রাজারে শীঘ্র দেখাও আমায়॥
বার্ত্তা পাইয়া রাজা ত্বরা হৈলা উপনীত।
ছট ফট করে রাণি হারায় সম্বিত॥

রাজ বৈদ্য আসি হাত দেখিয়া বলিল।
বিষেতে রাণির দেহ জর্জ্জর করিল॥
বৈদ্যরাজ ঔষধ দিয়া বমি করাইল।
বহু কষ্টে রাণি দুটী নয়ন মেলিল॥
বলে নাথ হের মোর প্রাণ বাহিরায়।
অন্তিমে ও পদ দেও আমার মাথায়॥
কন্যা দুটী দেখ রাজা অতি দুঃখী তারা।
কত ত্যক্ত করিবেক হৈয়া মাতৃহারা॥
মা মা বলি যখনই কাঁদিয়া উঠিবে।
খেলা দিয়ে উভয়েরে ভুলায়ে রাখিবে॥
বিবাহের কাল হৈলে ভাল বর আনি।
বিয়ে দিও প্রাণনাথ নাহি সরে বাণি॥
রাজা বলে কেন রাণি এমন হইল।
কে তোমারে বল প্রিয়ে বিষ খাওয়াইল॥
রাণি বলে বিষ নয় দুধ খাইয়াছি।
প্রাণনাথ প্রাণ যায় আর যে না বাচি॥
রাজা বলে প্রিয়ে তোমা কেবা দিল দুধ।
তার মুণ্ড কাটি শীঘ্র উঠাইব সুদ॥
রাণি বলে শ্যামাদাসী দুধ আনিয়াছে।
রাজা বলে ওরে শ্যামা কে তোরে দিয়েছে।
ভয়েতে আড়ষ্ট শ্যামা নাহি সরে বাণি।
লোটাইয়া কান্দি বলে রক্ষ মহারাণি॥
রাজা বলে পিশাচিনী রাখরে ক্রন্দন।
শ্যামা বলে দেছে দুধ তোমারি নন্দন॥

গর্জ্জিয়া উঠিয়া রাজা পুত্রে ডাক দিল ।
ভয়ে প্রেম নারায়ণ পূর্ব্বে পলাইল ॥
বাহু পসারিয়া রাণী ধরি দুটী পায় ।
বলে নাথ ক্ষমাকর দাসীর কথায় ॥
মাথা খাও মহারাজ পায়ে ধরে বলি ।
অন্তিমের কথা মোর ফেলিওনা ঠেলি ॥
প্রেম নারাণেরে কিছু বলিও না রাজা ।
মোর তরে তনয়েরে দিও নাহে সাজা ॥
চরণ ধরিয়া নাথ এ মিনতি করি ।
তবু ও বলনা পুত্রে যদি আমি মরি ॥
প্রতিজ্ঞা করহ নাথ আমার সাক্ষাত ।
শান্তিতে মরিব তবে ওহে প্রাণনাথ ॥
এতবলি পুনঃ রাণি হারায় চেতন ।
বৈদ্যরাজ যত্নে পুনঃ মেলিল নয়ন ॥
রক্ত জবা প্রায় দুটী চক্ষুকোন দিয়া ।
স্নেহ গলি যেন জল পড়িছে বাহিয়া ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে মূর্চ্ছা যায় ক্ষেণেক চেতন ।
সপ্তাহ রহিল রাণী অদ্ভুত মতন ॥
সপ্তদিন পরে শিশু প্রসব হইল ।
গায়ে তার বিন্দু মাত্র ছাল নাহি ছিল ॥
সগর সমান শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ।
ওঙ্গা ওঙ্গা করি স্বরা উঠিল কান্দিয়া ॥
বড়ভাগ্যে জীবন রহিল উভয়ের ।
ভাগ্য নারায়ণ নাম রাখে তনয়ের ॥

গর্ভবতীগণের সে সাধ ভক্ষণ বিধি।
রাজ চন্দ্র বংশ হৈতে উঠে তদবধি ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র প্রেম নারানের মন জানি।
ভাগ্য নারাণেরে রক্ষা করে রাজারাণী ॥
দিনে দিনে বাড়ে ভাগ্য ভাগ্যের কারণ ।
শুক্লপক্ষের শশধর গগনে যেমন ॥
মহাবলবান শিশু হইল শৈশবে ।
রূপবান দেখিতারে ভাল বাসে সবে ॥
রাজা রাজচন্দ্র আর চাঁচড়ার রাজা ।
সম্প্রীত আছিল দোহে বলে মহাতেজা ॥
রাজচন্দ্র চাচড়া রাজে বলেন ডাকিয়া ।
আমার কনিষ্ঠ সুতে ফেলিবে কাটিয়া ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র আচরণে সদা ভয় পাই ।
কনিষ্ঠেরে কিরূপেতে রাখি বল ভাই ॥
চাচড়া রাজ বলে ভাই তার জন্যে কি ।
কনিষ্ঠ তনয় তব মোর সাথে দি ॥
তোমার তনয়ে আমি আদরে রাখিব ।
মোর পুত্র সম তব পুত্রেরে দেখিব ॥
অল্পবয়সের কালে ভাগ্য নারায়ণ ।
চাচড়ারাজ সহ তিনি করেন গমন ॥
রাজপুত্র সহ তথা থাকে মহা সুখে ।
অশ্ব আরোহনে মত্ত উভয়ে কৌতুকে ।
উভয় রাজার পুত্রে হইল সম্প্রীত ।
মল্লযুদ্ধে দুই জনে পরম পণ্ডিত ॥

ইহার পূর্ব্বেতে রাজা রাজচন্দ্র রায়।
পূর্ব্ব পক্ষের দুই কন্যার দিল পরিণয়॥
সহজমুখ্য গোপীনাথ বসু তার নাম।
সুপুরুষ জ্ঞানবান মাইনগর ধাম॥
তার সহ শ্যামপ্রিয়ার বিবাহ দিলেন।
রামপ্রিয়ার জন্য বর বাছিয়া আনেন॥
আকনা সমাজের রামজীবন ঘোষ।
তারে কন্যা দিয়া রাজা হইল সন্তোষ॥
চিরলিয়া পরগণায় কোড়ামারা * *।
তথায় তাহারে দিল নিষ্করে ধাম॥
নিষ্কর বসতি আর একটা তালুক।
সুখে রায় জামাতায় দিলেন যৌতুক॥
পরে রাজা বিভাদিল কৃষ্ণ প্রিয়ার।
ঘোষ বংশে শ্রীরাম লোচন নাম তার॥
পিলজঙ্গে বাসস্থান আকনা সমাজ।
সুখ্যাতি আছিল তার সমাজের মাঝ॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীন সেজন।
তারে কন্যা দিয়া রাজা হরষিত মন॥
চিংড়াখালি বাসি ঘোষ জয় নারায়ণ।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গনণ॥
তারে আনি জমি দিয়া করেন সম্মান।
বিষ্ণুপ্রিয়া কন্যাটীরে করে সম্প্রদান॥
প্রথম সুতের বিয়ে দিল তার পর।
কালিকা প্রসাদ বসু শুভরাড়া ঘর॥

তেওজ কুলীন তায় সুন্দর ভগিনী।
ভগবতী সম রূপে নামটী তারিণী॥
কালিকা প্রসাদে বহু বিত্ত দিলা দান।
এইরূপে কুলীনের রাখিল সন্মান॥
শ্যামরাম বসু সুত কালিকা প্রসাদ।
তাহাকে বহুৎ রাজা করেন প্রসাদ॥
প্রেম নারায়ণ সনে দেন পরিণয়।
পুত্র কন্যা বিভা দিয়া রাজা সুখী হয়॥
এসময় প্রেমরায় কুগ্রহ তাড়নে।
সর্ব্বনাশ ঘটাইল হিংসার কারণে॥
চিরলিয়া মধুদিয়ার রাজস্ব লইয়া।
প্রেমরায় নিজে যায় ঢাকায় চলিয়া॥
কোম্পানি বাহাদুরের আমলা তথায়।
জমিদার গণের করে রাজস্ব আদায়॥
রাজস্ব না দিল রায় প্রেম নারায়ণ।
নিলামে চড়ায় রাজ্য কোম্পানি তখন॥
কোম্পানির দেওয়ান সেই গোকুল ঘোষাল
তার নামে কিনে বিত্ত রাজার ছাওয়াল॥
প্রেমরায় বৈমাত্রেয় ভাই ফাকি দিতে।
দুইটী পরগণা দিল গোকুলের হাতে॥
নিজ অ * দিয়া রায় বেনামে কিনিল।
দুষ্ট বুদ্ধি করি রায় ভাইকে ফাকি দিল॥
প্রেম না * য়ণ রায়ের সখা খেলারাম।
তার বুদ্ধি লৈয়া প্রেম সাধে এই কাম॥

এ কার্য্য সা * * হইল খরচ বহুত।
দুষ্টু বুদ্ধি খেলারাম লোক মজবুত ॥
সর্ব্বনাশ করি দোহে আনন্দে ফিরিল।
রাজা রাজচন্দ্র শেষে শুনিতে পাইল ॥
যখন শুনিল রাজা পরগণা গেল।
রাজার হৃদয়ে যেন পড়ে শক্তি শেল ॥
বিষয়ের শোকে রাজা প্রাচীন বয়সে।
মলিন চন্দ্রমা যেন রাহুর গরাসে ॥
পড়িলেক মনে ব্রাহ্মণের অভিশাপ।
বৃদ্ধ কালে রাজা বড় পাইলেন তাপ ॥
প্রেমরায় মুখ আর দেখিবনা বলি।
অন্তঃপুরে গেল রাজা অতি দুঃখে চলি ॥
প্রেমরায় কালিঘাটে পলাইয়া গেল।
কিছুদিন বাড়ী ছাড়ি সে স্থানে রহিল ॥
এ দিকে সে খেলারাম খেলোয়ার ভাল।
চিরলিয়া না আসিয়া গোবরডাঙ্গা গেল ॥
পরে খেলারাম যায় গোকুল আবাস।
দেওয়ান গোকুলের বাড়ী ছিল ভূকৈলাশ ॥
ভূকৈলাস গিয়া তবে শঠ খেলারামে।
আনে পরগণা ছটী তনয়ের নামে ॥
প্রেমরায়ের ইচ্ছা বলি গোকুলে জানায়।
মোর পুত্রের নামে লৈতে কহে প্রেমরায় ॥
ধার্ম্মিক গোকুল বিজ্ঞ কোম্পানির দেওয়ান।
বিক্রী পত্র লিখি দিল সেই গুণবান ॥

বিত্ত দিতে চিত্ত তার না হই *কাল।
খেলারামে বিত্ত দিতে সন্দ না করিল॥
পূর্ব্বে খেলারামে লইয়া প্রেম নারায়ণ।
কতবার গোকুলেরে দিয়াছে দর্শন॥
সেই হেতু জানিত্ত দেও * * খেলারামে।
সন্দ না করিল দিতে তার সুতের নামে॥
নিজ পুত্র নামে বিত্ত লৈয়া খেলারাম।
হরিশেতে উপনীত গোবর ডাঙ্গা ধাম॥
এদিকেতে প্রেমরায় ভূকৈলাশ গেল।
গোকুল ঘোষাল সনে সাক্ষাৎ করিল॥
গোকুল বলিল বিত্ত পুত্র নামে লইয়া।
খেলারাম মুখোপাধ্যায় গেল যে চলিয়া॥
সম্প্রতি লইয়া গেল তোমার আজ্ঞায়।
তব এ বাসনা বলি আমারে জানায়॥
তিল অর্দ্ধ দেরি নাহি করিয়া তখন।
তার হাতে তব বিত্ত কৈনু সমর্পণ॥
চিন্তাবৃত তথা হৈতে চলে প্রেমরায়।
তিন দিনে উপনীত গোবরডাঙ্গায়॥
খেলারাম প্রেমারায়ে করি সম্ভাষণ।
নানাবিধ উপচারে করায় ভোজন॥
ভোজনান্তে খেলারাম বলেন তখন।
অর্থ কিছু লৈয়া রায় করহ গমন॥
কালী প্রসন্নের নামে প্রথম সম্পত্তি।
করেছি যখন রায় শুনহ সম্প্রতি॥

তখন এ বিত্ত প্রতি লোভ না করহ ।
আমি কিছু অর্থ দেই হরিশেতে লহ ॥
প্রেমরায় বলে কিবা বল খেলারাম ।
মনে মনে ভাবে রায় বিধি বুঝি বাম ॥
এই বজ্রাঘাত হবে আগে ভাবি নাই ।
কেন ফাকি দিতে গেনু বৈমাত্রেয় ভাই ॥
এরূপ অধর্ম্মী তুমি হও কি কারণ ।
মোর বিত্ত মোরে দেও কেন লব পণ ॥
খেলারাম বলে আমি অধর্ম্মী ত নই ।
পুত্রের সম্পত্তি দিতে মোর সাধ্য কই ॥
অধর্ম্মী আমাকে বল নিজে ভাব রায় ।
তোমার মতন কেবা ভ্রাতাকে ঠকায় ॥
এত বলি অন্তপুরে গেল খেলারাম ।
অভিমানে প্রেমরায় বলে বিধি বাম ॥
অন্তরের ক্রোধ মনে চাপিয়া তখন ।
খেলারামে পুনরায় ডাকিতে পাঠান ॥
খেলারাম পাঠাইল ছুরি একখানি ।
প্রেমরায়ে দেখা আর * * * আপনি ॥
হাতির দাতের বাট সে ছুরি খানির ।
পাঠাইয়া দিল দ্বিজ খেলারাম * * ॥
ছুরিখানি দিল দ্বিজ প্রেমনারণে ।
চিরলিয়া বিনিময়ে পাইল হেন ধনে ॥
উপযু * পুরস্কার দিল ভগবান্ ।
ছুরি লইয়া প্রেমরায় হৈল অন্তর্ধান ॥

দেশে আসি তবে রায় অনেক কান্দিল।
তথাপিও পিতা তারে দর্শন না দিল॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর প্রতি বিরক্ত রাজন।
তাহাকেও রাজা আর না দিল দর্শন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ যেই দ্বিরাগমে আইল।
তখনই পরগণা দুটী নীলাম হইল॥
বধূ আগমনে পুত্র হেন কর্ম্ম কৈল।
নিলামী ঠাকুরাণী তারে সকলে ডাকিল॥
স্বামী কর্ম্মে স্ত্রীর হৈল হেন অপযশ।
সতী সাধ্বী তাপিনীর কিছু নাহি দোষ॥
তিন শত বাট বিঘা খানা বাড়ী ছিল।
এই কোট মধ্যে রাজা গড় বানাইল॥
নিস্করে একেক জমি রাজায় দিতে চাহে।
দুঃখে অভিমানে রাজা লইল না তাহে॥
বড় খেদে রাজা তবে খাসবাড়ী ছাড়ি।
গোবিন্দ পুরেতে করে এক বাসাবাড়ী॥
রাণীসহ রাজা তথা করিল পয়ান।
স্বর্গপুরি চিরলিয়া হইল শ্মশান॥
খাসে রায় চিরলায় বাড়ী বানাইল।
খাসবাড়ী বলি তেঞি বাড়ীর নাম হইল॥
পূর্ব্বে বহু ব্যয় পিতা বাড়ীর পাছে কৈল।
নিজে বহু অর্থ ব্যয়ে গড় কাটি রৈল॥
সোনার ইন্দ্রের পুরি ত্যেজিয়া রাজন।
বড় দুঃখে বাসাবাড়ী করিল গমন

ষাট জন দাসী সদা যার সেবা করে।
অন্তপুরে থাকে সদা দোতালা উপরে॥
অপূর্ব্ব পুরীর মধ্যে যেই রাণী রয়।
বায়ু সূর্য্য প্রবেশিতে সদা পায় ভয়॥
অতুল বৈভব মাঝে থাকি দিবানিশি।
কান্দে হেন পাটরাণি রাজাসনে মিশি॥
রাজ্যের যতেক লোক কান্দিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে রাজায় দেখিতে আইল॥
রামচন্দ্র বনবাসে অযোধ্যার লোক।
কান্দিয়া সকলে যেন করিলেক শোক॥
অথবা পাশায় হারি যেন যুধিষ্ঠির।
রাজ্য ত্যেজি বনবাসে হইল বাহির॥
হস্তিনায় প্রজা যত করিল রোদন।
তেমতি এখন কান্দে যত প্রজাগণ॥
গ্রহদোষে কি করিলে প্রেমনারায়ণ।
ধরায় অযশ তব হইল ঘোষণ॥
বৃদ্ধকালে ভাসাইলে দুঃখে জনকেরে।
দুই লক্ষ বিঘা জমি গেল জন্মের তরে॥
রাজ্যের যতেক লোক কান্দিয়া আকুল।
রাজ্য শোকে রাজারাণি দোহে শোকাকুল॥
গোবিন্দ পুরেতে সেই বাসাবাড়ী গেল।
উভয় তনয় আসি মথিরায় রৈল॥
ইসফ্পুর পরগণায় বাবুটিয়া গ্রাম।
রামচন্দ্র ঘোষ নাম তাহে তার ধাম॥

বালি সমাজের সেই কুলীন কনিষ্ঠ ।
বিনয়াদি গুণ যুত বড়ই ধর্ম্মিষ্ঠ ॥
তস্য সুতা রূপযুতা শিবানি নামেতে ।
তারে বিয়া দিলা ভাগ্যনারায়ণ সাতে ॥
রামচন্দ্রে মহাত্রাণ বহু জমি দিয়া ।
আনে রাজা কন্যা তার আদর করিয়া ॥
ঋতুগ্রহ ঋতু শশি শকের মাঘেতে ।
জমিদারী অংশ করি দিলা দুই সুতে ॥
জেষ্ঠে সাড়ে আট আনা অংশ দিল রায় ।
কনিষ্ঠেতে সাড়ে সাত আনা অংশ পায় ॥
সিলেমাবাদের মধ্যে চারিটী তালুক ।
চারি পৌত্রে রাজা তবে দিলেন যৌতুক ॥
প্রেমনারায়ণ সুত শ্রীধর্ম্মনারান ।
ভাগ্যের তনয় দুই রূপের বাখান ॥
মহেন্দ্র শ্রীরাধা দুই ভাই সহোদর ।
তিন পৌত্রে জুজখোলা দিলেন সত্বর ॥
জুজখোলা কিসমত আমিরথায় ছিল ।
সে তালুক তিন পৌত্রে আনি রাজা দিল ॥
পরে প্রেমনারানের আর সুত হয় ।
শ্রীকৃষ্ণ ডাক নাম কাশীনাথ রয় ॥
শ্রীরাধা মোহনে আর শ্রীকৃষ্ণ মোহনে ।
মথিয়া খলিসাখালি খুলড়ী যতনে ॥
রাজা রামচন্দ্র রায় উত্তরে হয়বে ।
জিম্বা করিয়া দেন পৌত্র স্নেহ বশে ॥

জয়পুর বেনামেতে তাষা সিয়োধালি।
সেখমাটীয়া গড়ঘাটা ব্রজাপুর বলি॥
এই কিসমত গুলি দিলেন যৌতুক।
শ্রীধর্ম্ম মহেন্দ্র রায়ে করিয়া তালুক॥
কাটিপাড়া রাধা কৃষ্ণে দিলা অবশেষে।
ভৈরব বসুর নামে সে তালুক ঘোষে॥
এরূপ বিধান তবে করিয়া রাজন।
রাণি সহ যায় রাজা তীর্থ পর্য্যটন॥
গয়া কাশী প্রয়াগ শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
একে একে বিহরিল কত লব নাম॥
অবশেষে কালীঘাটে বাসা বাড়ী আসি।
কিছুদিন রহে রাজা শান্তি অভিলাষী॥
পরে পাটরাণী দেহ হৈল প্রাণ হীন।
ফাল্গুনী পঞ্চমী কৃষ্ণা দোলযাত্রা দিন॥
নাগকন্যে শোকে রাজা হইল অধীর।
সতী পাটরাণি অগ্রে চলিলা স্বামীর॥
পরে রাজা দেহ ত্যজে হইয়া হতাস।
দশমী অসীত পক্ষ তাহে ভাদ্রমাস॥
শূন্য শশি সমুদ্র চন্দ্র শক ভাদ্রমাসে।
সজ্ঞানে গঙ্গার গিয়া স্বরগেতে পশে॥
ধন্য রাজা রাজচন্দ্র ধন্য পুন্যবান।
বঙ্গদেশ ব্যাপ্ত যার কীর্ত্তি যশ মান॥
যাহার দানেতে কত সহস্র ব্রাহ্মণ।
নিত্য আশীর্ব্বাদ করে স্বর্গের কারণ॥

পুণ্যশ্লোক মহারাজা রাজচন্দ্র রায়।
প্রভাতে যাহার নাম এই দেশে গায়॥
সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রভাত সময়।
দেব তুল্য যার নাম উচ্চারিত হয়॥
সহস্র সহস্র লোক যাহার কৃপায়।
অন্নবস্ত্র দুঃখ নাহি সংসারেতে পায়॥
হেন রাজা স্বর্গে গেল তেয়াগিয়া ধরণী।
শোকেতে আকুল সবে হইল অমনি॥

—ঃঃ—

দ্বিজ শ্রীমহেশচন্দ্র করিল বর্ণন।
পবিত্র বংশের কির্ত্তি করিয়া যতন॥
সূর্য্যবংশ সম গোত্র গৌড়ের ভিতর।
বাসুকী গোত্রের তুল্য নাহি অ * *॥
এমন ধার্ম্মিক আর দাতা সদাশয়।
দেব দ্বিজ ভক্ত সদা ধর্ম্মে মতি রয়॥
কায়স্থ * * ন গণে এতেক সম্মান।
কোন বংশে নাহি কয়ে সত্য বলি জান॥
নিত্য শুদ্ধ সদাচারী যত্ন পরীরণ।
এই বংশে বহু রাজা লভিল জনম॥
পুণ্য শ্লোক রাজগণ ধর্ম্মে রাখি মতি।
রাজ্য মধ্যে দ্বিজে দেয় নিকরে বসতি॥
কায়স্থ কুলীন বৈদ্য খোপা ভুঞমালি।
এ গোত্রের রাজ্যে বৈসে নিকরে সকলি॥

কত দেব মূর্ত্তি কত ম * * স্থাপন ।
নানাস্থানে করিয়াছে না যায় গণন ॥
সহস্র সহস্র বিঘা দেবোত্তর * * ।
সহস্র ব্রাহ্মণে কত ব্রহ্মোত্তর পান ॥
সহস্র কুলীনে কত শত মহাত্রাণ ।
* * * নফরে কত দিলা চাকরাণ ॥
অঙ্গদেশ অধি[illegible] দাতাকর্ণ প্রায় ।
এ মহাবং * * * * * * দেশ ছায় ॥
খড়দহ মেল গাঞি মুখটী আখ্যায় ।
কামদেব পণ্ডিতের সন্তান বাস মথিয়ায় ॥
শ্রীমহেশ দ্বিজনাম বাণীপদে মতি ।
রচিয়া কবিতা মনে * * * পিরিতী ॥
সাধ্যমত সত্য যত জানিয়া শুনিয়া ।
বাণীবরে লিখিপরে কবিতা রচিয়া ॥
জ্ঞানহীন অতি দীন ব্রাহ্মণ কুমার ।
যেই বাণি সে ভবানি জীবনের সার ॥
রাজাপদ কোকনদ মস্তকে রাখিয়া ।
দেহমধ্যে হৃদিপদ্মে বীণা বাজাইয়া ॥
করি গান শুনি প্রাণ আকুল হইল ।
সাধুজন যতগুণ বর্ণনা করিল ॥
নেত্রপক্ষ জলনিধি শশি শক পৌষে ।
সমাপ্ত করিনু গ্রন্থ অত্যন্ত হরষে ॥

সমাপ্ত ॥

পিতামহ মহাশয় পদ অনুসারি ।
পবিত্র বংশের গাঁথা লিখিব বিচারি ॥
বাণীপদ সেবি নিত্য করিব কারণ ।
এ মহাবংশের গাঁথা করিব রচন ॥
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আমার অন্তর ।
পিতামহ কাব্যপথে করিনু নির্ভর ॥
নীরত্যাগী ক্ষীরপায়ী রাজহংস মত ।
দোষ ছাড়ি গুণ লও সাধুগণ যত ॥
সংসার অসার তাহে কীর্ত্তিমাত্র সার ।
মহাজন কীর্ত্তি গাঁথা করিব প্রচার ॥
অধম কেদার হৃদে বীণা বাজাইয়া ।
সে মধুর স্বরে বঙ্গ ফেল মা ছাইয়া ॥
আদরে কেদারে মাগো দাও পদ ছায়া ।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত হোক কবিতার কায়া ॥

অথ প্রেমনারায়ণবংশোপাখ্যান ।

দ্বাবিংশ পর্য্যায় রায় প্রেমনারায়ণ ।
মথিয়ার বাস স্থান করি নিরূপণ ॥
বড় রাজবাড়ী বলি বিখ্যাত ভবন ।
সুস্থ মনে নিরমিলা প্রেম নারায়ণ ॥
জ্যেষ্ঠ তনয়ের শেষে দিলেন বিবাহ ।
চারিটী কন্যার অগ্রে হইল উদ্বাহ ॥
নন্দরাণী দেবরাণী রাজরাণী আর ।
জগদম্বা নামে এই চারি তনয়ার ॥

বিবাহ দিলেন প্রেমনারায়ণ তবে।
ভূমি বিত্ত দান করি জামাতায় সবে॥
কন্দর্প পুরেতে নন্দ রাণী বিভা দিলা।
দেবরাণী সম্প্রদান পরেতে করিলা॥
ব্রাহ্মণদিয়ার বসু হরেকৃষ্ণ নাম।
কন্যাদান করি দিলা মথিরায় ধাম॥
মৎস্য নগরে রাজরাণী বিভা হৈল।
নৈহাটী শ্রীরামপুরে জগদম্বা গেল॥
শম্ভুচন্দ্র বসু হইলেন তাঁর পতি।
স্বামীসহ সুখে বাস করে তথা সতী॥
জঙ্গল বাধাল ধাম বসু রঘুনাথ।
শ্রীধর্ম্মে দিলেন বিভা তাঁর কন্যা সাথ॥
শ্রীরতন মণি নাম অপূর্ব্ব সুন্দরী।
বিধবা হলেন একপুত্র গর্ভে ধরি॥
প্রেমনারায়ণ রায় দ্বিতীয় তনয়।
মহা বিচক্ষণ প্রাজ্ঞ অতি সদাশয়॥
কাশীনাথ ত্রয়োবিংশ পর্য্যায় স্থিত।
শ্রীকৃষ্ণ মোহন নামে ছিলা অভিহিত॥
বৃদ্ধকালে প্রাণ ত্যজে প্রেমনারায়ণ।
তারিণী চলিলা সহমরণে তখন॥
গঙ্গা যাত্রা করিবারে প্রাণ ত্যজে রায়।
তারিণী উঠিলা চিতা আপন ইচ্ছায়॥
সে সময় সতী দাহ নিবারণ তরে।
কোম্পানি আইন নব বিধিবদ্ধ করে॥

পুলিষ সাহেব তবে পরীক্ষা কারণ।
সংবাদ পাইয়া তথা উপনীত হন ॥
স্বইচ্ছায় এ বামা কি চিতা আরোহিবে।
ইহা জানিবার তরে আসিলেন তবে ॥
কটাহে ফুটন্ত দুগ্ধ ছিল বহ্নি পরে।
তারিণী রাখেন কর দুগ্ধের ভিতরে ॥
বিন্দুমাত্র ভাবান্তর না হইল তার।
স্মিত মুখে চিতায় উঠিলা এইবার ॥
পিতা মাতা দুইজন গেল এককালে।
কৈশোরেতে কাশীনাথ ভাসে নেত্রজলে ॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব বসু বৈদ্যনাথ।
কন্দর্প পুরেতে বাস বিনয়ে বিখ্যাত ॥
শ্রীমতী নামেতে কন্যা তাঁহার আছিলা।
সেই কন্যা কাশীনাথ বিবাহ করিলা ॥
কাশীনাথ সহোদরা জগদম্বা পরে।
মৃতপতি সনে চিতা আরোহণ করে ॥
লহা ডাকাতের দাপে কাঁপিত এ দেশ।
কোম্পানির হাতে তিনি ধরি দেন শেষ ॥
প্রাপ্ত বয়সেতে তবে কাশীনাথ রায়।
সজ্ঞানে তেয়াগি দেহ স্বর্গে চলি যায় ॥
শ্রীধর্ম্মের হয় মাত্র একটী তনয়।
শ্রীমহিমা চন্দ্র চতুর্ব্বিংশতি পর্য্যায় ॥
শ্বশুরের লোকান্তর গমনের পর।
পুত্র স্বার্থ রক্ষা হেতু হইয়া তৎপর ॥

শ্রীসুতা রতনমণি মহিমার মাতা।
জমিদারী কার্য্য তিনি নিজেই দেখিতা॥
শ্রীকাশীনাথের চারি হইল নন্দন।
শ্রীহরিমোহন জ্যেষ্ঠ শ্রীরাজ মোহন॥
তৃতীয়েতে প্রিয়নাথ চতুর্থ পরেশ।
সদা শুদ্ধচারী নিত্য নাহি দুঃখলেশ॥
শ্রীমহিমাচন্দ্র রায় পূর্ণ মহিমায়।
মিষ্ট-মৃদুভাষী বড় খ্যাত মধিরায়॥
বাঘুটিয়া বাসী বাঞ্ছারাম ঘোষসুতা।
তাঁহাকে করেন রায় প্রথম বনিতা॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা শ্রীশশিভূষণ।
সুন্দর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি মানস মোহন॥
যেন পূর্ণ শশধর শাপ ভ্রষ্ট হয়ে।
বিহরে ধরায় সেই রূপ রাশি লয়ে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চ পর্য্যায় গণন।
বিবাহ করেন পরে শ্রীশশিভূষণ॥
খানাকুল কৃষ্ণ নগরেতে তাঁর ধাম।
দীননাথ বসু সর্ব্ব অধিকারী নাম॥
প্রকৃত রাজের পুত্র সহজে গণণ।
তাঁর কন্যা শশি তবে করেন গ্রহণ॥
রূপবান জিতেন্দ্রিয় সংযম হৃদয়।
বিরল এরূপ লোক ধরণীতে হয়
কলিকাতা নগরীতে সায়াহ্ন ভ্রমণে।
বাহিরিল একদিন শশি বন্ধু সনে॥

কতিপয় সহচর সঙ্গে মহোল্লাসে।
শ্রীশশি ভূষণ চিত্ত স্বর্গ সুখে ভাসে॥
সহচরগণ ছলে গণিকা আলয়।
শশিভূষনেরে তারা ভুলাইয়া লয়॥
ফুটন্ত যৌবনা রূপে উর্ব্বশীর প্রায়।
মজাইতে আনে তারা শশির হৃদয়॥
সুবাসিত কক্ষে এক উভয়ে রাখিয়া।
বাহির কপাটে দিল শিকলি টানিয়া॥
বিলাস-সম্ভার-ভোগ্যা আকুলা কামিনী।
হাব ভাব কটাক্ষেতে বাক্যরসে ধনী॥
প্রলুব্ধ করিতে তাঁরে যত চেষ্টা করে।
নীরবে আঁখির জল তত তাঁর ঝরে॥
বিপরীত পরীক্ষায় পতিত হৃদয়।
দারুণ সংযম বলে মতি স্থির রয়॥
হেরি চিত্ত বেগ ধ্বংস হয় গণিকার।
ক্ষমা চাহে, পদধুলি লয় শিরে আর॥
গোপনে এ সব হেরি সহচরগণ।
উন্মুক্ত করিয়া দ্বার প্রণমে তখন॥
জিতেন্দ্রিয় সুপুরুষ প্রথম যৌবন।
অধিক কি ধূমপান করেনি কখন॥
এরূপ পবিত্র হৃদি দুর্লভ ধরায়।
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল রামনারায়ণ রায়॥
এক পুত্র রাখি পত্নী ত্যজিলেন কায়।
গিরিধর বসু সুতা পত্নী পুনরায়॥

তাঁর গর্ভে জন্মিলেন অপর নন্দন।
নরেন্দ্র কন্দর্প সম নয়ন রঞ্জন॥
শশিভূষণের হয় অকাল মরণ।
সেই শোকে পিতা নিত্য হয়েছে দহন॥
প্রবাদ এরূপ দেশে অনেকেই কয়।
বিষদানে কর্ম্মচারি সংহারে তাঁহায়॥
সত্য মিথ্যা জগদীশ জানেন সে তথ্য।
যতদূর জানি লিখিতেছি সত্য সত্য॥
মহিমাচন্দ্রের আর চারি পরিণয়।
ক্রমে এক ভার্য্যা গত হইলেই হয়॥
শ্রীধর পুরের বসু জমিদারসুতা।
রূপে লক্ষ্মী হইলেন দ্বিতীয় বনিতা॥
রায়কাঠি সখা নাথ বসু স্বসা আর।
হইলেন তিনি সে তৃতীয় পরিবার॥
শ্রীব্রজেন্দ্র বিধুমুখী তনয় তনয়া।
দুইটী রাখিয়া গেলা স্বরগে চলিয়া॥
বেলফুলিয়ার বসু সুতা তার পর।
বিবাহ করেন তবে তাঁরে অতঃপর॥
তাঁর গর্ভে জন্মে কৃষ্ণ কুমারী শরত।
অকালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গত॥
পঞ্চম বিবাহ হয় মুলঘর ধাম।
শ্রীকার্ত্তিক বসু সুতা রূপে অনুপম॥
তিন কন্যা এক সুত রাখিয়া সে ধনি।
মধ্যম বয়সে তিনি ত্যজিলা পরাণি॥

শ্রীমহিমাচন্দ্র খ্যাত মধিয়ার ধামে।
অকলঙ্ক বৃক্ষ ফলে তাঁর পুণ্য নামে॥
জীবিত আছেন এবে তাঁর দুই সুত।
ব্রজেন্দ্র মণীন্দ্র দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাত॥
ব্রজেন্দ্রের সহোদরা বিধুমুখী হয়।
কৃষ্ণহরি ঘোষ সনে হয় পরিণয়॥
কুলীনে সহজ মুখ্য বাস বনগ্রাম।
পূর্ব্বে বাদুড়িয়া গ্রামে আছিলেক ধাম॥
বিধুমুখী গর্ভে জন্মে সুন্দরী সরলা।
বত্রিশ কলায় যেন শোভে চন্দ্রকলা॥
শোভাবাজারের মিত্র বরদা চরণ।
পৌত্র তাঁর শ্রীবীরেন্দ্র রূপেতে মদন॥
কালে তাঁর সনে সরলার পরিণয়।
এ বিবাহে চন্দন লইয়া তর্ক হয়॥
কলিকাতা বাসাবাটী বিবাহ সভায়।
দেববংশ সেন বংশ মিলিত তথায়॥
শ্রীহরিচরণ ঘোষ প্রকৃতের রাজ।
সভাস্থলে সেইদিন করিলা বিরাজ॥
শোভা বাজারের উপস্থিত রাজ-ভালে।
চন্দন দানিতে আজ্ঞা করুন সকালে॥
বরদা চরণ হেন শ্রীহরিরে কন।
সেনবংশ স্থিতে তিনি অসম্মত হন॥
বলিলা প্রকৃতরাজ অতি অকপটে।
সেনের সাক্ষাতে ফোঁটা দেবের ললাটে॥

চন্দন দানিতে আজ্ঞা করিতে না পারি।
সেন বাসাবাটী সভা তাই বন্ধ করি॥
বাসুকী গোত্রের বাটী এই সভা স্থিত।
বিচারি চন্দন প্রথা হইল স্থগিত॥
কুমরিয়া বাসী কুঞ্জ বসুর তনয়া।
লীলাবতী সনে হয় ব্রজেন্দ্রের বিয়া॥
শরত কুমারী কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনী।
নপাড়ার শ্রীশচন্দ্র ঘোষের ভামিনী॥
ষড়বিংশ পর্য্যায়ে রামনারায়ণ।
দীনবন্ধু ঘোষ সুতা করেন গ্রহণ॥
নপাড়া নিবাস খ্যাত আপনার নামে।
জমিদার দীনবন্ধু বিখ্যাত প্রতাপে॥
পরে মথিরায় বাস নন্দঘোষ সুতা।
সরলা নামেতে হয় রামের বনিতা॥
দুই জনে বহু কন্যা প্রসব করিলা।
দীনবন্ধু সুতা শেষে স্বরগেতে গেলা॥
নরেন্দ্রের বিভা হয় রায়ের কাটিতে।
রাজা রাধাকান্ত পৌত্রী-দুহিতা সহিতে॥
শশিমিত্র কন্যা সেই রূপে চন্দ্রকলা।
হেন কন্যা নরেন্দ্রেরে সম্প্রদান কৈলা॥
কাশীনাথ সুত চতুর্ব্বিংশতি পর্য্যায়।
শ্রীহরি মোহন দক্ষ গন্ধর্ব্ব বিদ্যায়॥
দীনবন্ধু মিত্র মুখ্য কুলীনে গণন।
রায়েরকাঠিতে বাস মহা বিচক্ষণ॥

তাঁর দুই কন্যা তিনি করেন বিবাহ।
দিবা রাত্রি হৃদয়েতে আনন্দ প্রবাহ॥
দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে জন্মে সুতসুতা।
নেত্রমন তৃপ্তিকর রূপগুণ যুতা॥
ভুবন মোহন নাম রাখে রূপ হেরি।
যিনি শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট হন অনারারি॥
সদা সদালাপি গান বাদ্যে বিচক্ষণ।
মিষ্টভাষী বুদ্ধিমান্ রসজ্ঞ সজ্জন॥
পিলজঙ্গে শ্রীপরেশ বসুর নন্দিনী।
ভুবন মোহন পত্নী হইলেন তিনি॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলেক কন্যা নিরুপমা।
নাম রাখিলেন সবে তাঁর মনোরমা॥
ভুবনের ভগ্নি সেই অতুলা সুন্দরী।
শরচ্চন্দ্র ঘোষ মুখ্য কুলীনে বিচারি॥
বাবুটীয়া বাস বুদ্ধিমান বিচক্ষণ।
তাঁহাকে করেন দান শ্রীহরি মোহন॥
তীর্থ বৃন্দাবনে তিনি ত্যজিলেন কায়।
লভিলা অক্ষয় স্বর্গ শ্রীহরি কৃপায়॥
রাজ মোহনের হইলেক পরিণয়।
রাধানাথ মিত্র কন্যা মুখ্য পরিচয়॥
তাঁর গর্ভে তিন পুত্র দুইটী তনয়া।
যোগীন্দ্র শ্রীচারুচন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র বলিয়া॥
শ্রীশিবসুন্দরী আর বিনোদিনী বলি।
দুই কন্যা লভি মনে হন কুতুহলি॥

কোন্নগরবাসী বেণী মাধব মিত্রেরে।
সম্প্রদান করিলেন শিবু সুন্দরীরে॥
তবে থানাকুল কৃষ্ণ নগরে বিরাজ।
রমানাথ অধিকারী সে প্রকৃত রাজ॥
তাঁহার দ্বিতীয় সুত শ্রীউপেন্দ্র নাথ।
বিনোদিনী বিভা হইলেক তাঁর সাথ॥
রাঠরয়কাঠিতে যোগীন্দ্রের বিয়ে হয়।
জিতেন্দ্র মন্মথ দুই হইল তনয়॥
অকালে যোগীন্দ্র যায় প্রাণ তেয়াগিয়া।
শ্রীরাজ মোহন শোকে মরেন পুড়িয়া॥
বহুকাল পরে শেষে ত্যজেন জীবন।
অন্তিমে লভেন শ্যামরায়ের চরণ॥
তৃতীয় সে প্রিয়নাথ নিত্য শুদ্ধাচারী।
আকাল পৌষের বসু গোপাল ঝিয়ারী॥
মল্লিক আখ্যায় বসু কুলীন গণন।
সে ঝিয়ারী প্রিয়নাথ করেন গ্রহণ॥
তাঁর গর্ভে সুত দ্বয় জনম লভিল।
কালীপদ হরিপদ দুই ভাই হৈল॥
কুসুম, সর্ব্বাণী নামে দুইটী তনয়া।
রায়েরকাঠিতে হয় কুসুমের বিয়া॥
পিয়ারী মোহন বসু কোমলে গণন।
তাঁর সনে কুসুমের বিবাহ ঘটন॥
চতুর্থ পরেশ নাথ স্বনাম বিখ্যাত।
যতনে করিলা তবে নিজে বিত্ত কত॥

নৈহাটী শ্রীরামপুরে অভয়া চরণ।
মিত্রের দুহিতা তিনি করেন গ্রহণ॥
এক সুত রাখি সতী ত্যজেন পরাণ।
কুমুদবন্ধু বলি তাঁর নামের বাখান॥
দ্বিতীয় বিবাহ রায়কাঠিতে হইল।
রামনারায়ণ মিত্র সুতা যে আইল॥
সেই বিবাহের পর বিভব বিষয়।
জোয়ারের জল সম ক্রমে বৃদ্ধি হয়॥
তাঁর গর্ভে জন্মে দুই তনয় সুন্দর।
উপেন্দ্র সত্যেন্দ্র দুই রূপে মনোহর॥
শ্রীফুলকুমারী আর বসন্ত কুমারী।
এই দুই সুতা হয় অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
কুমুদ বন্ধুর তবে বিবাহ হইল।
বনগ্রাম হতে এক কন্যা আনি দিল॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন।
শ্রীপ্রসন্ন বসু নাম অতি বিচক্ষণ॥
তাঁর সুতা কুমুদের হন পরিবার।
এক কন্যা এক সুত হইল তাঁহার॥
ইতনিয়া বাসী মুখ্য কুলীনে গণন।
শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ অতি বিচক্ষণ॥
তাঁহাকে প্রথমা কন্যা করি সম্প্রদান।
দ্বিতীয়াকে পাঁকিসায় করিলেন দান॥
প্রসন্ন মিত্রের সুত নেপাল বলিয়া।
তাঁর সনে বসন্তের হইলেক বিয়া॥

উপেন্দ্রের বিবাহ দিলেন অতঃপর।
প্রকৃত রাজের পুত্র বাযুটিয়া ঘর॥
প্রিয়নাথ ঘোষ সুতা ইন্দুমতী ধনী।
হইলেন উপেন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী॥
বঙ্গ বাহাদুর শিবনাথ ঘোষ নাম।
নৈহাটী শ্রীরামপুরে সুবিখ্যাত ধাম॥
তাঁর বংশোদ্ভূতা কন্যা নরেন্দ্র-তনয়া।
রূপবতী সরোজিনী সত্যেন্দ্রের জায়া॥
সদা সত্যবাদী ন্যায় নিষ্ঠাবান অতি।
ন্যায্যপথে সত্যেন্দ্রের সদাই সুমতি॥

অথ ভাগ্যনারায়ণ বংশাখ্যান।

দ্বাবিংশ পর্য্যায়ে রায় ভাগ্যনারায়ণ।
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি করিলা স্থাপন॥
প্রথম বয়সে রায় চাঁচড়া থাকেন।
ব্যসনে হইয়া মত্ত বাটী না আসেন॥
বিষ্ণু প্রিয়া শিবানীকে সঙ্গেতে লইয়া।
ভ্রাতাকে আনিতে যান চাঁচড়া চলিয়া॥
কৌশলে বজ্‌রা মাঝে রায়েরে আনিল।
বিষ্ণু প্রিয়া ইঙ্গিতেতে মাঝিরা খুলিল॥
জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই প্রেম নারায়ণ।
তোমার সর্ব্বস্ব তিনি করিছে হরণ॥
সম্পত্তি বিহীন লোক সংসারে অসার।
পৃথিবীতে কেহ নাহি মান্য করে তার॥

ধন হীন বিত্ত হীন জল হীন মীন।
দুর্ভাবনা-সৌর, করে যেন তনুক্ষীণ ॥
আবাস ত্যজিয়া ভাই থাকিলে বিদেশে।
পৈতৃক সম্পত্তি তবে উদ্ধারিবে কিসে ॥
হের ধর্ম্ম পত্নী তব তোমায় না দেখি।
দিন রাত মনে মনে কতই অসুখী ॥
গৃহীর কর্ত্তব্য ভাই করহ পালন।
দেশে চল পিতৃ রাজ্য করহ শাসন ॥
আকুল সে প্রজাকুল অভাবে তোমার।
তোমার কারণে শোক করে বার বার ॥
মধ্যম বয়সে নর ধন উপার্জ্জিবে।
তবে তার যশোগুণে পৃথিবী ছাইবে ॥
শুনেছি মাতার মুখে তব বিবরণ।
মথুরার দৈবজ্ঞের ভবিষ্য বচন ॥
তোমার কীর্ত্তিতে দেশ ধন্য হবে কালে।
আদ্যাশক্তি সিদ্ধি ভাই আছে তব ভালে ॥
রাজার লক্ষণ ভাই অঙ্গেতে তোমার।
তুমি কেন পরবাসে থাক অনিবার ॥
দৈবজ্ঞ দিগের মুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রশস্ত ললাট তট উচ্চ আশা-ভূমি ॥
কোথায় সে আশা তব খুজিয়া না পাই।
ভবিষ্য জীবন মাটী কেন কর ভাই ॥
বীর পুরুষের ন্যায় অঙ্গের গঠন।
কাপুরুষ প্রায় কেন তব আচরণ ॥

করহ উদ্যম ভাই উন্নতি সাধিতে।
ফিরাও অন্তর তব ব্যসন হইতে॥
অলস ক্রীড়ার ভূমি নয় এ সংসার।
কর্ম্মক্ষেত্র এই ধরা কর্ম্মেরি আগার॥
কর্ম্ম প্রিয় যে পুরুষ না হয় কখন।
ঘোর দরিদ্রতা তারে করে আচ্ছাদন॥
ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত কর্ম্ম পুরুষ করিবে।
নীতিপূর্ণ উৎসাহে কার্য্য আচরিবে॥
লোক হিতকর যত কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সে সকল করে যত পুরুষ প্রধান॥
অমূল্য সময় বৃথা যেই নষ্ট করে।
অলক্ষ্মী অযশ তার ললাটে বিহরে॥
ধর্ম্ম পথে থাকি সদা অর্থ উপার্জ্জিয়া।
রাখহ বংশের কীর্ত্তি ক্রিয়াদি করিয়া॥
বিনা অর্থে নাহি হয় পুরুষ শোভন।
অর্থ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥
বিনা অর্থে নাহি হয় শরীর পালন।
অর্থ বিনা নাহি হয় জীবন ধারণ॥
বিনা অর্থে নাহি হয় আশ্রিত রক্ষণ।
অর্থ বিনা নাহি হয় প্রজার রঞ্জন॥
বিনা অর্থে রাজ্য রক্ষা কখন না হয়।
পর দুঃখ মোচনের অর্থই উপায়॥
হেন অর্থ উপার্জ্জনে কেন উদাসীন।
ব্যসনে হইয়া মত্ত হইয়াছ দীন॥

চল ভাই গৃহে চল বিলম্ব না করি ।
ভুঞ্জহ অতুল সুখ বিষয় উদ্ধারি ॥
ভার্য্যার সুখের দিকে যে জন না চায়
সংসারেতে তার সুখ শুনেছ কোথায় ॥
আত্মীয় কুটুম্বগণ তব মুখ চাহি ।
তৃষিত চাতক প্রায় আছে দুঃখ সহি ॥
চল ভাই সকলেরে কর পরিতুষ্ট ।
বিষয় বিভব লভি সাধ নিজ ইষ্ট ॥
ভগিনী হইয়া তব কতেক বিষয় ।
রাখিয়াছি, বিবাদেতে লভিয়াছি জয় ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ হইয়া ।
পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ লহরে বুঝিয়া ॥
নহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতে হবে সর্ব্বনাশ ।
পিতৃ পুরুষের কীর্ত্তি হইবে বিনাশ ॥
চিরলিয়া প্রায় সব পরগণা যাবে ।
একবার গেলে আর বার নাহি পাবে ॥
এ বংশ হইতে যেই অন্য বংশে নিবে ।
বিস্মৃতির জলে সেই গৌরব ডুবিবে ॥
দু তিন্ পুরুষ পরে এ বংশ মহত্ব ।
উপকথা মিথ্যাভাবে হবে পরিণত ॥
লোকে অবিশ্বাস কীর্ত্তি তখন করিবে ।
এ মহাবংশের নাম তবে বিলুপ্ত হইবে ॥
যতকাল বিত্ত ভাই এ বংশে থাকিবে ।
বংশের মহিমা যশ সকলে গাইবে ॥

গন্ধহীন ফুল কাছে ভ্রমর না যায়।
বিত্তহীন বংশযশ কেহ নাহি গায়॥
অতএব চল ভাই কি আর কহিব।
তব তরে কত মোরা যন্ত্রণা সহিব॥
অনিন্দ্য সুন্দর যুবা বলিষ্ঠ গঠন।
ধীর ভাবে শুনিলেন ভগিনী বচন॥
ভগিনীর যুক্তি যুক্ত বচন শুনিয়া।
মলিন-বসনা-পানে পড়েন চাহিয়া॥
ধর্ম্মপত্নী শিবানীর চখে জল ঝরে।
মুখে নাহি কোন কথা আবেগের ভরে॥
চখে চখে দেখা যবে হল উভয়ের।
লজ্জায় চখের পাতা পড়িল রায়ের॥
শিবানীর দিকে আর চাহিতে না পারি।
কেন লভিয়াছি জন্ম দেখেন বিচারি॥
কর্ম্ম বিনা মানুষের বৃথা জন্ম যায়।
যেই জন কর্ম্মী সেই সুখী এ ধরায়॥
কর্ম্ম বিনা মানুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
কর্ম্ম বিনা অর্থ লাভ কখন, ত, নয়॥
কর্ম্মেই কামনা পূর্ণ অবশ্যই করে।
কর্ম্ম হেতু মোক্ষ পায় মুক্তি প্রার্থী নরে॥
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ কর্ম্মের কারণ।
হেন কর্ম্ম নাহি করি আমি অভাজন॥
ভগিনীর স্নেহপূর্ণ তিরস্কার বাণী।
হৃদয়ের শল্য মোর উদ্ধারিল টানি॥

স্নেহময়ী ভগিনীর এ চতুরতায় ।
জাল বন্দী মীন প্রায় চলেছি বজরায় ॥
ভাগ্যের এ ভাগ্য বুঝি ফিরাবার তরে ।
পত্নীসহ ভগ্নী আসে লইবারে মোরে ॥
অদৃষ্টের স্রোতে আর ভাসাবনা কায় ।
ধরিয়া কর্ম্মের দণ্ড বেড়াব ধরায় ॥
এত চিন্তি চলিলেন ভাগ্য নারায়ণ ।
তীর বেগে ছুটে তরী ভাঁটাতে তখন ॥
তিনদিনে মথিরায় হৈল উপনীত ।
শুনি প্রেম নারায়ণ হইলেন ভীত ॥
বিষ্ণু প্রিয়া উপদেশে ভাগ্য নারায়ণ ।
জ্যেষ্ঠ সনে সন্ধি তরে করেন গমন ॥
উপেক্ষা করেন জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বচন ।
ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে আসি ভাগ্যনারায়ণ ॥
ভগ্নি বিষ্ণু প্রিয়া সনে পরামর্শ করি ।
শ্যামসুন্দর ন্যায় লঙ্কারেরবরাবরি ॥
পাঠাইলা লোক এক আনিতে তাঁহায় ।
সেনকুল পুরোহিত খ্যাত বাঙ্গলায় ॥
সুসিদ্ধ পুরুষ তিনি তন্ত্রেতে পণ্ডিত ।
সত্ত্ব রজগুণে তাঁর মানস মণ্ডিত ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর ঠাঁই চাহিলেন ভিক্ষা ।
শিষ্য করি ভাগ্যনারায়ণে দিতে দীক্ষা ।
লইয়া তান্ত্রিকী দীক্ষা ভাগ্যনারায়ণ ।
কুল পুরোহিতে গুরু করিলা বরণ ॥

ভৈরবের তীরে এক কুটীর নিরখি।
বাড়ী করিবারে কিছু শাসিলেন ভূমি॥
দেবী দেওয়ানেরে করি বশ দাননীতে।
তাহার সহায়ে ভূমি লাগিলা শাসিতে॥
ভগ্নি উপদেশে রায় সামনীতি ধরি।
তালুকদার প্রজাযত কেলে বশ করি॥
দেবীদেবে দিলা ভূমি আবাস কারণ।
নিজের বাড়ীর পিছে দিয়া নিদর্শন॥
দান নীতি ধরি বহু কর্ম্মচারি পায়।
দণ্ডনীতি অনুসারে প্রজা শাসে রায়॥
স্থানে স্থানে ভেদনীতি কার্য্য অনুসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া মন্ত্রণায় বিষয় উদ্ধারে॥
শ্রীমহেশচন্দ্রে দান করি ব্রহ্মোত্তর।
দেওয়ানগিরি পদ তারে দেন অতঃপর॥
তীরন্দাজ দুর্গারাম দত্ত বলবান।
তার সুতে হাওলাদার করি দিলা স্থান॥
দুর্গারাম দত্ত বড় তীরেতে পণ্ডিত।
তার সনে তীর খেলি পায় রায় প্রীত॥
বন্দুকে অভ্রান্ত লক্ষ্য ভাগ্যনারায়ণ।
সতত করিত ভয় ডাকাইতগণ॥
দুর্গারাম সীতারাম দুই ভাই ভয়ে।
কতবার ডাকাতেরা গিয়াছে পলায়ে॥
দস্যুর সর্দ্দার রামাঠেটা যে নামেতে।
বন্দুকে নিহত ভাগ্য নারায়ণ হাতে॥

যেই খালে রামা ঠেঁটা হইল নিহত।
রামা ঠেঁটা খাল বলি সে খাল বিখ্যাত॥
ভয়েতে দস্যুর দল মধিয়া না আসে।
মঙ্গল হইল ভাগ্যনারান সাহসে॥
লোক হিতকর কার্য্য করি অনুষ্ঠান।
শান্তি স্থাপিলেন দেশে মহাপুণ্যবান॥
জলকষ্টে দেশবাসী হাহাকার করি।
থাকিত সকলে যেন গ্রীষ্মেতে মরি॥
নিবারিতে সেই কষ্ট ভাগ্য নারায়ণ।
দীর্ঘিকা বহুল ব্যয়ে করিলা খনন॥
এমন সুস্বাদু জল নাহি এই দেশে।
অদ্যাপি সে জলে মহাত্মার পুণ্য ঘোষে॥
সুমিষ্ট সুন্দর যেন ঝরণার জল।
পানে তৃপ্তি ক্ষুধা বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় বল॥
নানাবিধ জীবজন্তু পীয়ে সেই নীর।
সদা করে যশোগান তথায় সমীর॥
বান্ধাঘাটে বসি ভক্ত পূজে মহেশ্বরে।
বিল্বদলে ভাগ্যনারায়ণ জয় করে॥
অশোক কিংশুক চাঁপা কাঁটা নাগেশ্বর।
স্থলপদ্ম কুরুবক কামিনী টগর॥
মধু মালতীর গন্ধে অন্ধ অলিগণ।
গায় ভাগ্য যশ করি মধুর গুঞ্জন॥
কি সুন্দর পরিমল বাহে সমীরণ।
সে মধুর গন্ধে তৃপ্ত জুড়ায় জীবন॥

দলে দলে জলে করে খেলা মৎস্যগণ।
স্থলচর জলচর তৃপ্ত এ কারণ॥
দীঘি কাটিবার কালে স্বপ্ন দেখে রায়।
আদ্যাশক্তি মূর্ত্তি আছে সেই মৃত্তিকায়।
ভক্তিভরে সেই মূর্ত্তি করিতে স্থাপন।
ইষ্টদেবী স্বপ্নে আজ্ঞা করিলা তখন॥
দীর্ঘিকা খনন কালে খনক প্রধান।
আদ্যাশক্তি মূর্ত্তিস্পর্শি হইলা অজ্ঞান॥
আঘাত লাগিবা মাত্র সে মূর্ত্তির কায়।
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখে বাহিরয়॥
মুখে রক্ত উঠি সেই ত্যজিল শরীর।
গুরুদেব আসি মূর্ত্তি করিলা বাহির॥
স্বপ্নাদেশ অনুসারে ভাগ্য নারায়ণ।
বিগ্রহ স্থাপন কথা গুরুদেবে কন॥
সেই দিন শ্রীমহেশ দেওয়ান তাঁহার।
কাটিতে পুকুর শক্তি-মূর্ত্তি পায় আর॥
তন্ত্র উক্ত প্রকরণে পঞ্চ মুণ্ড নিয়া।
দীর্ঘিকা দক্ষিণ ভাগে মন্দির গড়িয়া॥
কুম্ভচক্রে পঞ্চ মুণ্ডী বেদীর উপর।
পরাণ প্রতিষ্ঠা করি স্থাপিলা সত্বর॥
মহেশের প্রাপ্ত মূর্ত্তি উত্তর দেওয়ালে।
কিছু উচ্চে স্থাপিলেন রায় সেই কালে॥
মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিন শুভক্ষণ।
গুরু আজ্ঞামতে সাধনার আয়োজন॥

ভাগ্য নারায়ণ ভাগ্যে সেই শুভদিন ।
জন্মভূমি বংশ গোত্র করে পাপহীন ॥
বাসুকী গোত্রের ভাগ্যকুলের পাবক ।
শুকদেবে করিলেন উত্তর সাধক ॥
কুজবারে মৃত চণ্ডালের শব আনি ।
তান্ত্রিকী প্রথায় সিদ্ধ হইলা আপনি ॥
সিদ্ধ হৈল সাধনায় ভাগ্যনারায়ণ ।
প্রত্যক্ষ করিলা মায়ে অদ্ভুত কথন ॥
ভাগ্যেশ্বরী বলি নাম হইল মায়ের ।
সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল রায়ের ॥
রাজর্ষি সদৃশ রাজ্য করে মথিয়ায় ।
বাণিজ্যেতে বহু ধন লাভ করে রায় ॥
ভাগ্যেশ্বরী প্রাঙ্গনেতে পরছত্র দিলা ।
ষোড়শোপচারে পরে পূজা আরম্ভিলা ॥
পূজায় মহিষ বলি দিবার কারণ ।
নানাস্থানে বহুলোক করেন প্রেরণ ॥
অমাবস্যা কুজবার বেলা দ্বিপ্রহরে ।
সর্ব্বস্থান হতে লোক আইলেক ফিরে ॥
না পাইল মহিষ সকলে চিন্তান্বিত ।
ভাগ্যনারায়ণ স্থানে কহিতে শঙ্কিত ॥
দেওয়ান মহেশচন্দ্র সাহস করিয়া ।
বলিলা রায়ের কাছে সব বিবরিয়া ॥
উপবাসী রায় তবে উঠিলা তখন ।
ভাগ্যেশ্বরী মন্দিরেতে করিলা গমন ॥

দেখিলা পূজার আর সব আয়োজন ।
মহিষ অভাবে পূজা নহে আরম্ভন ॥
ভক্তিভরে মাতৃপদ নিরখিয়া রায় ।
পূজায় বসিতে তবে পুরোহিতে কয় ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা ব্রাহ্মণ তখন ।
করিতে লাগিলা ত্বরা পূজা আয়োজন ॥
রাশি রাশি ফুল রাখি হাতের দক্ষিণে ।
কোশাকুশি সম্মুখেতে বসিলা আসনে ॥
ধূপ গোগ্‌গুলের গন্ধে আমোদিত মন ।
ঝাঁজ ঘণ্টা নহবত হইল বাদন ॥
সিদ্ধ পুরুষের কিবা অসীম ক্ষমতা ।
সহসা মহিষ এক আইলেক তথা ॥
প্রকাণ্ড আকার তার শৃঙ্গ শোভে শিরে
চাহিতে তাহার দিকে ভয় পায় বীরে ॥
আতঙ্ক হরিষে লোক চারি দিকে ছুটে ।
ছুলিতে ছুলিতে আসে মন্দির নিকটে ॥
তবে রায় বাম হাতে ধরি শৃঙ্গ তার ।
কায়ায় জড়িত লতা করিলা উদ্ধার ॥
সে বিরাট শৃঙ্গ ছুটী লতা জড়াইয়া ।
পরছত্র স্তম্ভ মূলে রাখিল বান্ধিয়া ॥
নির্ব্বিঘ্নে করিয়া শেষে যজ্ঞ সমাপন ।
রাত্রি শেষে আসে রায় আপন ভবন ॥
প্রতি অমাবস্যা তিথি নিশি অনুসারে ।
ছাগ বলি বিধান করিলা চিরতরে ॥

বলি সনে ভোগ পাক অদ্যাপিও হয়।
বহু ভূমি দেবোত্তর মায়ে দেয় রায়॥
দেবল ব্রাহ্মণে করি ব্রহ্মোত্তর দান।
মাতৃ পূজা চিরতরে করিলা বিধান॥
ভোগের প্রসাদ এত সুমিষ্ট সুতার।
ভাষায় নাহিক শব্দ কি দিব বাহার॥
অমৃত অধিক উপাদেয় সে প্রসাদ।
তৃপ্ত হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচে পরমাদ।
লোচন বিনোদ দোঁহে দেবল ব্রাহ্মণ।
প্রত্যহ করিত পূজা মায়ের তখন॥
নিষ্করেতে ব্রহ্মোত্তর বাড়ী দিলা রায়।
মহামায়া তৃপ্তবড় তাদের পূজায়॥
তবে রায় বাসুদেব মন্দির গঠিল।
অন্তঃপুরে সুপ্রাসাদ পরে নিরমিল॥
দ্বিতল প্রাসাদ দেয় পূর্ব্বের পোতায়।
পশ্চিম উত্তর দুটী পোতা আচ্ছাদয়॥
অতি মজবুত সেই কোঠাত্রয় হৈল।
অন্তঃপুর চত্বর সুন্দর বানাইল॥
পরেতে বিরাট চণ্ডী মণ্ডপ রচিল।
তখন এদেশে চণ্ডী দালান না ছিল॥
পঞ্চ স্তুকরেতে শোভে সে মহামণ্ডপ।
অষ্টস্তম্ভ খিলানেতে করে ধপ্ ধপ্॥
কি সুন্দর কারুকার্য্য খ্যাত বাঙ্গলায়।
প্রাচীন স্থপতি বিদ্যা বিচিত্র দেখায়॥

মণ্ডপের মধ্যকক্ষ সুপ্রশস্ত অতি।
কি সুন্দর চিত্রকার্য্য বিরাজিছে তথি॥
পূর্ব্ব ও পশ্চিম ধারে দেওয়ালের কায়।
ডানা মেলি চারি পরি হাসি মুখে চায়॥
উত্তর বাজুর সেই অতি উচ্চ স্থান।
সিদ্ধি দাতা গণপতি আছে বিদ্যমান॥
চতুর্ভুজ করি-মুখ রক্ত বর্ণ কায়।
স্থূলোদর কৃপাকরি বিরাজে তথায়॥
এ কক্ষের দুই দিকে দোতালা কুঠরী।
বিরাট অলিন্দ শোভে স্তম্ভ মুখে করি॥
দক্ষিণে দ্বাবিংশ স্তম্ভ আঠার উত্তরে।
খিলানেতে কারুকার্য্য আছে থরে থরে॥
সম্মুখে বিরাট রক সহ সিঁড়ি গণ।
তাহার সম্মুখে শোভে বিশাল প্রাঙ্গন॥
বঙ্গাব্দের বারশত একত্রিশ সালে।
আটত্রিশ মকর জুড়ে বাহির দেওয়ালে॥
সে মকর মুখ গুলি ধূসর বরণ।
শিল্পী যশোগুণ গান গায় অনুক্ষণ॥
যশোহর অন্তঃপাতী অভয়া নগর।
অক্রুর নামেতে রাজ তথা তার ঘর॥
অভয়ার মণ্ডপ অক্রূর নিরমিল।
বঙ্গাব্দের উক্ত বর্ষে সম্পূর্ণ হইল॥
চত্বর পশ্চিম ভাগে নিরমে দেউড়ী।
কালীঘাট হ'তে রায় দেখে আসি বাড়ী॥

দীপালোকে নিশাকালে দেখি কক্ষদ্বয় ।
তখনই শিল্পীগণে ভাঙ্গিবারে কয় ॥
পাইয়া রায়ের আজ্ঞা অক্রূর সত্বর ।
নির্ম্মিত দেউড়ী কক্ষ ভাঙ্গে অতঃপর ॥
অভিনব চিত্র আঁকি দেখাইলা রায় ।
নিয়মে অক্রূর ছাত নূতন প্রথায় ॥
সারি সারি স্তম্ভ শীর্ষে খিলান রচিল ।
বিবিধ প্রকার ছবিখিলানে আঁকিল ॥
কোন স্থানে অশ্বারোহী যাইতেছে ছুটি ।
কোন স্থানে সিংহ ব্যাঘ্র আছে ভূমি লুটি ॥
কোন স্থানে উড়ে পরী রূপের গরবে ।
ধাইছে কোথাও গজ প্রচণ্ড আহবে ॥
প্রাণীর সৌন্দর্য্য সার কোথা পাখীগণ ।
পক্ষমেলি গগনেতে করে বিচরণ ॥
ফুট অফুটস্ত পুষ্প রূপরাশি নিয়া ।
কোথা বিরাজিছে তরু লতা জড়াইয়া ॥
হেন মতে কারুকার্য্য করি সমাপন ।
ছাতের উপরে রেল করিলা গঠন ॥
বিংশতি অধিক শত নিরমি কলস ।
স্থাপিয়া অক্রূর রেলে লভিলেক যশ ॥
শ্রীবিষ্ণু মণ্ডপ মুখে বৈঠকখানা তরে ।
রচিল প্রকোষ্ঠ এক অক্রূর সত্বরে ॥
সন্তুষ্ট হইয়া রায় অক্রূরের পরে ।
প্রসাদ দিলেন পরে হেন শিল্পী করে ॥

ছোট রাজবাড়ী বলি পুরীখ্যাত হৈল।
অক্রুর দানব ময় তুল্য নিরমিল॥
দুইটী দীর্ঘিকা পুনঃ করিতে খনন।
বহুব্যয় করিলেন ভাগ্য নারায়ণ॥
সে দীর্ঘিকা সম স্বাদু জল না হইল।
তথাপি দেশের জল কষ্ট নিবারিল॥
ক্রয় বিক্রয়ের রায় সুবিধার তরে।
বহু ব্যয়ে হাট মিলাইলা তালেশ্বরে॥
ব্যবসায়ী দোকানীরা অর্থে বশ হ'য়ে।
দোকান সাজায় তারা বন্দর ভরিয়ে॥
প্রতি শনি কুজবারে হাট মিলে তথা।
বহুদূরদেশে জানে সে হাটের কথা॥
অদ্যাপি মিলিছে হাট পূর্ব্ব প্রথামত।
প্রতি হাটে উঠে সাংসারিক পণ্য যত॥
এ অভাব দূর করি ভাগ্য নারায়ণ।
পুত্রদের বিবাহেতে করিলা মনন॥
ইতি পূর্ব্বে তনয়ায় বিবাহেতে রায়।
বহু ভূমি বৃত্তি দিয়াছিলা জামাতায়॥
শ্রীমতী রতনমণি দুহিতা রায়ের।
কাশীঘোষ পুত্র তেওজ দোজ কুলীনের॥
সপর্য্যায় সম্প্রদান করিলেন তিনি।
অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা শ্রীরতনমণি॥
হর গৌরী মিলন হইল উভয়ের।
গৌরী দান তুল্য ফল হইল রায়ের॥

তালা খলিসাখালি গ্রামে বাস জামাতার।
বিবিধ তৈজস দেন সহ তনয়ার॥
শ্বশুরালয়েতে কন্যা করিল গমন।
সঙ্গেতে দিলেন রায় দাস দাসীগণ॥
তার কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ তনয়ের।
করিলেন আয়োজন শুভ বিবাহের॥
মহেন্দ্র মহেন্দ্র তুল্য পূর্ণ রূপ গুণে।
সতত প্রফুল্ল চিত্ত বিনা আভরণে॥
সরল উদার মন নির্লিপ্ত সংসারে।
মায়া বদ্ধ করিবারে এহেন কুমারে॥
বহুস্থানে কুলাচার্য্য পাঠাইলা রায়।
যোগ্যপাত্রী খুঁজি সদা ঘটকে বেড়ায়॥
শেষে থানাকুল কৃষ্ণ নগরেতে ধাম।
কুলীন সহজ মুখ্য জগমোহন নাম॥
বসু বংশে জন্ম তাঁর শিষ্ট সদাচারী।
আছিল তাঁহার কন্যা অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
ব্রহ্মময়ী নাম তাঁর সাবিত্রী সমান।
হেন কন্যা শ্রীমহেন্দ্রে করে সম্প্রদান॥
ব্রহ্মময়ী শুক্ল পুত্র উপবীত দিয়া।
রাখিলেন কীর্ত্তি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিয়া॥
ভাগ্যেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিম সীমায়।
শিবের মন্দির দিয়া খ্যাতা মহিমায়॥
ভোগের প্রকোষ্ঠ শেষে করান নির্ম্মাণ।
পঞ্চাগ্নি নামেতে যজ্ঞ করে সমাধান॥

একটী দীর্ঘিকা তিনি উৎসর্গ করিলা।
সর্ব্বজয়া আদি কত ব্রত করেছিলা॥
ভাগ্যের কনিষ্ঠ সুত শ্রীরাধামোহন।
সতত কর্ম্মেতে লিপ্ত বুদ্ধি বিচক্ষণ॥
কর্ম্ম বিনা মুহূর্ত্তও নারেন থাকিতে।
এ হেন অক্লান্ত-কর্ম্মা জন্ম ধরণীতে॥
হেন কর্ম্মযোগী তরে কন্যা খুঁজে রায়।
কুমার কন্দর্প তুল্য যার শোভে কায়॥
শ্রীগোবিন্দ বসু রাধা নগরেতে বাস।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে প্রকাশ॥
তাঁর কন্যা রূপে শচী নাম ইন্দ্ররাণী।
সপর্য্যায় প্রতিসরণ করিলেন আনি॥
একদিন ভাগ্য নারায়ণে নিমন্ত্রণ।
করেন কেবল বসু আহার কারণ॥
শ্রীকেবলকৃষ্ণবসু বাস মথিরায়।
দেবরাণী সপত্নীর সুন্দর তনয়
দেবরাণী প্রেমরায় দ্বিতীয়া তনয়া।
বিবাহে নিস্কর বাটী পাইলা মথিরা॥
তাঁহার সপত্নী-সুত কেবলকৃষ্ণ নাম।
নিমন্ত্রিয়া ভাগ্য নারায়ণে নিলা ধাম॥
জল কষ্ট দেখি তথা ভাগ্য নারায়ণ।
কেবলে নিস্করে ভূমি দিলেন তখন॥
বাটীর সংলগ্ন ভূমি পাইয়া কেবল।
ভাগ্য নারায়ণ হেতু হৈল জল-স্থল॥

পরগণে গোবিন্দপুরে কিছু ভূমি রায় ।
কেবলেরে তালুক করিয়া দেন তায় ॥
একদিন শুন সবে অদ্ভুত কথন ।
সন্ন্যাসী আইল এক হ'তে বৃন্দাবন ॥
চন্দ্রনাথ যাবে বলি হইল অতিথি ।
ভাগ্য নারায়ণ সহ পরম পিরীতি ॥
বাসুদেব মন্দিরের অলিন্দায় বসি ।
তোলক প্রমাণ বিষ ফেলায় গরাসি ॥
কালকূট পান করি আরক্ত লোচন ।
ততোধিক পান করে ভাগ্য নারায়ণ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সে নিশীথে দেখিলা স্বপন ।
বাসুদেব কহিছেন মধুর বচন ॥
শুন তোর ভাই আজ হয়ে হতজ্ঞান ।
সন্ন্যাসীর তুল্য করিয়াছে বিষ পান ॥
ভয়ঙ্কর কালকূট অত্যন্ত দুর্জ্জয় ।
তাহার পরশ মাত্র জীবন সংশয় ॥
হয়েছে সন্ন্যাসী তথা হতে অন্তর্ধান ।
ভাগ্য নারায়ণ আছে হইয়া অজ্ঞান ॥
সুসিদ্ধ পুরুষ বলি জীয়ে এতক্ষণ ।
নহে কিসে সেই বিষে থাকিত জীবন ॥
কণ্ঠনালী আমি চাপি রাখিয়াছি তার ।
পাকস্থলী মাঝে বিষ না যাইবে আর ॥
সন্ন্যাসী অভ্যাস যোগে করে বিষ পান ।
অবোধ হইয়া ভাগ্য খাইল সমান ॥

শীঘ্র যাহ তুলি লহ ভাইকে এখন ।
বসাইবা মাত্র তার হইবে বমন ॥
বমনেতে কালকূট হইবে বাহির ।
বিষ বাহিরিলে ভাগ্য হইবে সুস্থির ॥
আমার মন্দিরে তুমি যাওহে ত্বরায় ।
দেখিতে পাইবে ভাগ্যে তার অলিন্দায় ।
হেন স্বপ্ন বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিয়া জাগিলা ।
দ্রুতপদে বাসুদেব মন্দিরে চলিলা ॥
দেখিলা অজ্ঞান ভাগ্য পড়ি অলিন্দায় ।
তুলিবা মাত্রেতে বমি করিলেন রায় ॥
রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী দুর্ব্বল শরীর ।
বাহিরিল কালকূট হইলা সুস্থির ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া করিলেন তিরস্কার তারে ।
ধীরে ধীরে চলিলেন শয়ন মন্দিরে ॥
পরে জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথিতে ।
শিবানী স্বর্গেতে যান গম্ভীর নিশিতে ॥
ধর্ম্মপত্নী শোকে রায় হইলা কাতর ।
শ্রাদ্ধে বহু ব্যয় করিলেন অতঃপর ॥
ভাদ্র মাস অমাবস্যা মহালয়া দিনে ।
ইন্দ্ররাণী স্বর্গে যান অতি শুভক্ষণে ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের ভার্য্যা হইলেন গত ।
শ্রাদ্ধাদিতে ব্যয় রায় করে প্রথামত ॥
পুনঃ পুত্রে পরিণয় দিবার কারণ ।
কোন্নগরে কুলাচার্য্য করিলা প্রেরণ ॥

মিত্র শ্রীতিলকচন্দ্র সুমুখ্য কুলীন।
কন্যা তার জগদম্বা সুশ্রী সর্ব্বাঙ্গীন॥
শ্রীরাধামোহনে জগদম্বা দিলা দান।
ভূমি বৃত্তি তিলকেরে করিলা প্রদান॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রের জন্মিল নন্দন।
পৌত্রমুখ দেখি রায় বড় সুখী হন॥
পৌত্র মুখ দেখি রায় প্রফুল্ল অন্তরে।
ধরায় রাখিলা কীর্ত্তি সেই সে বৎসরে॥
শ্রীআনন্দ লাল নাম রাখেন তাহার।
হইল মধিয়া ধন্য জনমে ইঁহার॥
আনন্দের শুভ জন্ম হৈল যে বৎসর।
মধিয়াও ধর্ম্মক্ষেত্রে হৈল রূপান্তর॥
দ্বিতীয় পৌত্রের মুখ দেখিলেন আর।
ভূমিষ্ঠ হইল এক সুত শ্রীরাধার॥
জগদম্বা উদরেতে জন্মিল নন্দন।
রূপে কামদেব তুল্য মদন মোহন॥
আনন্দের মুখ রায় হেরি নিরবধি।
প্রত্যহ দিতেন এক টাকা করি বিধি॥
দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপে রায়।
প্রত্যহ আনন্দে টাকা দিতেন উদায়॥
মদন মোহন মাতা জগদম্বা সতী।
মাঘী পূর্ণিমায় স্বর্গে করিলেন স্থিতি॥
কনিষ্ঠ পুত্রের পুনঃ বিবাহ কারণ।
ভবানী ঘোষের কন্যা করে আনয়ন॥

ছবিরকাঠিতে বাস বংশজ প্রধান।
তাঁর সনে ক্রিয়া করি করিলা সম্মান॥
শ্রীমতী করুণাময়ী ভবানীর সুতা।
শ্রীরাধা মোহন সনে হন পরিণীতা॥
কত দিনে কন্যা হয় করুণাময়ীর।
শ্রীরাজকুমারী নাম করিলেন স্থির॥
মার্গশীর্ষ সিত পক্ষ তিথি যে তৃতীয়া।
চলিলা করুণাময়ী কন্যাকে ফেলিয়া॥
স্বর্গেতে করুণাময়ী করিলে গমন।
প্রথামত শ্রাদ্ধ কার্য্য করি সমাপন॥
পুনরায় কনিষ্ঠের বিবাহ কারণ।
মাছনায় ঘটকেরে করিলা প্রেরণ॥
শ্রীগুরুচরণ ঘোষ কুলীন সে জন।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন॥
গৌর মোহিনী নামে তনয়া সুন্দরী।
গ্রহণ করিলা রায় তাঁরে বধূ করি॥
কতদিনে তাঁর গর্ভে জন্মিল সন্তান।
শ্রীগোপী মোহন নাম রূপেতে বাখান॥
দ্বিতীয় কুমার বধূ করিলা প্রসব।
তাঁর জ্যোতিঃ চন্দ্র দ্যুতি করে পরাভব॥
শ্রীচন্দ্রমোহন তাঁর নাম রাখিলেন।
গণিতে পণ্ডিত তিনি হইয়া ছিলেন॥
জ্যোতিষে অঙ্কেতে তিনি ছিলেন তৎপর।
বিখ্যাত ছিলেন যে দ্বিতীয় শুভঙ্কর॥

বন্দুকে অব্যর্থ হাত সাহস দুর্জ্জয়।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সদা প্রশান্ত হৃদয়॥
বিবাহের যোগ্য হন শ্রীআনন্দ লাল।
সদালাপি বিচক্ষণ প্রতাপ বিশাল॥
হেরি তাঁর বিবাহের উপযুক্ত কাল।
প্রেরিলেন কুলাচার্য্যে জঙ্গল বাদাল॥
সুমুখ্য কুলীন জয়দেব বসু নাম।
সারদা তাঁহার কন্যা রূপে অনুপম॥
সেই কন্যা আনি রায় পৌত্রে বিয়া দিলা।
সে বিবাহে বহুতর ব্যয় করেছিলা॥
রামনবমীতে তাঁর হইল নন্দন।
রামলাল বলি নাম রাখিলা তখন॥
প্রপৌত্র মুখদেখি সুখী হৈলা রায়।
ব্যাপৃত থাকেন সদা আহ্নিক পূজায়॥
মহেন্দ্রের আর এক জন্মিল নন্দন।
আনন্দের সহোদর নন্দলাল হন॥
পরে মহেন্দ্রের হয় একটী নন্দিনী।
রাখিলা তাহার নাম শ্রীবিন্দুবাসিনী॥
আনন্দ দ্বিতীয় সুত জন্মে তদন্তরে।
হরলাল নাম তাঁর রাখিলেন পরে॥
রাধা মোহনের হৈলা দ্বিতীয়া ঝিয়ারী।
নাম রাখিলেন তাঁর নবীন কুমারী॥
আনন্দের জন্ম বর্ষ খ্যাত মহিমায়।
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি ভাগ্য বাঙ্গলায়॥

বঙ্গাব্দের বার শত দ্বাবিংশ বরষে।
স্থাপিলা অক্ষয় কীর্ত্তি শ্রীভাগ্য হরষে॥
সিদ্ধ পুরুষের মহা সাধনার বলে।
হইল মঘিয়া ভূমি তীর্থ মহীতলে॥
সিদ্ধি-স্মৃতি-মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি।
ভাগ্যেশ্বরী মন্দিরের কাছে নদী তথি॥
সেই স্মৃতি রক্ষা হেতু তিথি অনুসারে।
মঘিয়ার তীর্থে স্নান করে বহু নরে॥
বারুণী স্নানের দিন দূর দেশ হতে।
বহু নরনারী আসে মঘিয়া তীর্থেতে॥
পাঁচ ছ হাজার লোক ভৈরবের তীরে।
ভাগ্য অনুগ্রহে আসি স্নান করে নীরে॥
প্রতি বরষেতে ঐ তিথি অনুসারে।
বহু লোক সমাগম মায়ের মন্দিরে॥
এই উপলক্ষে রায় বহু অর্থ দিয়া।
রাখিলা অক্ষয় কীর্ত্তি মেলা মিলাইয়া॥
ঢাকা বরিশাল ঝালকাঠি যশোহর।
কলিকাতা হ'তে আসে দোকানী বিস্তর॥
শাঁখারী কাঁসারী মুদি ময়রা বাহালী।
বেনে মনোহারী যুগী কুম্ভকার মালী॥
জালিয়া সেকরা মুড়ি চূনো কাটুরিয়া।
বেতো মুচি মালাকর পান্তে পাথুরিয়া॥
কাপুড়িয়া কাঠুরিয়া বারুই নিকারী।
বেবাদিয়া মাদুরিয়া ডাউলের বেপারী॥

বাওয়া চাটাই শুষ্ক সুপারি বেচুনি।
তরকারী তিন্তিড়ী ধনে চাউল দোকানী ॥
ঢোল ডুগি পাখোয়াজ তবলা মৃদঙ্গ।
ইত্যাদি বিক্রেতা আসে কর্ম্মকার সঙ্গ ॥
তামাসাওয়ালা বহু গণিকার সহ।
অপবিত্র আমোদেতে মত্ত অহরহ ॥
সার্দ্ধাধিক দ্বিসহস্র দোকানী আসিয়া।
সাংসারিক পণ্য যত বিকায় বসিয়া ॥
দলে দলে চলে লোক মেলা দেখিবারে।
কি আমোদে পূর্ণ গ্রাম মাসেকের তরে ॥
কল্পবৃক্ষ সম ভাগ্য মেলা মিলাইলা।
অর্থ বিনিময়ে পায় যে যাহা চাহিলা ॥
মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিন শুভক্ষণ।
সেই দিনে সিদ্ধ হন ভাগ্য নারায়ণ ॥
সাধনার সিদ্ধি স্মৃতি জগতে রাখিলা।
ধর্ম্মক্ষেত্র করি গ্রামে তীর্থ নিরমিলা ॥
অদ্যাপি সে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিনে।
মথিয়ার তীর্থস্নানে আসে বহু জনে ॥
অধিকাংশ দোকানীকে অর্থ দিয়া রায়।
রক্ষক নিযুক্ত করি আনিতা মেলায় ॥
দস্যুভয়ে জলপথে বণিক বেপারী।
দূর দেশ হতে তারা না করে গোঁহারি ॥
এ কারণ সুরক্ষক দিয়া বহুতর।
বহুত বন্দর হতে আনিতা বহর ॥

হইল বার্ষিক মেলা ভাগ্যেশ্বরী ক্ষেত্রে।
শ্রাদ্ধ হেতু সরবত রাখে পরছত্রে॥
স্বাদু সরবত আর ডাব নারিকেল।
সুশীতল বারি রাখে পানা করিবেল॥
সহস্র সহস্র লোক পিয়ে অবিরত।
পরছত্রে জলছত্র দেয় এই মত॥
মাস ব্যাপী মেলা কালে জল ছত্র দিয়া।
কত তৃষার্ত্তের নিতি জুড়াতেন হিয়া॥
বিদেশী দোকানী যত আসিত মেলায়।
ভোজন করিত তারা ভাগ্যের আলয়॥
মাসাবধি এইরূপ প্রত্যেক বরষে।
বহু ব্যয় করিতেন মনের হরষে॥
অনেক রক্ষক থাকি সেই মেলাস্থলে।
দিবা নিশি শান্তিরক্ষা করিত সকলে॥
ভাগ্যেশ্বরী পদে মেলা উৎসর্গ করিয়া।
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি ভুবন ভরিয়া॥
তখন না ছিল আর মেলা এই দেশে।
ভাগ্যেশ্বরী মেধে মেলা অদ্যাপিও ঘোষে॥
ভাগ্যেশ্বরী ক্ষেত্রে গেল ভৈরব মরিয়া।
কাঠালিয়া গ্রামে মেলা চলিল উঠিয়া॥
বার শ আটষট্টি সালে এ পরিবর্ত্তন।
করেন আনন্দলাল সহ ভ্রাতাগণ॥
বারশত উননব্বুই পৌষের তিরিশে।
দুই বাটী জমিদার একত্রে শেষে॥

চারি আনা মেলা পায় সাড়ে আট আনী।
সেখ মাটীয়া বাটোয়ারা সে একরার খানি॥
ভাগ্য নারায়ণ হাত এই দেশে খ্যাত।
বাইশ ইঞ্চি পরিমাণ হয় সেই হাত॥
পরগণার প্রচলিত নল সেই হাতে।
কুপ বাপী তড়াগাদি মাপ হয় তাতে॥
লোকে গৃহ নির্ম্মাণেতে সেই হাত মাপে।
অতি দীর্ঘাকার তিনি বিখ্যাত প্রতাপে॥
নিশায় একাকী সদা করিতা শয়ন।
একদিন শুন সবে অদ্ভুত কথন॥
দেবল লোচনাখ্যায় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
অপঘাতে মৃত্যু তার হয়েছে তখন॥
প্রেত আত্মা আসি তায় ডাকিছে নিশীথে।
ভাগ্য আজ্ঞা করে তারে গৃহে প্রবেশিতে॥
কাতরে সন্ন্যাসী তবে বলিল বচন।
বড় কষ্টে দিন মোর কাটিছে রাজন॥
পিচ্ছিল জলৌকাগণ আছে অঙ্গবেড়ি।
যন্ত্রণা করহ মুক্ত মোর তাড়া তাড়ি॥
ভাগ্য নারায়ণ তবে বলেন বচন।
যদি দেখা দিতে পার সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ॥
তবে তব মুক্তি তরে পাঠাব গয়ায়।
শুনি প্রেত আত্মা তাঁরে স্বকায়া দেখায়॥
অতি দীর্ঘাকার মূর্ত্তি সলোম শরীর।
পিচ্ছিল জলৌকা গাত্রে বহিছে রুধির॥

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি দেখা দিয়া কয়।
আমার এ মূর্ত্তি দেখি পাইলা কি ভয়?
ভাগ্য বলে ভয় কারে বলে নাহি জানি।
আজীবন আমার যে নির্ভীক পরাণি॥
দাসী এক সঙ্গোপনে দেখি ব্রহ্মদৈত্য।
চীৎকার করিয়া দেই হারায় সম্বিত॥
বহুতর লোক তবে আসিল সে স্থলে।
ভাগ্য আজ্ঞা ক্রমে ভূত তথা হৈতে চলে॥
পরে রায় অর্থব্যয়ে গয়ায় পাঠায়।
লোক দিয়া পিণ্ড দেন শ্রীবিষ্ণুর পায়॥
মুক্ত হৈলে যন্ত্রনায় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
প্রত্যক্ষ করেছে যারা বলেছে বচন॥
বারশত উনত্রিশ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠে।
এগার তারিখে তিনি আর তাঁর জ্যেষ্ঠ॥
জমিদারী তরে এক করেন একরার।
তাহে ভাগ্য পাইলেন দহেজ দুবার॥
প্রেমরায় জমিদারী সাড়ে আট আনা।
পাইলেন ভাগ্য আর সাড়ে সাত আনা॥
অসুস্থ হইয়া ভাগ্য গঙ্গা যাত্রা কৈলা।
কুল্‌টীর ঘাটে আসি শরীর ত্যজিলা॥
বারশত আটচল্লিশ বঙ্গাব্দ শ্রাবণে।
অসিত তৃতীয়া তিথি দিন শুভক্ষণে॥
দেহত্যাগ করি রায় স্বর্গে চলি যান।
ভূতলে অতুল্য কীর্ত্তি করিয়া স্থাপন॥

রাধা মোহনের পত্নী গৌর মোহিনী।
কত দিনে দেহ ত্যাগ করিলেন তিনি॥
পরে কত দিনে তবে শ্রীরাধা মোহন।
সিদ্ধ মৌলিকের কন্যা করিলা গ্রহণ॥
কাঠাল তলায় বাস শ্রীরাম কুমার।
গুহ বংশে জনমিলা পুরুষ সুন্দর॥
তাঁহার দুহিতা সতী শ্রীহর মোহিনী।
রাধা মোহনের তিনি হলেন ভামিনি॥
ভূমি বৃত্তি দিলা রায় রামকুমারেরে।
তাহে গুহ তুষ্ট বড় হইলা অন্তরে॥
দেব দ্বিজ পদে সদা ভক্তি হৃদে গণি।
দীর্ঘিকা উৎসর্গ করে হর মোহিনী॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা চারিটী নন্দন।
শৈশবে একটী পুত্র ত্যজিলা জীবন॥
মোহিনী মোহন আর উপেন্দ্র মোহন।
রজনী মোহন নামে ভ্রাতা তিন জন॥
পরস্পর ভ্রাতৃভাব অতুল ধরায়।
মোহিনী মোহন খ্যাত উদ্যম চেষ্টায়॥
কি অধ্যবসায় তাঁর জলন্ত উৎসাহ।
বিষয় কর্ম্মেতে লিপ্ত ছিলা অহরহ॥
নিরলস ন্যায় নিষ্ঠ অল্পভাষী অতি।
সতত কর্ম্মেতে লিপ্ত ধর্ম্মপ্রিয় অতি॥
উপেন্দ্র মোহন তিনি শঙ্কর সমান।
পর উপকার তরে উৎসর্গিত প্রাণ॥

সংসারে নির্লিপ্ত সদা পর দুঃখ তরে।
ভ্রমন করিতা যত দীন প্রজা ঘরে॥
অর্থ দিয়া দীন দুঃখ করিতা মোচন।
ঔষধ প্রদানে রোগ করিতা বারণ॥
সর্পদষ্ট রোগী দিগে ধন্বন্তরী প্রায়।
মুমূর্ষু রোগীকে তিনি বাঁচাইতা তায়॥
সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত অতি বলবান।
নিষ্পাপ অন্তর সদা শিবের সমান॥
ভীম তুল্য ভ্রাতৃ ভক্ত অগ্রজ নফর।
দীন গৃহস্থের পিতা, সাধু সহচর॥
অক্রোধী অজাত-শত্রু সদা শিষ্টাচার।
হাসি মুখে সকলের সনে ব্যবহার॥
তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনী মোহন।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় দক্ষ যোগীন্দ্র সুজন॥
নির্লিপ্ত বিষয় কাজে শাস্ত্র আলোচনা।
আধ্যাত্মিক তত্ত্বে মগ্ন ধীর গবেষণা॥
তান্ত্রিকী দীক্ষায় শেষে আত্ম-শুদ্ধি করি।
ইষ্টলাভ করেছিলা সাধনা বিস্তারি॥
চারি সহোদরা জন্মে এ মহাত্মাদের।
শৈশবে তিনটী ক্রোড়ে চলিলা কালের॥
জ্যেষ্ঠা পদ্ম কুমারী সে পদ্মিনী সমান।
রূপে গুণে পিতা মাতা বড় শান্তি পান॥
প্রসন্ন ও স্বর্ণলতা আর এক ভগিনী।
শৈশবে তিনটী বোন্ ত্যজিলা পরাণি॥

শ্রীরাধা মোহনের জ্যেষ্ঠা সুতা তায়।
রায়েরকাঠিতে বাস রতন আখ্যায়॥
মিত্র বংশে জন্ম তাঁর কুলীন কোমল।
রাজ কুমারীর সনে মিলন হইল॥
কবিলপাড়ায় শুঁড়ি সহজ কুলীন।
শ্রীহরিশ চন্দ্র মিত্র বুদ্ধিতে প্রবীণ॥
তাঁকে আনি সম্প্রদানে নবীন কুমারী।
শ্রীরাধা মোহন তুষ্ট এই ক্রিয়া করি॥
পদ্মকুমারীর শেষে হয় পরিণয়।
শ্রীরাস বিহারী মিত্র কোমল আখ্যায়॥
রায়ের কাঠিতে বাস রূপবান অতি।
পদ্মিনী সমান পদ্মকুমারীর পতি॥
মদন মোহনে শেষে দেন পরিণয়।
নৈহাটী শ্রীরামপুর বাসী সেই হয়॥
শ্রীমহেশ চন্দ্র বসু তনয়া সুন্দরী।
মদনের পত্নী তিনি নাম কাশীশ্বরী॥
তাঁর গর্ভে দুই সুতা দুইটী নন্দন।
শ্রীদেবেন্দ্র জ্যেষ্ঠ শেষ শ্রীক্ষেত্র মোহন॥
ভুবন শ্রীবিশ্বেশ্বরী দুই কন্যা তার।
এর পরে বিবাহ হইল দোঁহাকার॥
গোপী মোহনের পরে বিবাহ দিলেন।
আকাল পৌষ হইতে কন্যাটী আনেন॥
শ্রীগোপাল চন্দ্র বসু মল্লিক আখ্যায়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুল গণনায়॥

নৃত্যকালী নামে কন্যা রূপে আলো করে।
হেন কন্যা গোপী মোহনের দিলা করে॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা দুইটী নন্দন।
শ্রীহরপ্রতাপানল শ্রীইন্দ্র ভূষণ॥
পরোপকারক হরপ্রতাপ অনল।
গানবাদ্যে দক্ষ ইন্দ্র স্বরটী কোমল॥
চন্দ্রমোহনের পরে বিবাহ হইল।
শ্রীনব কুমার বসু তনয়া আনিল॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন।
জঙ্গল বাদালে বাস বিনয়ী সুজন॥
ইন্দ্রাণী নামেতে কন্যা শচীর সমান।
হেন কন্যা চন্দ্র মোহনেরে করে দান॥
এক কন্যা প্রসবিলা মাত্র সে ইন্দ্রাণী।
ক্ষীরোদা সুন্দরী নামে রূপে গুণে বাণী॥
শৈশবে ত্যজিয়া সুতা চলিলা ইন্দ্রাণী।
স্বর্গে যান স্বামী পদে মাগিয়া মে লানি॥
পুনর্ব্বার বিবাহ দিলেন তনয়ের।
বিশ্বেশ্বরী নামে কন্যা জঙ্গল্ বাদালের॥
শ্রীগোবিন্দ বসু সুতা বহু গুণ যুতা।
বড় লজ্জাশীলা মুখে নাহি কোন কথা॥
তাঁর গর্ভে পরে জন্মে অনেক সন্তান।
হীরালাল, শুকলাল বিখ্যাত ধীমান॥
শ্রীকেশব লাল তাঁর তৃতীয় নন্দন।
মধ্যিমা প্রথম বি, এল্ হইলা সে জন॥

ইংরাজী ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন অতি।
পরিশ্রমী কার্য্যদক্ষ কর্ম্মে লিপ্ত মতি॥
কাদম্বরী শশী লক্ষ্মী তনয়া জন্মিলা।
অকালে কালের গ্রাসে শশী চলি গেলা॥
মহেন্দ্র রায়ের সুতা সে বিন্দু বাসিনী।
উত্তর পাড়া রাম লাল বসুর গৃহিনী॥
কুলীনে কোমল মুখ্য সেই বসু হয়।
তার সনে বিন্দুবাসিনীর বিভা হয়॥
আনন্দ লালের পুত্র হইলেক আর।
শ্রীবসন্ত নেত্র লাল রূপের বাহার॥
সারদা সুন্দরী শেষে ত্যজিলা জীবন।
হরিঘোষ কন্যা পরে করেন গ্রহণ॥
শ্রীহরি মোহন ঘোষ বাবুটীয়া ধাম।
কুলীন সহজ মুখ্য পূর্ণ গুণ গ্রাম॥
তাঁর গর্ভে জন্মে পরে কুমার কুমারী।
শ্রীরাম রঙ্গিনী, বিধু, শ্রীনব সুন্দরী॥
জ্যোতিরিন্দ্র কুঞ্জলাল দুই ভাই আর।
জনমিলা ক্রমে সবে গর্ভেতে ইহাঁর॥
নন্দলালে নবকান্ত মিত্র সুতা আনি।
মহেন্দ্র দিলেন বিয়া থাকিয়া আপনি॥
রায়ের কাঠিতে বাস সে নব কান্তের।
কুলীন কোমল মুখ্য টেকা সমাজের॥
প্রসন্ন কুমারী নামে তাঁহার দুহিতা।
অমৃত লালের তিনি হইলেন মাতা॥

দুই পুত্র ভিন্ন আর তনয়া জন্মিল।
রমণী মোহিনী নাম উভয়ে রাখিল॥
শ্রীরাধা মোহন চক রাখে বাদাবন।
টাটীয়া বুনিয়া নামে জমি অগণন॥
আসমুদ্র সেই চক রাখিলা নিষ্কর।
নিরানব্বুই বৎসর পরে বসিবেক কর॥
হেন বন্দোবস্ত করি হাজারে হাজার।
আবাদের তরে টাকা ঢালে অনিবার॥
লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করি পায় ফল।
মগ আনি কাটাইল কতেক জঙ্গল॥
সহস্র অধিক মগ আবাদে বসিল।
যেমন সর্দ্দারে শেষে ব্যাঘ্রেতে লইল॥
এক রাত্রে পলাইয়া গেল মগ গণ।
উঠিত জমিতে পুনঃ হল বাদাবন॥
চর্চ্চিতে আইলা যবে সে কমিসনর।
রাধা মোহনের সনে হয় কথান্তর॥
সহজে তখন রায় বন্দোবস্ত ছাড়ি।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তবে আসিলেন বাড়ী॥
সন্ন্যাসীর চক ছিল মহেন্দ্র রাধার।
সে বাদাও হাতছাড়া হইল আবার॥
দোঁহাকার পুত্র দুই আনন্দ মদন।
অত্যাচার করি প্রজা করিলা পীড়ন॥
প্রপীড়িত হয়ে প্রজা সন্ন্যাসী ছাড়িল।
এরূপে আবাদ তবে হস্তচ্যুত হৈল॥

অকালে মদন শেষে ত্যজিলেন কায়।
বিষয়েতে বীতস্পৃহ রাধা হৈলা তায়॥
সতত পুস্তক লিখি যাপিতেন দিন।
ক্রমে ক্রমে কলেবর হইলেক ক্ষীণ॥
স্বরচিত আছে এক কবিতা তাঁহার।
অবিকল নিয়ে তাহা লিখিলাম আর॥
"একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের তিথীর বিবরণ।
শরণার্থে তাহার করিব নিরূপণ॥
পিতামহ মহাশয় হলে স্বর্গবাস।
দশমী অসীত পক্ষ তাহে ভাদ্রমাস॥
পিতামহী দেহ পরিবর্ত্ত শুভক্ষণে।
ফাল্গুণী পঞ্চমী কৃষ্ণা দোল যাত্রা দিনে॥
পিতা ঠাকুরের হৈল স্বর্গেতে গমন।
শ্রাবণী তৃতীয়া সীতেতর শুভক্ষণ॥
জননী স্বর্গেতে যান মৃত্যু উপলক্ষ।
জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বাদশী তিথিতে সীতপক্ষ॥
সাশুড়ির সেবা হেতু বধূর গমন।
ভাদ্রী অমাবস্যা মহালয়া শুভক্ষণ॥
আর বধূ গমন করিলা তদন্তর।
মাঘী পূর্ণিমাতে ক্ষিতি স্বর্গের উপর॥
তৃতীয় বধূর যাত্রা অতি শুভক্ষণ।
মার্গশীর্ষ শীতপক্ষ তৃতীয়া শোভন॥
মাতা বিমাতার গতি জানিয়া কারণ।
কোজাগারে পিতৃবাটি চলিলা মদন॥

জানিহ সকলে সার অসার সংসার।
দেহ পরিবর্ত্ত হয়্যা কবে হব পার॥”
পরে দেহ ত্যাগ করে দ্বিতীয় নন্দন।
অকালে চলিলা ছাড়ি শ্রীগোপী মোহন॥
দশদিন হৃদে ধরিলেন সেই শোক।
মধু পূর্ণিমায় চলি গেলা ইন্দ্রলোক॥
বঙ্গাব্দের বারশত পয়সট্টি সালে।
চৈত্র পূর্ণিমায় প্রাণ ত্যজে সন্ধ্যাকালে॥
কোম্পানি বিঘার মাপে তিন বিঘা স্থান।
ইষ্টক প্রাচীরে বাড়ী করিলা নির্ম্মাণ॥
নহবত খানা তুলে দীঘি কাটে দুটী।
ভূতলে রাখিলা কীর্ত্তি করি পরিপাটী॥
কি সুন্দর হস্তলিপি তাঁহার আছিল।
দুই শত শাস্ত্র পুঁথি নকল করিল॥
জমিদারী কার্য্যে ছিলা অতি বিচক্ষণ।
স্থির ধীর নীতিশালী শ্রীরাধা মোহন॥
বাৎসরিক পিণ্ড দিতে শ্রীচন্দ্র মোহন।
জ্যেষ্ঠভ্রাত সনে গয়া করেন গমন॥
মহেন্দ্র ত্যজেন দেহ তখন গয়ায়।
পিণ্ডদান হলে পরে মধু পূর্ণিমায়॥
তবে বৎসরান্তে এক তিথি অনুসারে।
মহেন্দ্র মহেন্দ্র লোকে চলিলা সত্বরে॥
বার শত অষ্টআশী বঙ্গাব্দ শ্রাবণে।
শুক্লাসপ্তমীতে যান আনন্দ সে স্থানে॥

রাধা মোহনের সেই চতুর্থ পুত্রের।
রাধা গতে আয়োজন হয় বিবাহের ॥
কোমল কোমল মুখ্য ঘোষ উপাধির।
বেলফুলিয়া বাসী তিনি তাঁর কুমারীর ॥
কাশীশ্বরী নামে কন্যা করি আনয়ন।
বিবাহ করেন তবে মোহিনী মোহন ॥
বৎসরের মধ্যে কন্যা হৈল গত প্রাণ।
পুনরায় ঘটকেরে বাঘুটে পাঠান।
বাঘুটীয়া বাসী স্থতা জগৎ ঘোষের।
কুলীন সহজ মুখ্য বালি সমাজের ॥
তাঁর কন্যা হরপ্রিয়া রূপ গুণ যুতা।
তাঁহাকে আনিয়া তিনি করেন বনিতা ॥
তাঁর গর্ভে তিন কন্যা একটী তনয়।
ক্রমে জনমিলা সবে প্রফুল্ল হৃদয় ॥
ললিত মোহন নামে নন্দন জন্মিল।
সুচরিত্রবান সুশ্রী বিদ্বান হইল ॥
রূপে গুণে ধর্ম্মনীতি চরিত্রের বলে।
প্রশংসিত সর্ব্বস্থলে হইলেন কালে।
বসন্ত কুমারী সুরঙ্গিণী ইন্দুমতী।
রূপে লক্ষ্মী তিনজন গুণে সরস্বতী ॥
উপেন্দ্র মোহন তরে তবে কন্যা আনি।
মোহিনী মোহন বিয়া দিলেন আপনি ॥
বাঘুটীয়া বাসী নাম শ্রীঈশ্বর ঘোষ।
কনিষ্ঠ কুলীন তাঁর হৃদয়ে সন্তোষ ॥

তাঁর কন্যা শ্রীরাম রঙ্গিণী রূপবতী।
উপেন্দ্র মোহন তাঁর হইলেন পতি।
সদা লজ্জাশীলা সতী পতি পরায়ণা।
দুইটী তনয় লভি আনন্দে মগনা॥
হেমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র নাম দোঁহাকার।
শৈশবে রাখিয়া দোঁহে মাতা হৈলা পার॥
জৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাষ্টমী নিশি দ্বিপ্রহরে।
মাতৃহীনা করি দুটী শিশু তনয়েরে॥
স্বর্গে গেলা সতী লক্ষ্মী পতি পুত্র রাখি।
উপেন্দ্র মোহন মনে হইলা অসুখী॥
মাতৃ অনুরোধে পুনঃ বিবাহ করেন।
তারক ঘোষের কন্যা মাতা আনি দেন॥
হবির কাঠিতে বাস বংশজ প্রধান।
শ্রীমোন্‌মোহিণী তাঁর নামের আখ্যান॥
নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত সদা সদালাপে।
মাতৃহীন দুটী ভাই দুঃখে দিন যাপে॥
পিতামহী ক্রোড়ে নিত্য হইতা পালন।
অকালে কনিষ্ঠ শেষে করিলা গমন॥
জৈষ্ঠ্য-শুক্লাপঞ্চমীতে মোহিনী মোহন।
ছত্রিশ বরষে তিনি ত্যজিলা জীবন॥
বারশত উননব্বুই সাল জৈষ্ঠ মাসে।
আঘাতিয়া মাতৃ বক্ষে স্বরগেতে পশে॥
সেই জ্যৈষ্ঠ সেই সালে কৃষ্ণাত্রয়োদশী।
উপেন্দ্র মোহনে কাল লইল গরাসি॥

দুর্নিমিত্ত সেইকালে হইল ঘটন।
ভাঙ্গিল অশীতি হস্ত প্রাচীর তখন॥
ভাগেশ্বরী হইলেন পশ্চিম বাহিনী।
মহাপুরুষের অন্তর্ধান মনে গণি॥
ভ্রাতৃ সেবা হেতু তবে উপেন্দ্র মোহন।
জ্যেষ্ঠের পশ্চাত স্বর্গে করিলা গমন॥
জ্যৈষ্ঠ মাস তের শত দুই বঙ্গাব্দের।
আবার আসিল কাল জ্যৈষ্ঠ ই হাদের॥
বিংশ বর্ষে শুকাইল ফুটন্ত প্রসূন।
দশহরা দিনে শ্রীশ চন্দ্র স্বর্গে যান॥
স্বর্ণ কান্তি নিরমল পবিত্র অন্তর।
সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখ অনিন্দ্য সুন্দর॥
দোষহীন তনুখানি বলিষ্ঠ গঠন।
আপামর সকলের সুহৃদ স্বজন॥
লিখিতে লেখনী কাঁপে চখে আসে জল।
জ্যেষ্ঠের হৃদয় ভাঙ্গি ত্যজিলা এ স্থল॥
মহাশোক নামে গ্রন্থ বিয়োগে ই'হার।
শোকভরে হেমচন্দ্র করেন প্রচার॥
রজনী মোহনে তাঁর মাতা বিভা দিলা।
কৈলাস ঘোষের কন্যা ঘটকে আনিলা॥
স্বর্ণলতা নাম তাঁর অতি লজ্জাশীলা।
একমাত্র পুত্র রাখি স্বর্গে চলি গেলা॥
অকালে রমেশ স্বরগেতে চলি গেলা।
বিবাহের তরে পরে লোক পাঠাইলা॥

থানাকুল কৃষ্ণ নগরেতে তাঁর ধাম।
হরিনাথ বসু সর্ব্ব অধিকারী নাম॥
তাঁহার প্রথমা কন্যা শরত সুন্দরী।
রজনী মোহন প্রীত তাঁকে বিভা করি॥
তাঁর গর্ভে তিন সুত একটী তনয়া।
এ পর্য্যন্ত তুষ্ট করে ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
নীরদ বনবিহারী ব্যোমকেশ নাম।
প্রমীলা সুন্দরী কন্যা অতি অনুপম॥
পঞ্চ বিংশ পর্য্যায়ের হয় অভ্যুত্থান।
ভাগ্য নারায়ণ বংশ হইল বাথান।
আনন্দলালের পুত্র রামলাল রায়।
রায়কাঠি রাধানাথ মিত্রের কন্যায়॥
কুলীনে কোমল মুখ্য গণনা যে করি।
রামপ্রিয়া হইলেন শ্রীবামা সুন্দরী॥
তাঁর গর্ভে জন্মিলেক মাত্র তিন সুত।
দক্ষিণাকুমার আর প্রসন্ন শরত॥
হরলাল মীমাংসক শান্ত শিষ্ট অতি।
সংবক্তা পঞ্চবিংশ পর্য্যায়েতে স্থিতি॥
অভয়া বসুর কন্যা রমণী সুন্দরী।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভার কুলীন ঝিয়ারী॥
নৈহাটীতে পিত্রালয় তাহারে আনিয়া।
মহা সমারোহে হরলালে দেন বিয়া॥
তাঁর গর্ভে দুই সুত একটী ঝিয়ারী।
তারাপদ শ্রীজিতেন্দ্র হেমন্ত কুমারী॥

বসন্ত লালের বিয়া হৈল তার পর।
শ্রীহরিচরণ বসু কবিল্‌পাড়া ঘর ॥
কুলীনে সহজ মুখ্য গণনা যে করি।
তাঁহার তনয়া নামে হেমন্ত কুমারী ॥
তাঁর সাথে বসন্তের হয় পরিণয়।
অতিথির সেবা বসন্তের প্রিয় হয় ॥
বসন্তের বহুপুত্র কন্যা জন্মেছিল।
অকালে সকলে প্রায় প্রাণ তেয়াগিল ॥
কালিদাস নামে পুত্র মাত্র বিদ্যমান।
শোকতাপে শ্রীবসন্ত সদা ম্রিয়মান ॥
নেত্রলাল রূপ যেন লিখেন তেমনি।
বিবাহ করিলা নামে ভুবন মোহিনী ॥
পরেশ ঘোষের কন্যা কুমরিয়া ধাম।
কুলীনে সহজ মুখ্য সমাজে সুনাম ॥
ভুবনমোহিনী গর্ভে জন্মিল সন্তান।
রূপবতী দুটি কন্যা পুত্ররূপবান ॥
কুসুম কুমারী আর গোলাপ সুন্দরী।
অবিনাশ হিরন্ময় স্বর্ণ কান্তি ধরি ॥
সুত সুতা চারি জনে পূর্ণ রূপে গুণে।
চন্দ্রকলা সমবৃদ্ধি হয় দিনে দিনে ॥
আনন্দের কন্যা রামরঙ্গিনীর পরে।
বিবাহ হইল মুখ্য কুলীনের ঘরে ॥
মাগুরা নিবাসী মুখ্য কুলীনে কোমল।
বসন্ত কুমার বসু হৃদয় সরল ॥

তাঁর সহ রামরঙ্গিনীর বিভা হৈল।
ক্ষীরোদ সুরেশ দুই পুত্র প্রসবিল॥
পরদুঃখে দুঃখী সদা ক্ষীরোদ হৃদয়।
উন্নত অন্তর অতি হৃদি শান্তিময়॥
বিধুমুখী সম্প্রদান করে পঞ্চাননে।
গোনাল নিবাসী মুখ্য কোমল গণনে॥
নব কুমারীর শেষে হয় পরিণয়।
এই ক্রিয়া আদ্দিরসে হয় সপর্য্যায়॥
বাণীনাথ বসু নাম নৈহাটী নিবাস।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে প্রকাশ॥
আমন্দলালের তবে পঞ্চম পুত্রের।
পঞ্চবিংশ পর্য্যায়স্থ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রের॥
কুলীনে কোমল মুখ্য বাস সিঙ্গাধামে।
লালন বসুর কন্যা হেমলতা নামে॥
তার সহ হইলেক শুভ পরিণয়।
দুইজনে পরস্পর সম্প্রীত হৃদয়॥
জ্যোতিরিন্দ্র শ্রমশীল মুখে কথা নাই।
অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত আছেন সদাই॥
সরযূ ফণীন্দ্র নামে তনয়া তনয়।
এ পর্য্যন্ত এই দুটী সুতা সুত হয়॥
কনিষ্ঠ কুঞ্জের তবে বিবাহ ক্রমেতে।
হরদাস ঘোষ সুতা সরলা নামেতে॥
থুর্নিয়া নিবাস তাঁর লোক বিচক্ষণ।
কুঞ্জলাল তাঁর সুতা করেন গ্রহণ॥

সত্য বাদী ন্যায়নিষ্ঠ সরল অন্তর।
আজীবন কুঞ্জলাল পরহিত কর॥
নন্দলাল সুত পঞ্চবিংশতি পর্য্যায়।
অমৃত লালের তবে পরিণয় হয়॥
বাঘুটীয়া বাস মুখ্য কুলীনে কোমল।
মথুর ঘোষের কন্যা ভামিনী হইল॥
অন্নদা নামেতে বামা অমৃতের জায়া।
তাঁর গর্ভে সুত এক তিনটী তনয়া॥
শশিমুখী বিলাসিনী সুশীলা যে হয়।
সুরেন্দ্রে রাখিয়া অমৃতের হয় লয়॥
নন্দলাল আনে কন্যা বহু ব্যয় করি।
উমানাথ বসু সুতা মদন মঞ্জরী॥
রায়ের কাঠিতে বাস কুলীনে কোমল।
তাঁর কন্যা গ্রহণ করিলা শ্যামলাল॥
একে একে বহু সুত জন্মে তাঁর গর্ভে।
শৈশবে নিহত প্রায় হইলেক সর্ব্বে॥
গিরীন্দ্র মোহন আর পুত্র হরিদাস।
কন্যা হয় বিনোদিনী নামেতে প্রকাশ॥
নন্দলাল সুতা রমণীর পরিণয়।
মতি লাল বসু সনে সংঘটন হয়॥
কুলীন সহজ মুখ্য মূলঘর বাস।
অতি অমায়িক ভাব সদা মিষ্ট ভাষ॥
শ্রীকেশব ব্রজহেম তিনটী তনয়।
রমণী প্রসব করে কন্যা কতিপয়॥

মোহিনীর বিবাহ হইল খর্ণিয়ায় ।
দুর্গাদাস ঘোষ নামে প্রশান্ত হৃদয় ॥
মদন মোহন সুত দেবেন্দ্র মোহন ।
পঞ্চবিংশ পর্য্যায়েতে যাহার গণন ॥
বাঘুটীয়া বাসী মুখ্য সহজ কুলীন ।
কুঞ্জলাল ঘোষ নাম বুদ্ধিতে প্রবীন ॥
তাঁহার তনয়া নাম ত্রৈলোক্য মোহিনী ।
তাঁহাকে করেন ভার্য্যা আদরেতে আনি ॥
তাঁর গর্ভে জন্মে সুত পুলিন বিহারী ।
বিরাজ মোহিনী নামে জন্মিল কুমারী ॥
এ মহাবংশের মধ্যিয়ার শাখাগণি ।
প্রথম এণ্ট্রান্স পাস করিলেন ইনি ॥
গম্ভীর প্রকৃতি বড় নাহি হিংসা দ্বেষ ।
নাহি হৃদে পরশ্রীতে কাতরতা লেশ ॥
ত্রৈলোক্যের মৃত্যু হ'লে দেবেন্দ্র মোহন ।
সারদা বসুর কন্যা করিলা গ্রহণ ॥
রাংদিয়া বাস তার তেওজ কুলীন ।
মৃন্ময়ী নামে কন্যা শ্যামাঙ্গী অক্ষীণ ॥
দুই কন্যা দুই পুত্র গর্ভে ধরে ছিলা ।
নগেন্দ্র খগেন্দ্র আর সরলা সুশীলা ॥
ক্ষেত্র মোহনেরে এক কন্যা দিলা আনি ।
সীতা নাথ ঘোষ সুতা নাম মোনমোহিনী ।
রায়কাঠি বাস মুখ্য কুলীন কোমল।
তাঁর সুতা গর্ভে চারি সন্তান হইল ॥

[illegible]নয় সতীশ আর শশধর নাম।
মানদা জ্ঞানদা দুই কন্যা অনুপম ॥
মদন মোহন কন্যা ভুবন মোহিনী।
জমিদার শ্যামলাল ঘোষের ভামিনী ॥
বাহুড়ি নিবাসী শ্যামলাল ঘোষ হয়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলে পরিচয় ॥
দ্বিতীয় কুমারী সেই বিশ্বেশ্বরী নামে।
কাশীশ্বর ঘোষ বাস রায়কাঠি ধামে ॥
কুলীন কোমল মুখ্য অতি সদাশয়।
তাঁর সহ বিশ্বেশ্বরী পরিণীতা হয় ॥
গোপী মোহনের পুত্র হরপ্রতাপের।
বিভা হৈল সহ কন্যা কোমল মুখ্যের ॥
বাঘুটীয়াবাসী গুরু চরণ পিয়ারী।
পরিণীতা হইলেন মানদা সুন্দরী ॥
তাঁর গর্ভে দুই সুত দুই কন্যা হয়।
শ্রীশশিশেখর কালী প্রসন্ন আখ্যায় ॥
পঙ্কজিনী শৈল বালা দুইটী তনয়া।
শ্রীকালী প্রসন্ন গেলা অকালে চলিয়া ॥
ইন্দ্র ভূষণের হইলেক পরিণয়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীন তনয় ॥
রূপ চাঁদ বসু নাম মুলঘর বসতি।
তাঁর কন্যা অনুপমা রূপে ভগবতী ॥
তাঁর গর্ভে অষ্ট সুত সুতা জন্মেছিল।
অকালে তিনটী গেল পাঁচটী রহিল ॥

সুরেশ নরেশ আর ধীরেন কিরণ।
অরুণ নামেতে পঞ্চ হইল নন্দন ॥
শরত কুমারী তরু বালা সুরবালা।
ত্রিতনয়া ভগবতী গর্ভেতে ধরিলা ॥
নির্ম্মল অন্তর সদা সুরেশের ছিল।
অকালে মুঙ্গেরে স্বর্ণ কান্তি তেয়াগিল ॥
নরেশ ধীরেন গেল শৈশবে চলিয়া।
পিতা মাতা হৃদয়েতে শোকশেল দিয়া ॥
শরত মহিলাকবি বিদুষী সুন্দরী।
উচ্ছ্বাস নামেতে গ্রন্থ প্রণয়ন করি ॥
চন্দ্র মোহনের কন্যা ক্ষীরোদা সুন্দরী।
পরম ধার্ম্মিকা নিত্য দেব সেবা করি ॥
লভিলেন পতি তিনি নাম মতিলাল।
সদাসত্যবাদী কর্ম্মপ্রিয় চিরকাল ॥
বাঘুটীয়া পিত্রালয় কুলীন কোমল।
রূপবান স্বাস্থ্যবান বিপন্ন-সম্বল ॥
বিদুষী ক্ষীরোদা গর্ভে তিনটী তনয়।
জন্মিল মঘিয়া ধামে এক হয় ক্ষয় ॥
অকালে মধ্যম চলি গেল স্বর্গ ধাম।
মন্মথ প্রমথ রহে সুন্দর সুঠাম ॥
সুকবি বিদ্বান জ্ঞানী রূপবান দোহে।
উন্নত হৃদয় সদা হৃষ্ট চিত্তে রহে ॥
চন্দ্র মোহনের পুত্র হীরালাল নাম।
বিবাহ হইল তার কুমরিয়া ধাম ॥

কুলীন কোমল মুখ্য সহজে গণন।
শ্রীবামা চরণ বসু সমাজে সুজন॥
রূপবতী ইন্দুমতী শচীর সমান।
হেন কন্যা হীরালালে করে সম্প্রদান॥
এ পর্য্যন্ত সে কন্যার গর্ভে জন্ম হয়।
সরোজ প্রফুল্ল বাসুদেব পুত্রত্রয়॥
প্রভাবতী বিভাবতী ননীবালা নাম।
তিনটী তনয়া রূপে অতি অনুপম॥
চন্দ্র মোহনের সেই দ্বিতীয় তনয়।
শুকলাল নাম যাঁর খ্যাত প্রতিভায়॥
গণিতে পণ্ডিত অতি সাহসী শিকারী।
বন্দুকে অভ্রান্ত লক্ষ্য মহা বলধারী॥
বহু ব্যাঘ্র কুম্ভীরাদি সর্প বিষধর।
অব্যর্থ সন্ধানে যাঁর ত্যজে কলেবর॥
শক্তিমান বিচক্ষণ নির্লিপ্ত সংসারে।
সরোজিনী নামে নারী আনিদিলা তাঁরে॥
শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ বংশজ আখ্যান।
হবির কাঠিতে বাস ধীর বুদ্ধিমান॥
সরোজিনী নামে কন্যা তাঁহার আছিল।
সেই কন্যা শুকলাল ভামিনী হইল॥
বঙ্গাব্দের তের শত দুই চৈত্র মাসে।
পশে শুকলাল স্বর্গে ষোড়শ দিবসে॥
তাঁর শোকে হেমচন্দ্র মুহ্যমান হৈয়া।
স্মৃতি রক্ষা করে তবে আহুতি রচিয়া॥

চন্দ্র মোহনের পরে কনিষ্ঠ তনয়।
প্রথম বি এল যিনি হন মহিমায়॥
কলিকাতা বাসী গোঁসাই দাস ঘোষ সুতা
সুহাসিনী নামে কন্যা রূপ গুণ যুতা॥
তাঁহাকে করিয়া ভার্য্যা সানন্দ হৃদয়।
পরম কৌতুকে কাল করে দোঁহে ক্ষয়॥
চন্দ্র মোহনের কন্যা নামে কাদম্বিনী।
অক্ষয় ঘোষের পুত্র নামেতে অশ্বিনী॥
কোটাখোল বাস মুখ্য কুলীনে গণন।
উভয়েতে পরিণয় হইল ঘটন॥
কনিষ্ঠা তনয়া লক্ষ্মী লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
বিদুষী সুশীলা সদা মধুর ভাষিণী॥
আনকুল বালি বাসি সুমুখ্য কুলীন।
শ্রীখেলাত চন্দ্র মিত্র সুশ্রী সর্ব্বাঙ্গীন॥
তাঁর সহ লক্ষ্মী প্রিয়া পরিণীতা হয়।
বড়ই সন্তুষ্ট দোঁহে প্রফুল্ল হৃদয়॥
মোহিনী মোহন পুত্র ললিত মোহন।
শ্রীমান বিদ্বান ধীর ধার্ম্মিক সুজন॥
শ্রীধর পুরেতে বাস শ্রীব্রজেন্দ্র নাম।
বসুবংশে জমিদার পূর্ণ গুণ গ্রাম॥
তাঁহার তনয়া জ্যেষ্ঠা শরত কুমারী।
শরদিন্দুনিভাননী অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
তাঁর সহ ললিতের বিবাহ বন্ধন।
বরিশাল নগরীতে হয় সমাপন॥

মোহিনী মোহন সুতা বসন্ত কুমারী।
নির্ম্মল চরিত্রা ছিলা অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
হরিঢালী বাসী মুখ্য সহজ কুলীন।
আশুতোষ ঘোষ নাম বুদ্ধিতে প্রবীণ॥
তাঁহার তনয় নাম শ্রীশ্যামাচরণ।
তাঁর করে বসন্তেরে করে সমর্পণ॥
অকালে বসন্তে হরি লইলেক কালে।
জননী ভাসেন তার শোকে নেত্র জলে॥
দ্বিতীয়া তনয়া সেই সুরঙ্গিনী ধনি।
শ্রীশরত চন্দ্র ঘোষ হইলা ভামিনী॥
বেলফুলিয়ায় বাস কুলীন কোমল।
হরি ঘোষ সুত সদা হৃদয় সরল॥
তৃতীয় তনয়া ইন্দুমতী তার নাম।
শ্রীঅক্রূর চন্দ্র ঘোষ বাঘুটীয়া ধাম॥
বনগ্রাম বাসী এবে সহজ কুলীন।
কায়স্থ সমাজ মাঝে সম্মানে প্রবীণ॥
তাঁহার তনয় হয় শ্রীউপেন্দ্র নাথ।
ইন্দুমতী বিভা হৈল উপেন্দ্রের সাথ॥
উপেন্দ্র মোহন জ্যেষ্ঠ তনয় রতন।
হেমচন্দ্র নাম যাঁর সুকবি সজ্জন॥
কুমার অনাথ নাথ দেব বাহাদুর।
তাঁহার মাতুল হেমচন্দ্রের শ্বশুর॥
কলিকাতা বাসী বসু শ্রীনগেন্দ্র নাথ।
কৃষ্ণ নগরের বসু সমাজে বিখ্যাত॥

মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন।
শ্রীমতী বিনোদবালা দুহিতা রতন॥
সুশীলা সুন্দরী বালা উদার হৃদয়া।
বিলাসিতা হীনা সদা দীন দুঃখে দয়া॥
স্বতঃ লজ্জাশীলা শুদ্ধ সুপবিত্র মনা।
দরিদ্রের মাতা সদা অহঙ্কার হীনা॥

সম্প্রদান করিলেন হেমচন্দ্রে তায়।
বহু আড়ম্বরে বিভা হৈল কল্‌কাতায়॥
বিনোদ বালার গর্ভে জন্মিলেক সুতা।
প্রমোদা সুন্দরী নামে রূপ গুণ যুতা॥

এ পর্য্যন্ত দুটী সুত হইল তাঁহার।
শ্রীমান বঙ্কিম চন্দ্র অক্ষয় কুমার॥
মহাশোক রত্না আর প্রয়াগ প্রসূন।
আহুতি নামেতে গ্রন্থ কর প্রণয়ন॥

কাব্যরসে কাব্যামোদে হেমচন্দ্র নিতি।
ছন্দ অলঙ্কারে পান পরম পিরীতি॥

সামাজিক নীতি শীল শান্তি প্রিয়তায়।
তীব্র অনুভূতি পূর্ণ হৃদয় দয়ায়॥
কলিকাতা পাঠকালে করিলা স্থাপন।
শরচ্চন্দ্র ঘোষ সনে মিলিয়া তখন॥

নাম তার গ্রাজুয়েট ইনষ্টিটিউসন।
জমিদারী কার্য্যে তিনি অতি বিচক্ষণ॥
বাগ্মী বুদ্ধিমান রত সাহিত্য সেবায়।
সতত পূর্ণিত হৃদি উচ্চ আকাঙ্খায়॥

ছোটলাট ইলিয়ট সনে দেখা করি।
খুলনায় ভাসে হৃদে আনন্দ লহরী॥
বড়লাট ল্যান্সডাউন্ দরবারে আর।
গভর্ণমেণ্ট প্যালেসে প্রবেশ অধিকার॥

পাইয়া সন্তুষ্ট অতি হেমচন্দ্র হন।
মহারাণী পৌত্র বঙ্গে আসিলা যখন॥
যুবরাজ প্রিন্সঅব ওয়েলস্-পুত্রের।
ভারতাগমনে আলবার্ট ভিক্টরের॥
কলিকাতা ধামে অভ্যার্থনা প্যাভিলনে।
নিমন্ত্রিত হয়ে যান সানন্দ পরাণে॥
রাজারাজচন্দ্র রায় মুরসিদাবাদে।
হস্তী দন্ত পাখা পান নবাব প্রসাদে॥
সুবাদার আলিবর্দ্দি যেই পাখা দিলা।
সেই পাখা হেমচন্দ্র ক্রমেতে পাইলা॥
জরাজীর্ণ অবশেষ সে পাখা খানিকে।
মিউজিয়মেতে হেমচন্দ্র দেন সুখে॥
পঞ্চবিংশ পর্য্যায়ের হল শেষ কথা।
ষড়বিংশ পর্য্যায়ের প্রচারিব গাথা॥

অথ ষড়বিংশ পর্য্যায়াখ্যান।

রামলাল জ্যেষ্ঠসুত দক্ষিণা কুমার।
ষড়বিংশ পর্য্যায়েতে যাহার বিচার॥
বাঘুটীয়া বাসী ঘোষ প্রসন্ন কুমার।
কুলেতে কোমল মুখ্য গণন যাহার॥
কাদম্বিনী নামে তাঁর প্রথমা তনয়া।
তিনি হইলেন আসি দক্ষিণার জায়া॥
দুই সুত দুই সুতা জন্মিল তাঁহার।
এক সুতা অকালেই হয় লোকান্তর॥
অমূল্য ভূপেন্দ্র আর শ্রীনগেন্দ্র বালা।
দুই সুত জন্মে সুতা সরলা সুশীলা॥
দ্বিতীয় প্রসন্ন বিভা হয় তার পর।
শ্রীঅক্রুর চন্দ্র ঘোষ বনগ্রাম ঘর॥

কুলীনে সহজ মুখ্য সমাজে বাখান ।
মোক্ষদা নামেতে কন্যা করিলেন দান ॥
এ পর্য্যন্ত এক সুত জন্মিল তাঁহার ।
শ্রীকালী চরণ নাম রাখিলা যাহার ॥

তৃতীয় শরত সহ বিভা হৈল আর ।
হরিনাথ সর্ব্ব অধিকারী তনয়ার ॥

খানাকুল কৃষ্ণ নগরের অধিকারী ।
কুলীনে সহজ মুখ্য সমাজে বিচারি ॥
মণীন্দ্র নামেতে সুত প্রসব করিলা ।
আর এক সুতা রাখি স্বর্গে চলি গেলা ॥

শরচ্চন্দ্র শিষ্ট শান্ত ধীর বুদ্ধি হয় ।
ক্রোধহীন গুরুজনে ভক্তি অতিশয় ॥
হরলাল জ্যেষ্ঠ সুত তারাপদ নামে ।
বিবাহ করেন তিনি বাঘুটীয়া ধামে ॥

সর্ব্বদা উচিত বক্তা সরল হৃদয় ।
অহঙ্কারশূন্য অমায়িক অতিশয় ॥
কুলীন কোমল মুখ্য শ্রীকৈলাস নাথ ।
বিবাহ হইল তাঁর তনয়ার সাথ ॥

সরোজিনী নামে কন্যা সরলা সুশীলা ।
এক কন্যা এক পুত্র গর্ভে ধরেছিলা ॥
স্বামীপুত্র বিদ্যমানে স্বর্গে গেলা সতী ।
তাঁর শোকে তারাপদ ম্রিয়মান অতি ॥

দ্বিতীয় জিতেন্দ্র বিভা হয় বহু পর ।
শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ বাঘুটীয়া ঘর ॥
স্বনামে বিখ্যাত তিনি কোমল কুলীন ।
চণ্ডীচরণ ঘোষ পৌত্র বুদ্ধিতে প্রবীণ ॥
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা তনয়া তাঁহার ।
সুশীলা সুন্দরী আর হৃদয় উদার ॥

হেন মনোরমা সনে হয় পরিণয়।
জিতেন্দ্র সাধক ভক্ত ধার্ম্মিক হৃদয় ॥
উন্নত উদার মন হিংসাদ্বেষ হীন।
সংসারে সম্মান লাভ করে দিন দিন ॥

হরলাল সুতা সেই হেমন্ত কুমারী।
বেল্‌ফুলিয়া বাসী জনার্দ্দন ঘোষ নারী ॥
কুলীন কোমল মুখ্য সমাজের মাঝে।
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ বৈষয়িক কাজে ॥
নেত্রলাল জ্যেষ্ঠ সুতা কুসুম কুমারী।
হরিটালী বাসী আশুতোষ সুত নারী ॥

আশুতোষ বসু মুখ্য কুলীনে গণন।
তাঁহার মধ্যম পুত্র জানকী ভূষণ ॥
তাঁর সহ কুসুমের হয় পরিণয়।
গোলাপ সুন্দরী শেষে সম্প্রদান হয় ॥
বাঘুটীয়া বাসী মুখ্য সহজে গণন।
শ্রীকেদার [illegible] ঘোষের নন্দন ॥
নেত্রলাল গোলাপেরে তারে করি দান।
কন্যাভার দায় হ'তে চিরমুক্তি পান ॥

অমৃতের পুত্র সুরেন্দ্রের বিভা হয়।
হীরালাল বসু সুতা মৃণ্ময় আলয় ॥
কুলীন সহজ মুখ্য সমাজে বিখ্যাত।
সুরেন্দ্রের বিভা হয় তাঁর কন্যা সাত ॥

শ্যামলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্র মোহন।
হরিশ্চন্দ্র ঘোষ কন্যা করিলা গ্রহণ ॥
বাঘুটীয়া বাসী মুখ্য সহজ কুলীন।
তেজিয়ান্ বুদ্ধিমান্ ন্যায়েতে প্রবীণ ॥

সুন্দরী তনয়া তাঁর রূপে ভগবতী।
গিরীন্দ্রেরে দিলা কন্যা নামে ইন্দুমতী ॥

শ্যামলাল কন্যারত্ন বিনোদিনী পরে।
উৎসর্গীতা হইলেক মনীন্দ্রের করে॥
কুলীন সহজ মুখ্য রাংদিয়া রয়।
শ্রীবেণী মাধব বসু দ্বিতীয় তনয়॥

বিদ্বান সুবোধ বড় অতি বিচক্ষণ।
শ্যামলাল সুতা তিনি করেন গ্রহণ॥

দেবেন্দ্র মোহন জ্যেষ্ঠ তনয় পুলিন।
শ্রীসত্য চরণ বসু কোমল কুলীন॥
বনগ্রাম বাস তাঁর প্রথমা নন্দিনী।
পূর্ণরূপ গুণ যুতা নাম সরোজিনী॥

হেন কন্যা সনে পুলিনের পরিণয়।
তাঁর গর্ভে জন্মিলেক তিনটী তনয়॥
সুধীর গম্ভীর ধীর দ্বিতীয় সুশীল।
সর্ব্বদা পাঠেতে মন তৃতীয় অনিল॥
দেবেন্দ্র মোহন সুতা বিরাজ [illegible]।
বনগ্রাম বাস তার নামটী [illegible]

পিয়ারী মোহন মিত্র সহজ কুলীন।
আছিলেন বিচক্ষণ বুদ্ধিতে প্রবীণ॥
তাঁর সুত রজনীর সনে বিভা হয়।
বিরাজ মোহিনী বড় মৃদু কথা কয়॥

দ্বিতীয়া সরলা বিভা হইলেক পর।
শ্রীশশি ভূষণ ঘোষ বাঘুটীয়া ঘর॥
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন।
তাঁর করে সরলারে করে সম্প্রদান॥

সুশীলার বিবাহ হইল তদন্তর।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ নাম বিষ্ণু পুর ঘর॥
বিদ্বান সুশীল অতি সাধুনিষ্ঠাবান।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় ভাব কুলীনে গণন॥

[illegible] কন্যা মানদা সুন্দরী।
[illegible]বাসী শ্রীকেশব বসুর যে নারী॥
[illegible] তিনি নিজে ক্ষমবান।
[illegible] অর্থ করিছে অর্জ্জন॥
[illegible]ন্যা পঙ্কজিনী নামে।
তাঁহার [illegible] বাঘুটীয়া ধামে॥
শ্রী[illegible] নাথ ঘোষ মোক্তার সুজন।
মুখ্য কুলীনেতে যাঁর সমাজে গণন॥
[illegible] বাস করিছেন এবে।
[illegible] স্বামী সেবে॥
[illegible] কুমারী।
[illegible] কাঁদি হাকে [illegible]করি॥
[illegible] করে করে [illegible]ন।
[illegible] অতি [illegible]॥
[illegible] শ্রী[illegible]
[illegible]বন॥
[illegible] [illegible]ঙ্কর।
বিপদ ছাইল জমিদারীর উপর॥
দুনিমিত্ত দেখা দিল জমিদারী কাজে।
শ্রীধর্ম্ম মহেন্দ্র রায় তালুকের মাঝে॥
সেখমাটীয়া গড়ঘাট্টা তালুক ভিতর॥
হাওলাদার সনেতে বিবাদ ঘোরতর।
লক্ষাধিক মুদ্রা নষ্ট এ পর্য্যন্ত হয়।
ভাবি ফল বলিবারে পারে দয়াময়॥
তেরশত পঞ্চ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে।
লিখিলাম এ পর্য্যন্ত মনের হরিষে॥
ভঙ্গুর শরীর মোর জরা জীর্ণ রোগে।
তবুও লিখিনু এত মনের আবেগে॥

সমাপ্ত।